পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 65 Wednesday, 4 February, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ৬৫ সংখ্যা ❋ ২১ মাঘ ১৪৩২, বুধবার, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

আমরা ফুল দিয়েছি, উনি অপমান করেছেন মুখ্যমন্ত্রী

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারিঃ এসআইআর ইস্যুতে রাজধানী দিল্লি থেকে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইআরের কারণে 'ক্ষতিগ্রস্ত'দের পরিজনদের দিল্লির বঙ্গভবনে সোমবার পুলিশি হেনস্থার অভিযোগে মঙ্গলবার কালো পোশাক পরে অবস্থানে বসেন তাঁরা। তাঁদের সঙ্গেই সাংবাদিক বৈঠক করে নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, ''সোমবারের বৈঠকে জ্ঞানেশ কুমার আমাকে থ্রেট করেছিলেন, টেবিল চাপড়ে বলেছি এভাবে চিৎকার করবেন না!'' হুঁশিয়ারির সুরে মমতা এও বলেন, ''মনে রাখবেন, চেয়ার ইজ নট পার্মানেন্ট, পিপলস ইজ পার্মানেন্ট! আমরা এক ইঞ্চি জমি ছাড়ব না। ফাইনাল তালিকায় গোলমাল হলে ছেড়ে কথা বলব না।'' সেই সঙ্গে মমতার দাবি, ২৬ এর ভোটে আরও বেশি আসনে জিতবে তৃণমূল। সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, এসআইআর এর নামে বাংলায় সুপার এমার্জেন্সি চলছে। কমিশনকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি বাংলায় গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করতে চাইছে। মানুষ বিচার চাইতে চাইতে ক্লান্ত। তাঁর কথায়, ''এসআইআরের নামে যেভাবে মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে, তাতে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে, কার কাছে বিচার চাইবে-সেই প্রশ্নই উঠছে।'' তাঁর কথায়, ''বারবার চিঠি দিয়েছি, কোনও উত্তর পাইনি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশও মানা হচ্ছে না। তাই কমিশনের সঙ্গে দেখা করতে ক্ষতিগ্রস্তদের নিয়ে দিল্লিতে এসেছিলাম। আর এখানেই দিল্লি পুলিশ দিয়ে আমাদের হেনস্থা করা হল।'' দিল্লিতে বসেই বাঙালিদের হেনস্থার অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''যদি বাংলার মানুষের জন্য এই দেশে আর কেউ না-ও লড়ে, আমি লড়ব। লড়ে যাব। বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই অবিচারের বিচার চাইব।'' কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশনকে এক বন্ধনীতে রেখে তাঁর কটাক্ষ, ''দিল্লির জমিদাররা ভোটারের অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে। আমি চ্যালেঞ্জ করছি, ক্ষমতা থাকলে রাজনৈতিক ভাবে মোকাবিলা করো। হরিয়ানা, মহারাষ্ট্রের মতো কমিশনকে কাজে লাগিয়ে বাংলায় ভোটের নামে প্রহসন করতে দেব না।'' এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে তাড়াহুড়োর কারণ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, কমিশন এআই-এর অপব্যবহার করছে। মাইক্রো অবজারভাররা আদালতের নির্দেশ মানছে না। 'লজিক্যাল ডিসক্রেপিন্সি'র নামে জীবিত মানুষকে মৃত বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বহু যোগ্য ভোটারের নাম বাদ পড়ছে। মমতার প্রশ্ন, ''দু'বছরের কাজ কেন দু'মাসে করা হবে? বিএলওদেরও হেনস্থা করা হচ্ছে, সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। যাঁরা মারা গেলেন, তাঁদের দায় কে নেবে?'' সোমবার বঙ্গভবনে তল্লাশির নামে দিল্লি পুলিশ কী ভাবে হেনস্থা করেছে, তা নিয়ে এদিন সাংবাদিক বৈঠকে তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যেরা। অভিযোগ, সকাল থেকেই বঙ্গভবনের সামনে দিল্লি পুলিশের অস্বাভাবিক তৎপরতা চোখে পড়ে। এলাকা পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ হয়ে যায়। বঙ্গভবন ঘিরে ফেলা হয় এবং ভিতরে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ ওঠে। মমতার অভিযোগ, ''দিল্লি পুলিশ বঙ্গভবনে ঢুকে ঘরে ঘরে সার্চ করছে। এখানে বাংলার মানুষ থাকছেন। এটা আমাদের ভবন, ওরা এটা করতে পারে না।'' ওই মঞ্চ থেকেই ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে বাংলার কেন্দ্রীয় বরাদ্দ আটকে রাখা থেকে এজেন্সির অপব্যবহার নিয়েও সরব হন তিনি। মমতার অভিযোগ, ভোট এলেই বেছে বেছে তৃণমূল নেতাদের গ্রেফতার করা হয়। কেন বেছে বেছে বাংলাকেই বারে বারে টার্গেট করা হচ্ছে, সেই প্রশ্নও তোলেন মমতা। দেশজুড়ে বাঙালিদের উপর বাংলাদেশি সন্দেহে নিপীড়নের অভিযোগও তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রশ্ন রাখেন, সীমান্ত সুরক্ষা কার দায়িত্বে? এসআইআর এর কত অনুপ্রবেশকারীর নাম বাদ গেল, সেই প্রশ্নও তোলেন। বাজেটে সাধারণ মানুষের জন্য কিছু নেই বলেও অভিযোগ করেন তিনি। মমতার কটাক্ষ, ''সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো প্রচার চালিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইছে। বাংলাদেশের অশান্তির ভিডিও দেখিয়ে বাংলার ছবি বলে চালানো হচ্ছে।'' বিএলওদের বকেয়া টাকা প্রসঙ্গেও মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বলেন, ''কমিশনের ঘরে এক হাজার কোটি টাকা পড়ে রয়েছে। কমিশন টাকা দিলেই বিএলওদের টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে।'' বৈঠক শেষে রসিকতার সুরে মমতা বলেন, ''২৬ এর ভোটে জিতে আবার আসব। তখন আপনাদের মিষ্টি খাওয়াব। তবে দিল্লির লাড্ডু নয়!''

জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্টে এককাট্টা বিরোধীরা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারিঃ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনার তোড়জোড় শুরু করল বিরোধীরা। সংসদের দুই কক্ষে এই প্রস্তাব উত্থাপনের প্রস্তুতি চলছে বলে সূত্রের খবর। বিষয়টি নিয়ে অন্যান্য বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সব কিছু পরিকল্পনা মতো এগোলে, চলতি বাজেট অধিবেশনেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনা হতে পারে। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন ঘিরে রাজ্য-রাজনীতিতে তরজা এখন চরমে। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরাসরি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতেই এই প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে এবং তার ফলে বৈধ ভোটারদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। সূত্রের খবর, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনার বিষয়ে একমত হয়েছে বিরোধীরা। সংসদে শীঘ্রই সেই প্রস্তাব জমা পড়তে পারে। তৃণমূল কংগ্রেস ইতিমধ্যেই কংগ্রেস-সহ অন্যান্য বিরোধী শরিকদের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে। তৃণমূলের অভিযোগ, জ্ঞানেশ কুমার নির্বাচন প্রক্রিয়াকে কার্যত প্রহসনে পরিণত করেছেন এবং বিজেপির হয়ে কাজ করছেন। বিরোধী শিবিরে এই অভিযোগে মোটামুটি ঐক্যমত্য তৈরি হয়েছে বলেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল সূত্রের তরফে বলা হচ্ছে, নির্বাচন কমিশন দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিজেপির ক্যাম্পে পরিণত হয়েছে। দেশের অন্য প্রান্তে এই কাজ অনায়াসে করা গেলেও পশ্চিমবঙ্গে এসে বাধার মুখে পড়েছে। সোমবার প্রস্তাবিত বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপমান করা হয়েছে। নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রহসনে পরিণত করার এই চেষ্টায় অমর্ত্য সেনও রেহাই পাচ্ছেন না। মানুষ ভোট দিয়ে ঠিক করেন কে শাসক হবে, আর এখন বিজেপি ঠিক করে দিচ্ছে কে ভোটার হবে। দিল্লিতে থাকাকালীন ইমপিচমেন্ট প্রসঙ্গে ইঙ্গিত দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও। রাহুল গান্ধির তরফে বার বার নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা এবং নির্বাচন কমিশনারদের আইনি রক্ষা-কবচ দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে মমতা বলেন, ''আমি চাই ইমপিচমেন্ট হোক। আমাদের সংখ্যা নেই, সেটা ঠিক। কিন্তু প্রস্তাব তো আনা যায়। সংবিধানে সেই প্রভিশন আছে। অন্তত রেকর্ডে তো থাকবে। জনস্বার্থে আমরা সবাই একজোট হয়ে কাজ করছি।'' তবে বিরোধীদের এই উদ্যোগকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি কেন্দ্রের মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর মন্তব্য, ''ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব যে কেউ আনতে পারে। কিন্তু সংখ্যা কোথায়? দম নেই। দেশের মানুষ তো আপনাদের বেছে নেয়নি। যতই বাংলা, উর্দু, ইংরেজিতে কবিতা লেখেন, দেশের মানুষ ভোট দেয়নি। পিছনের বেঞ্চে বসিয়ে রেখেছে।''

কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে সরব অভিষেক

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারিঃ দিল্লির বঙ্গভবনে সাংবাদিক বৈঠক থেকে এসআইআর ইস্যুতে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, সবটাই করা হচ্ছে একটি 'বিশেষ উদ্দেশ্য' সামনে রেখে। পাশ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট ভাষায় বলেন, সংশোধন বা বিয়োজন নয়, এসআইআরের আসল উদ্দেশ্য নাম বাদ দেওয়া। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক জানান, এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করছে না তৃণমূল। কিন্তু যেভাবে তাড়াহুড়ো করে গোটা কাজটি করা হচ্ছে, তা নিয়েই আপত্তি। তাঁর কথায়, ''চাপের মুখে একাধিক বিএলও আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন, শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। এর দায় কে নেবে? এই কাজ তো সময় নিয়েও করা যেত, নয় কি?'' নোটবন্দীর সঙ্গে তুলনা টেনে অভিষেক বলেন, ''সেই সময় যেমন কোনও পরিকল্পনা ছিল না, এবারও তেমনই। ২০২৪ সালের জুন থেকে এই কাজ শুরু করা যেত। কে বারণ করেছিল? অথচ ২০২৫ সালের অক্টোবরে, পুজোর আবহে হঠাৎ বাংলায় এসআইআরের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল। মাত্র তিন মাসে দেড়শো পরিবার আত্মহত্যার পথে, বহু মানুষ হাসপাতালে। এর দায় কার?'' একই সঙ্গে প্রশ্ন তোলেন, ''বাংলার জন্য যে নিয়ম, তা অন্য ১১ রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় কেন?'' তৃণমূলের অভিযোগ, এসআইআরের নাম করে ভোটের ছ'মাস আগে থেকেই কমিশনের মাধ্যমে বাংলার প্রশাসনের দখল নিতে চাইছে বিজেপি। পুরো প্রক্রিয়ায় কেন্দ্র ও কমিশনের 'মিস ম্যানেজমেন্ট'-এর অভিযোগও তোলেন অভিষেক। বলেন, ''সরকারি কাজ অথচ অর্ডার নয়, সব যেন হোয়াটসঅ্যাপেই চলছে।'' কমিশনের বেনিয়ম নিয়েও এদিন সরব হন অভিষেক। খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে তিনি বলেন, ''মিডিয়ার সামনে বৈঠক ডাকুন। আমি আসব।'' পাশাপাশি গুরুতর অভিযোগ করে জানান, ''ইআরও-র উপর মাইক্রো অবজারভার বসানো হয়েছে যাতে ব্যাকএন্ড থেকে নাম বাদ দেওয়া যায়, অথচ কেউ টেরও পাবে না। অন রেকর্ড বলছি, আমার কাছে তথ্য আছে। চাইলে ভিডিও দেখাব। মাইক্রো অবজারভারদের জন্য তৈরি পোর্টালে ইআরও সম্মতি দিলেই সঙ্গে সঙ্গে নাম বাদ যাচ্ছে'',-দাবি তাঁর। এখন দেখার এ ব্যাপারে কমিশন কোনও প্রতিক্রিয়া দেয় কিনা।

চিন প্রসঙ্গে উত্তাল পার্লামেন্ট, ৮ সাংসদকে সাসপেন্ড! 'দেশ বিক্রি করা হয়েছে' বাইরে তুলোধনা রাহুলের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারিঃ বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনেই ফের অচলাবস্থা। লোকসভায় মঙ্গলবার কার্যত যুদ্ধক্ষেত্রের ছবি। চিন প্রসঙ্গ ও প্রাক্তন সেনাপ্রধানের স্মৃতিকথা নিয়ে বক্তব্য ঘিরে বিরোধী-বিজেপি সংঘাত চরমে ওঠে। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে শেষ পর্যন্ত আটজন বিরোধী সাংসদকে সাসপেন্ড করতে বাধ্য হন স্পিকার। সোমবারের অচলাবস্থার পর মঙ্গলবার সংসদ বসতেই বিজেপি সাংসদরা তীব্র আপত্তি জানান রাহুল গান্ধির বক্তব্যে। অভিযোগ, প্রাক্তন সেনাপ্রধান মনোজ নরভানের এখনও প্রকাশ না হওয়া স্মৃতিকথা উদ্ধৃত করা হয়েছে, যা সংসদীয় নিয়মের পরিপন্থী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সংসদে কেবলমাত্র প্রকাশিত ও যাচাইযোগ্য নথিই উদ্ধৃত করা যায়। হট্টগোলের মধ্যেই কয়েকজন বিরোধী সাংসদের বিরুদ্ধে চেয়ার লক্ষ্য করে কাগজ ছোড়ার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনাকে সংসদের মর্যাদাহানিকর বলে কড়া ভাষায় নিন্দা করেন স্পিকার। শেষ পর্যন্ত বিশৃঙ্খল আচরণের অভিযোগে আটজন বিরোধী সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মানিকম টাগোর, গুরজিত ওঝা, রাজা ওয়ারিং, এবি ইডেন, কিরণ রেড্ডি এবং ভেঙ্কট রমন। বিজেপির দাবি, বিরোধীদের লাগাতার বাধার কারণেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। দলীয় সূত্র জানায়, স্পিকারের কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জমা দেওয়া হবে এবং কঠোর শাস্তির দাবিও জানানো হবে। লোকসভায় বক্তব্য রাখতে না পেরে সংসদের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আরও আক্রমণ করেন রাহুল গান্ধি। চিন-ভারত সম্পর্ক ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভূমিকা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তোলেন তিনি। রাহুলের দাবি, ''আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম, চিনের সঙ্গে কী ঘটেছে এবং প্রধানমন্ত্রী কীভাবে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। সেটুকুও বলতে দেওয়া হল না।'' এরপরই বিস্ফোরক অভিযোগ, 'প্রধানমন্ত্রী আপস করেন'। রাহুল বলেন, ''মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সাম্প্রতিক বাণিজ্যচুক্তি প্রবল চাপের মধ্যেই সই করা হয়েছে। মোদিজি ভীত। তাঁর ভাবমূর্তি ভেঙে পড়ছে বলেই এই তাড়াহুড়ো। দেশের পরিশ্রম বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে।'' রাহুল এখানেই থামেননি। আদানী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আমেরিকায় চলা মামলার প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ''ওটা আসলে মোদিজির বিরুদ্ধেই মামলা।'' পাশাপাশি এপস্টিন ফাইলস প্রসঙ্গ তুলে আরও বিতর্ক উসকে দেন। তাঁর দাবি, এই ফাইলস ঘিরেও প্রধানমন্ত্রীর উপর চাপ রয়েছে। যদিও এই অভিযোগ আগেই খারিজ করেছে বিদেশমন্ত্রক। জানানো হয়েছে, এপস্টিন সংক্রান্ত একটি ইমেলে প্রধানমন্ত্রী মোদির ২০১৭ সালের ইজরায়েল সফর ছাড়া অন্য সব ইঙ্গিত ভিত্তিহীন ও অবমাননাকর। সব মিলিয়ে, বাজেট অধিবেশনের শুরুতেই সংসদের ভিতরে ও বাইরে রাজনীতি তুঙ্গে। চিন, বাণিজ্যচুক্তি ও প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাসযোগ্যতা-এই তিন অক্ষে ঘুরছে তর্ক। আগামী দিনে এই সংঘাত সংসদের অচলাবস্থা আরও বাড়াবে কি না, সেই দিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

সবুজ ফাইলে কী ছিল? সুপ্রিম কোর্টে হলফনামায় জানালেন মমতা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারিঃ সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা জমা দিয়ে ইডির অভিযোগ খারিজ করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আইপ্যাক অফিস থেকে তদন্ত সংক্রান্ত কোনও নথি নিয়ে আসেননি বলেই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস পার্টির কাজের নথি নিয়ে এসেছেন বলেই হলফনামায় জানিয়েছেন। ইডির তদন্তেও কোনও বাধা দেননি বলেই হলফনামায় জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কয়লা পাচার মামলায় তদন্তসূত্র ধরেই ভোটকুশলী সংস্থা আইপ্যাক-র সহ প্রতিষ্ঠাতা প্রতীক জৈনের বাড়ি ও অফিসে পৌঁছেছিল ইডি। তদন্ত চলাকালীনই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতীক জৈনের বাড়িতে পৌঁছন এবং সবুজ রঙের একটি ফাইল নিয়ে বেরিয়ে আসেন। এরপরই তদন্তে বাধা দেওয়া ও নথি ছিনতাইয়ের অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় ইডি। সূত্রের খবর, হলফনামায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ইডির তদন্তে কোনও বাধা দেননি, কয়লা কাণ্ডের তদন্তের সময় যেখানে তল্লাশি চলছিল, সেখানে খুব অল্প সময়ই উপস্থিত ছিলেন। ইডির অনুমতি নিয়েই তিনি তৃণমূলের নথি নিয়ে এসেছিলেন। উল্টে তদন্তের নামে তৃণমূলের গোপন তথ্য চুরি করাই ছিল ইডির লক্ষ্য, এমনটাই পাল্টা অভিযোগ এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ইডির তদন্তের আইনি বৈধতা নেই, সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়াই তল্লাশি চালানো হয়েছে, এই অভিযোগ করেছেন তিনি। ভোটের আগে বিরোধী রাজ্যে হানা দেওয়া প্যাটার্নে পরিণত হয়েছে বলেই হলফনামায় উল্লেখ করেছেন। এর আগে যখন এই মামলার শুনানি চলছিল, তখনও বারবার এই অভিযোগ তুলে ধরেছিলেন কপিল সিব্বল ও অভিষেক মনু সিংভি। সূত্রের খবর, এ দিন হলফনামায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী জানিয়েছেন, ''ইডির বাজেয়াপ্ত করা কোনও নথি আনেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধুমাত্র পার্টির কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংবেদনশীল, গোপন নথি এবং ইলেকট্রনিক গেজেটস তিনি এনেছেন।'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইডির বাজেয়াপ্ত করা নথিপত্র নিয়ে গিয়েছেন তা পঞ্চনামায় উল্লেখ করা হয়নি। তিনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) যে তদন্তে বাধা দিয়েছেন, তা হলফনামায় অস্বীকার করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, যেখানে তল্লাশি চলছিল, সেখানে তিনি অল্প সময়ের জন্য ছিলেন। তদন্তের সময় ইডির কোনও তথ্য নিয়ে আসেননি। তৃণমূলনেত্রীর হলফনামায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে তল্লাশির নামে তৃণমূল কংগ্রেসের গোপন রাজনৈতিক তথ্য এবং নথি চুরি করাই ছিল ইডির লক্ষ্য। ইডি অভিযানের আইনি বৈধতা ছিল না। কয়লা চুরির টাকা যে প্রতীক জৈনের কাছে গিয়েছে, তা আইনিভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি ইডি। ইডির সার্চ ওয়ারেন্টও প্রক্রিয়া মাফিক হয়নি। প্রসঙ্গত, আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের ৭ নম্বর লাউড্রন স্ট্রিটের বাড়ি ও গোদরেজ ওয়াটার সাইডের অফিসে অফিসে হানা নিয়ে জলঘোলা-বিতর্ক শুরু হতেই ইডির তরফে জানানো হয়, কয়লা কেলেঙ্কারিতে দেশের ১০টি জায়গায় একযোগে তল্লাশি চালিয়েছে ইডি। তার মধ্যে ছয়টি পশ্চিমবঙ্গে ও চারটি দিল্লিতে। ইডির বিবৃতিতে জানা গিয়েছে, কয়লা কেলেঙ্কারিতে অনুপ মাজির যে র‍্যাকেটের কথা সামনে আসে, তাতে চুরির কয়লা বাঁকুড়া, বর্ধমান, পুরুলিয়ায় একাধিক কোম্পানিতে বিক্রি করা হয়েছে। ইডি জানতে পেরেছে, চুরির অধিকাংশ পরিমাণ কয়লা বিক্রি হয়েছে 'শাকম্ভরী গ্রুপ অফ্ কোম্পানিজে'। এই তদন্তে হাওয়ালা-যোগও উঠে আসে। এখানেই উঠে আসে আইপ্যাকের নাম। ইডির দাবি, ইন্ডিয়ান প্যাক কনসালটিং প্রাইভেট লিমিটেড, অর্থাৎ আইপ্যাকের মধ্যস্থতায় হাওয়ালার মাধ্যমে ১০ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। অভিযুক্ত বেশ কয়েকজনের বয়ানে এই প্রতীক জৈনের নাম উঠে এসেছে। প্রতীক জৈনের মারফত বা তাঁর মধ্যস্থতায় বেশ কিছু আর্থিক লেনদেন হয়েছে। সেই যোগসূত্র ধরেই তল্লাশি চালানো হয়।

নাজিরাবাদে না এসে দিদি দিল্লিতে গিয়ে হাজিরা দিচ্ছেন, হৃদয়হীন, বিবেকহীন, নিষ্ঠুর শাসক। অধীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, নাজিরাবাদ, ৩ ফেব্রুয়ারিঃ আনন্দপুরের অগ্নিকাণ্ডের সমস্ত দায় শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের ঘাড়েই চাপালেন কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি স্পষ্ট ভাষায় আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁর অভিযোগ, এত বড় দুর্ঘটনার পরেও মুখ্যমন্ত্রী একবারের জন্যও ঘটনাস্থলে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। মঙ্গলবার নাজিরাবাদে দাঁড়িয়ে অধীর বলেন, ''এখানে যে মানুষ হিসেবে আসবে, তার হৃদয় ভারাক্রান্ত না হয়ে পারে না। কলকাতার বুকে এত বড় ঘটনা ঘটল, যেখানে ৩২ জনের প্রাণ গিয়েছে বলে আমরা খবর পাচ্ছি, তার দায় তৃণমূলেরই। তৃণমূলের পূর্ণ মদত ছাড়া এ ধরনের কারখানা গড়ে উঠতে পারে না।'' তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল নেতাদের প্রশ্রয়েই রাজ্যে নিয়ম না মেনে শিল্প গড়ে ওঠে। অধীরের প্রশ্ন, এত বড় কারখানায় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল না কেন? প্রশাসন জানে না কারখানার মালিক কে, কোথায় তিনি, কত জন কর্মচারী সেখানে কাজ করতেন- কিছুই স্পষ্ট নয়। জলাভূমিতে কী ভাবে কারখানা তৈরির অনুমতি দেওয়া হল, তারও কোনও ব্যাখ্যা নেই বলে দাবি করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীকে কাঠগড়ায় তুলে অধীর বলেন, ''এই পরিস্থিতিতে সবার আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালো ব্যাজ পরে নাজিরাবাদে আসা উচিত ছিল। অথচ তিনি দিল্লিতে গিয়ে হাজিরা দিচ্ছেন, সার্কাস করছেন। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।'' তাঁর আরও মন্তব্য, কলকাতায় নিজের বাড়ির কয়েক কিলোমিটার দূরে এত বড় দুর্ঘটনায় গরিব শ্রমিকদের মৃত্যু হলেও মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতি প্রমাণ করে, এই মৃত্যু তাঁকে বিচলিত করে না। অধীর কটাক্ষ করে বলেন, ''তিনি আজ হৃদয়হীন, বিবেকহীন, এক নিষ্ঠুর শাসক হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত।'' আনন্দপুরের এই দুর্ঘটনার আট দিন পর মঙ্গলবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল। এই বিলম্ব নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। জানা গিয়েছে, সোমবার দুপুরে তারা রাজ্যে আসে এবং বিকেলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসকের সঙ্গে বৈঠক করে। মঙ্গলবার সকালে তারা নাজিরাবাদের ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন। ২৬ জানুয়ারি ভোররাতে আনন্দপুরের নাজিরাবাদে ভয়াবহ আগুন লাগে। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় একটি ডেকোরেটর সংস্থার গুদাম এবং একটি মোমো কারখানার গুদাম। এই ঘটনায় বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে জানা যায়। ইতিমধ্যেই ২৭ জন নিখোঁজের ডায়েরি করা হয়েছে থানায়। গতকাল পর্যন্ত সেখানে উদ্ধারকাজ চলেছে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মোমো সংস্থার কারখানায় তল্লাশি চালানোর পাশাপাশি ডেকোরেটর সংস্থার মালিক গঙ্গাধর দাসের বাড়ি থেকে প্রয়োজনীয় নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। আগুন নেভানোর সময় ঘটনাস্থল থেকে একাধিক দেহাংশ উদ্ধার হয়, যেগুলি শনাক্ত করার মতো অবস্থায় ছিল না। সেই কারণে দেহাংশগুলির ডিএনএ প্রোফাইলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তার মাধ্যমেই মৃতদের পরিচয় নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এই অগ্নিকাণ্ডের পর তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে একযোগে আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি, কংগ্রেস এবং সিপিএম। এমনকি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও বঙ্গ সফরে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মোমো সংস্থার আঁতাতের অভিযোগ তুলেছিলেন।

তৃণমূল জমানায় প্রথমবার বিধানসভার কমিটিতে, পার্থর 'ফেরা' নিয়ে বাড়ছে জল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারিঃ এগারো সালে রাজ্যে পরিবর্তনের পর থেকেই তিনি মন্ত্রী থেকেছেন। কিন্তু, সব বদলে গিয়েছে ২০২২ সালের জুলাইয়ের পর। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হওয়ার পর মন্ত্রিত্ব গিয়েছে। তৃণমূল তাঁকে দল থেকে সাসপেন্ড করেছে। তিন বছরের বেশি জেলে কাটিয়ে এখন তিনি জামিনে মুক্ত। আর তৃণমূল জমানায় প্রথমবার বিধানসভার কমিটিতে জায়গা পেলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। কারা জায়গা পান বিধানসভার কমিটিগুলিতে? প্রথমবার বিধানসভার কোন কোন কমিটিতে জায়গা পেলেন পার্থ? বিধানসভার কমিটিগুলির সদস্য নির্বাচিত করেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। দুটি কমিটিতে জায়গায় পেয়েছেন পার্থ। একটি লাইব্রেরি কমিটি। অন্যটি আবাসন, অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা এবং বিপর্যয় মোকাবিলার স্ট্যান্ডিং কমিটি। বিধানসভা কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, মন্ত্রী ছাড়া সব বিধায়কদের বিধানসভার কমিটিতে রাখতে হয়। ২০১১ সাল থেকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে জেলে যাওয়া পর্যন্ত রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন পার্থ। কিন্তু, এখন আর মন্ত্রী নন বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক। জেল থেকে ফিরেছেন। তাঁর বিধায়ক পদও খারিজ হয়নি। ফলে তাঁকে কমিটিতে রাখতেই হত। পার্থকে বিধানসভার কমিটিতে রাখা নিয়ে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ''বিধায়করা দুটি কমিটিতে থাকেন। বিধানসভা কমিটি ও কোনও স্ট্যান্ডিং কমিটি। ফলে বিধায়ক পদ না গেলে নিয়ম অনুযায়ী এই কমিটিতে থাকেন। পার্থবাবুর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।''

ভারত-আমেরিকা চুক্তি নিয়ে গোটা দেশ খুবই আনন্দিতঃকঙ্গনা রানাউত

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিলেন বিজেপি সাংসদ তথা অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত। তাঁর কথায়, ভারত-আমেরিকা চুক্তি নিয়ে গোটা দেশ খুবই আনন্দিত। মঙ্গলবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কঙ্গনা বলেন, প্রধানমন্ত্রীর যত প্রশংসা করা হয, ততই কম। তিনি কাউকে ছোট করেননি অথবা কাউকে প্রত্যাখ্যান করেননি। কিন্তু তিনি ভারতের জন্য এত বড় চুক্তি করেছেন। সারা বিশ্বের এত চাপ সত্ত্বেও, ইইউর সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এর পাশাপাশি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এতে সামিল হয়েছিল। কঙ্গনার কথায়, ভারত-আমেরিকা চুক্তি নিয়ে গোটা দেশ খুবই আনন্দিত। অন্যদিকে ভারতের আমেরিকার প্রয়োজন, আর আমেরিকারও ভারতকে প্রয়োজন, এমনই তাৎপর্য্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন কংগ্রেস সাংসদ কার্তি চিদম্বরম। ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে মঙ্গলবার কংগ্রেস সাংসদ কার্তি চিদম্বরম বলেন, আমি সবসময় বলেছি, ভারতের আমেরিকার প্রয়োজন এবং আমেরিকার ভারতকে প্রয়োজন। উভয় দেশই বৃহৎ অর্থনীতি এবং জনসংখ্যাও বিশাল। আমেরিকা খুব সহজেই ভারতের সরবরাহ শৃঙ্খল প্রতিস্থাপন করতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প অত্যন্ত চঞ্চল রাষ্ট্রপতি। এক পর্যায়ে তিনি বলেছিলেন, ভারতীয় অর্থনীতি মৃত। এখন তিনি বলছেন, তিনি ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য করতে পেরে খুব খুশি।কার্তি আরও বলেন, এক পর্যায়ে তিনি (ট্রাম্প) বলেছিলেন, তিনি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য মধ্যস্থতা করেছেন। তাই, আমরা জানি না ট্রাম্প কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন, তিনি শুল্ক ১৮-এ কমিয়ে আনছেন, কিন্তু এর জন্য কী শর্ত রয়েছে? তিনি ভারতের দীর্ঘস্থায়ী দু'টি বাণিজ্যিক অংশীদার রাশিয়া, ইরান থেকে তেল কিনতে ভারতকে নিষেধ করছেন। তিনি বলছেন, ভারত ভেনেজুয়েলা থেকে তেল কিনবে। আমরা কি এখনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৫০০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য কিনছি? আমরা কি তা করতে সক্ষম? বাণিজ্য চুক্তির বিশদ বিবরণ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা কীভাবে রায় দেব? আমরা রাষ্ট্রপতিট্রাম্পের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের উপর রায় দিতে পারি না এবং রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প খুব আবেগপ্রবণ বলে পরিচিত।

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬ যুবসমাজের আকাঙ্ক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিতঃ বাজেট-পরবর্তী আলাপচারিতায় পড়ুয়াদের মুখোমুখি অর্থমন্ত্রী

কলকাতা৯পিআইবি), ৩ ফেব্রুয়ারিঃ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারামন গত রবিবার (১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬) তারিখে বাজেট-পরবর্তী এক আলাপচারিতায় দেশের যুবসমাজের মুখোমুখি হন। ২০২৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট কিভাবে দেশের তরুণ প্রজন্মের আকাঙ্ক্ষা, ভাবনা এবং শক্তির ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন তিনি।এই অধিবেশন চলাকালীন, তিনি বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন। জাতীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করতে পেরে তিনি অত্যন্ত গর্বিত বলে জানান।বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি বিভাগের ছাত্রী সৌম্যা প্যাটেল প্রশ্ন করেন, বাজেটের সঙ্গে যুক্ত ক্ষেত্রগুলিকে ভাষা শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব কি না। উত্তরে অর্থমন্ত্রী বলেন যে, আজকের ভারতে ' মতো প্রযুক্তি-নির্ভর প্ল্যাটফর্মের সাহায্যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভাষার কোনো বাধা নেই। তিনি বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক জ্ঞান অর্জনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন যাতে কোনো বিষয় বোঝা সহজ হয়। তিনি বলেন, শিক্ষাক্ষেত্র, নীতি নির্ধারণ, জনসংযোগ বা শাসনব্যবস্থা - যে কোনো ক্ষেত্রেই আপনি আপনার ভাষার দক্ষতার সঙ্গে বাজেট ও আর্থিক প্রক্রিয়ার জ্ঞানকে যুক্ত করতে পারেন। এই সমন্বয় অত্যন্ত মূল্যবান। বিশ্বভারতীর আরেক ছাত্রী ঈশা হালদার অর্থমন্ত্রীর ছাত্রজীবনের অনুপ্রেরণা ও লক্ষ্য নিয়ে কিছু প্রশ্ন করেন। নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে শ্রীমতী সীতারামন বলেন, কীভাবে উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি অনেক দূর থেকে একাই দিল্লি গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ১৯ বছর বয়সে আমার স্বপ্ন ছিল দিল্লি এসে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় অথবা জেএনইউ-তে পড়াশোনা করা। আমার বাবা-মা সম্পূর্ণ সমর্থন করেছিলেন। আমি একাই এসেছিলাম, একাধিক প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছি এবং তারপর সুযোগ পেয়েছি।এই আলাপচারিতা নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে যুবসমাজকে গুরুত্ব দেওয়ার সরকারি প্রতিশ্রুতিকে আরও দৃঢ় করল। শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎমুখী উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০২৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট যুবসমাজের দেওয়া ভাবনা থেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছে।

এমএম নারাভানের নিরাপত্তা বাড়ানো উচিতঃসঞ্জয় রাউত

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ দেশের প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল এম এম নারাভানের অপ্রকাশিত একটি বই ঘিরে সোমবার লোকসভায় তীব্র রাজনৈতিক সংঘাত হয়েছে। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী ' নিরাপত্তা'র প্রসঙ্গ তুলে নারাভানের ওই বই অবলম্বনে একটি পত্রিকার প্রতিবেদন পড়তে উদ্যোগী হতেই প্রতিবাদে ফেটে পড়ে সরকারি শিবির। মুহূর্তে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত অধিবেশন মুলতুবি করে দিতে বাধ্য হন স্পিকার ওম বি।লা।এ প্রসঙ্গে মঙ্গলবার উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত বলেন, এমএম নারাভানের নিরাপত্তা বাড়ানো উচিত। সঞ্জয় রাউত বলেন, রাহুল গান্ধীজি জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। যখন কোনও প্রতিবেশী দেশ আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে আপনার দেশের সীমান্তের কাছে আসে, তখন আপনার দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। সেই সময়, জেনারেল এমএম নারাভানে (অবসরপ্রাপ্ত) কী করবেন সে সম্পর্কে আদেশ চাইছিলেন, কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিতে পালিয়ে যান। এই বিষয়টি সামনে আসার পর থেকে আমি জেনারেল এমএম নারাভানের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। সরকার অবশ্যই সোনম ওয়াংচুকের ক্ষেত্রে যেমনটি তুলে ধরেছিল তেমন কিছু তুলে ধরবে। এমএম নারাভানের নিরাপত্তা বাড়ানো উচিত।

নাজিরাবাদে ভস্মীভূত গুদাম পরিদর্শনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারিঃনাজিরাবাদে আগুনে পুড়ে যাওয়া গুদাম পরিদর্শনে এলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধি দল। মঙ্গলবার সকালে পুলিশের সঙ্গে তাঁরা ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন। কোন জায়গা থেকে দেহাংশ পাওয়া গিয়েছে, কী পরিবেশে শ্রমিকেরা থাকতেন, সবই তাঁরা খতিয়ে দেখেন বলে জানা গিয়েছে।জানা যাচ্ছে, মঙ্গলবার সকালে মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধি দল নাজিরাবাদে ঘটনাস্থলে পৌঁছন। তাঁরা আসার পরেই ঘটনাস্থলে চলে আসে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। তারাই কমিশনের সদস্যদের ভিতরে নিয়ে যায়। কমিশনের সদস্য প্রথমে মোমোর গুদামে প্রবেশ করেন। সেখানে ভিতরে ঢুকে এলাকা পরিদর্শন করেন। তারপরে ডেকরেটারের গুদামে যান। কীভাবে সেখানে আগুন লেগেছিল, কীভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়েছে এত জন সবটাই ঘুরে দেখেন তাঁরা। এরপরেই সমস্ত কিছু দেখে রিপোর্ট জমা করার কথা রয়েছে তাঁদের।

জাতীয় টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ ১৪ মার্চ ইন্দোরে শুরু হবে

ইন্দোর, ৩ ফেব্রুয়ারিঃ৮৭তম সিনিয়র জাতীয় টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ ১৪ থেকে ২১ মার্চ ইন্দোরে অনুষ্ঠিত হবে, সোমবার টেবিল টেনিস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (টিটিএফআই) আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেছে।নির্বাহী কমিটির পক্ষে সিনিয়র যুগ্ম সচিব ইয়াতিন টিপনিস স্বাক্ষরিত টুর্নামেন্টের প্রসপেক্টাস অনুসারে, চ্যাম্পিয়নশিপটি ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম চার দিন ধরে দলগত ইভেন্ট গুলি অনুষ্ঠিত হবে, এরপর পৃথক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৬ ফেব্রুয়ারি।এই ঘোষণার ফলে টিটিএফআই-এর আধিকারিকদের মধ্যে চলমান অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণে জাতীয় দলের আচরণ নিয়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে চলমান অনিশ্চয়তার অবসান ঘটল। ফেডারেশন এই সপ্তাহের শেষের দিকে বয়সভিত্তিক জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করবে বলে আশা করা হচ্ছে বলে মনে করা আজ।

রাজ্যে সুপার ইমারজেন্সি পরিস্থিতি তৈরি

নিজস্ব প্রতিনিঃ,কলকাতা, ৩ফেব্রুয়ারিঃএস আই আর প্রক্রিয়ার নামে রাজ্যে সুপার ইমারজেন্সি পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে বলে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি অভিযোগ করেছেন। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এস আই আর এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বলে দাবি করা একাধিক পরিবারের সদস্যদেরকে পাশে নিয়ে নতুন দিল্লিতে আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ফের তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এসআইআর এর নামে যেভাবে হয়রানি করা

বাজেটে সংস্কার ও প্রবৃদ্ধির স্পষ্ট ছাপ, উত্তর প্রদেশের উন্নয়নে নতুন গতি আনবে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তঃযোগী আদিত্যনাথ

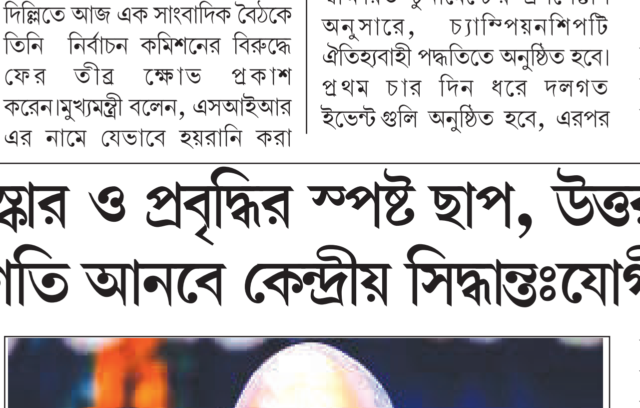

লখনউ, ৩ফেব্রুয়ারি ঃকেন্দ্রীয় বাজেটকে দেশের সার্বিক উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক বলে অভিহিত করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর মতে, এই বাজেটে সংস্কার ও প্রবৃদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে এবং তা শুধু বর্তমান নয়, আগামী প্রজন্মের ভবিষ্য নির্মাণেও সহায়ক হবে। সোমবার বাজেট প্রতিক্রিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই আর্থিক পরিকল্পনা একটি শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে, যার উপর দাঁড়িয়ে ' বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্ন বাস্তবায়িত করা সম্ভব।যোগী আদিত্যনাথের বক্তব্যে উঠে আসে যে, এই বাজেট দেশের সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য উত্তর প্রদেশের আর্থ-সামাজিক আকাঙ্ক্ষার সঙ্গেও সাযুজ্যপূর্ণ। তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের এই বাজেট রাজ্যের উন্নয়ন চাহিদাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে এবং শিল্প, কর্মসংস্থান ও রফতানি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি রাজ্যভিত্তিক উন্নয়নের পথও এই বাজেটে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।বিশেষ করে এমএসএমই বা ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রের জন্য ১০,০০০ কোটি টাকার বরাদ্দকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন যোগী আদিত্যনাথ। তিনি বলেন, এই বরাদ্দ শুধু আর্থিক সহায়তা নয়, বরং আত্মনির্ভর ভারত গঠনের ক্ষেত্রে একটি কার্যকর হাতিয়ার। উত্তর প্রদেশ ইতিমধ্যেই এমএসএমই ক্ষেত্রে দেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং এই অতিরিক্ত বরাদ্দ রাজ্যের শিল্প পরিকাঠামোকে আরও মজবুত করবে। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, ক্ষুদ্র শিল্পই গ্রামীণ ও শহরতলি এলাকার অর্থনীতির মেরুদণ্ড, যা সরাসরি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং স্থানীয় উৎপাদন ব্যবস্থাকে সচল রাখে।তিনি আরও স্মরণ করিয়ে দেন যে, 'এক জেলা, এক পণ্য' উদ্যোগের মাধ্যমে উত্তর প্রদেশ ইতিমধ্যেই নিজেদের উপাদন ক্ষমতা ও রফতানির পরিসর উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। এক সময় রাজ্যের এমএসএমই সেক্টরকে নিয়ে নানা সংশয় থাকলেও, এই মডেল কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, এই উদ্যোগ শুধু ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করেনি, বরং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে রাজ্যের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করেছে।যোগী আদিত্যনাথ বলেন, অতীতে প্রশ্ন ছিল-এমএসএমই সেক্টরকে এগিয়ে নেওয়ার পর পরবর্তী ধাপ কী হবে। কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘোষিত ১০,০০০ কোটি টাকার বরাদ্দ সেই প্রশ্নেরই বাস্তবসম্মত উত্তর। এই অর্থ বরাদ্দ শিল্প সম্প্রসারণ, প্রযুক্তি আধুনিকীকরণ এবং নতুন বাজার অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে উত্তর প্রদেশকে বিশেষভাবে সহায়তা করবে বলে তাঁর বিশ্বাস। এর ফলে রাজ্যের উপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং জাতীয় অর্থনীতিতেও তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।মুখ্যমন্ত্রীর মতে, এই বাজেট শুধু অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন দর্শনের প্রতিফলন। ভবিষ্য প্রজন্মকে অগ্রগতির এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যুক্ত করাই কেন্দ্রীয় সরকারের মূল লক্ষ্য, এবং সেই লক্ষ্য পূরণে রাজ্য সরকারও সমানভাবে অংশীদার হবে বলে তিনি আশাবাদী। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বিত প্রয়াসই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মূল চাবিকাঠি।সব মিলিয়ে, যোগী আদিত্যনাথের প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্ট যে কেন্দ্রীয় বাজেটকে তিনি উত্তর প্রদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় এক নতুন গতি সঞ্চারকারী দলিল হিসেবে দেখছেন। সংস্কার, প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সমন্বিত রূপরেখা রাজ্য এবং দেশের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করবে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

মঙ্গলবার উঠলো শেয়ার সূচক

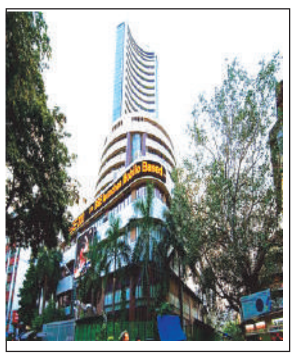

মুম্বই(সংবাদ সংস্থা), ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বাণিজ্য চুক্তিতে সম্মত হয়েছে ভারত-আমেরিকা। সোমবার রাতে সেই ঘোষণা করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর জেরে মঙ্গলবার লেনদেনের শুরুতেই বিপুল বেড়ে গেল শেয়ার বাজার। সেনসেক্স উঠেছে ২৩০০ পয়েন্টেরও বেশি। নিফটির উত্থান ৭০০ পয়েন্ট। ফলে দু'দিনেই বাজেটের দিনের পতন মুছে ফেলল শেয়ার সূচক। পাশাপাশি এ দিন সকালে ডলারের সাপেক্ষে অনেকটা উঠেছে টাকার দামও। ১০০ পয়সারও বেশি পড়ে গিয়েছে আমেরিকার মুদ্রাটি। নেমেছে ৯১ টাকার নীচে।

নীতীশের পা ছুঁয়ে প্রণাম, বিধায়ক হিসেবে শপথ নিলেন অনন্ত সিং

পাটনা(সংবাদ সংস্থা), ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বিহারের মোকামার জেডি (ইউ) বিধায়ক অনন্ত সিং মঙ্গলবার বিহার বিধানসভায় বিধায়ক হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন। বিধানসভায় শপথ গ্রহণের আগে তিনি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। মোকামার জেডি (ইউ) বিধায়ক অনন্ত সিং এদিন সকালে বিহার বিধানসভায় পৌঁছন।দুলারচাঁদ যাদব হত্যা মামলায় ২০২৫ সালের ১ নভেম্বর গ্রেফতারের পর বেউর জেলে বন্দী থাকার কারণে তিনি আগে শপথ নিতে পারেননি। তাই মঙ্গলবার বিধানসভায় পৌঁছে বিধায়ক হিসেবে শপথ নেন অনন্ত সিং। শপথ গ্রহণের আগে তিনি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ গ্রহণ করেন বলে জানান।

প্রথা মাফিক শোক প্রস্তাব গ্রহণের মধ্যে দিয়ে রাজ্য বিধানসভার অন্তর্বর্তী বাজেট অধিবেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৩ফেব্রুয়ারিঃপ্রথা মাফিক শোক প্রস্তাব গ্রহণের মধ্যে দিয়ে রাজ্য বিধানসভার অন্তর্বর্তী বাজেট অধিবেশন আজ শুরু হয়েছে। এটিই সপ্তদশ বিধানসভার শেষ অধিবেশন। শুরুতেই রাজনীতি, শিল্প, সংস্কৃতি, বিনোদন জগতের সদ্য প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বারামতিতে বিমান দুর্ঘটনায.নিহত মহারাষ্ট্রের উপ মুখ্যমন্ত্রী ,এনসিপি নেতা অজিত পাওয়ার, বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া, চলচ্চিত্র নক্ষত্র ধর্মেন্দ্র, রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী অর্ঘ্য সেন, বর্তমান রাজ্য বিধানসভার সদস্য জুলফিকার ইসলাম সহ প্রয়াত বিশিষ্ট জনেদের উদ্দেশ্যে শোক জ্ঞাপন করা হয়। এর পরে অধ্যক্ষ দিনের মত অধিবেশন মুলতুবি ঘোষণা করেন। বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে বারোটায় রাজ্যপালের অভিভাষনের মধ্যে দিয়ে ফের অধিবেশনের সূচনা হবে। ওই দিন দ্বিতীয়ার্ধে রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এবারের অধিবেশন চলবে আগামী সোমবার পর্যন্ত।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ভারত-আমেরিকায় বাণিজ্য চুক্তির জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অভিবাদন এনডিএ সাংসদদের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারত-আমেরিকায় বাণিজ্য চুক্তির জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে মঙ্গলবার অভিবাদন জানান এনডিএ সাংসদরা। মঙ্গলবার সংসদ প্রাঙ্গণে এনডিএ সংসদীয় দলের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে অভিবাদন জানানো হয়। বৈঠক শেষে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, নতুন সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীনকে স্বাগত জানানো হয়। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ঐতিহাসিক বাণিজ্য চুক্তি - ৯টি বাণিজ্য চুক্তি, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এবং গতকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি এবং শুল্ক হ্রাসের ঘোষণা নিয়ে দেশে ব্যাপক উসাহ-উদ্দীপনা রয়েছে। সাংসদরাও খুশি। তাই, এনডিএ সংসদীয় দলের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল। ঐতিহাসিক বাণিজ্য চুক্তি'র জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল। ৩৯টি দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করা হয়েছে এটি ঐতিহাসিক।

মধ্যমণি নিতিন, এনডিএ সংসদীয় দলের বৈঠকে নবীনকে সংবর্ধনা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ এনডিএ সংসদীয় দলের বৈঠকে মঙ্গলবার মধ্যমণি ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পাশেই বসেছিলেন নিতিন। সংসদ প্রাঙ্গণে এদিনের এনডিএ সংসদীয় দলের বৈঠকে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীনকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানানো হয়।নিতিনকে সংবর্ধনা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে পি নাড্ডা প্রমুখ। এদিন ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তির জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীকেও সংবর্ধনা জানান এনডিএ সাংসদরা।

ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে সংসদে জবাব দিলেন নাড্ডা, বিরোধীদের প্রতিবাদ

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে সংসদে জবাব দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। মঙ্গলবার রাজ্যসভায় ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে বিরোধী সাংসদদের প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয়.মন্ত্রী জে পি নাড্ডা বলেন, গত রাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট শুল্ক নিয়ে টুইট করেছেন এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীকে একজন প্রকৃত বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এরপর, প্রধানমন্ত্রী টুইট করেছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং বাণিজ্যের বিষয়ে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সরকার এই বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে একটি বিবৃতি জারি করবে এবং এটি নিয়ে আলোচনাও করবে। যখন সরকার একটি বিস্তারিত বিবৃতি দিতে প্রস্তুত তখন কংগ্রেস এবং ইন্ডি জোটের এই মনোভাব ঠিক নয়। তাদের হতাশাই কথা বলছে। এদিকে, এদিনই সংসদ চত্বরে ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান বিরোধী সাংসদরা, ভারতে আসা আমেরিকান কৃষিপণ্যের আমদানি শুল্ক শূন্যে নামিয়ে আনার আপত্তি তুলেছেন তাঁরা। প্রতিবাদে শামিল হন কংগ্রেসের জয়রাম রমেশ, আম আদমি পার্টির সঞ্জয় সিং প্রমুখ।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-এলএইচএস-এলসিগেট-কেডব্লিউএই-২৬, তারিখঃ ৩০.০১.২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নতুন ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের অফিস, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন, হাওড়া-৭১১১০১-এর কর্তৃক **টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-এলএইচএস-এলসিগেট-কেডব্লিউএই-২৬,**-এর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নামঃ** হাওড়া ডিভিশন- নিম্নোক্ত কাজের সাথে সম্পর্কিত সিগন্যালিং কাজ, শিডিউল এ১ - এইএন/কাটোয়া-এর অধীনে বি.কে. শাখায় এলসি গেট নং ১৭/সি/ই-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণের জন্য সিগন্যালিং ব্যয়। শিডিউল এ২- এইএন/কাটোয়া-এর অধীনে স্টেশন বিজিএনএ-এসওএফ-এর মধ্যে কিমি. নং. ২৯.৪৫০-এ গেট নং ১৭/সি/ই-তে এলএইচএস নির্মাণের জন্য টেলিকমিউনিকেশন ব্যয়। শিডিউল বি১ - এইএন/এনডিএই-এর অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং ৮/১ এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণের জন্য সিগন্যালিং ব্যয়। শিডিউল বি২ - এইএন/ এনডিএই-এর অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং ৮/১- এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণের জন্য টেলিকমিউনিকেশন ব্যয়। শিডিউল সি১ - এইএন/কাটোয়া-এর অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং ২৪/০২- এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণের জন্য সিগন্যালিং ব্যয়। শিডিউল সি২ - এইএন/কাটোয়া-এর অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং ২৪/০২- এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণের জন্য টেলিকম ব্যয়। **টেন্ডারের ধরণ ঃ** ওপেন; **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ₹ ৩,৪৭,৬৫,৬৮১.৭৯; **বায়না অর্থ/বিড সিকিউরিটি (টাকা) ঃ** ₹ ৩,২৩,৮০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্য (টাকা) ঃ** ₹ ০.০০; **বিডিং সিস্টেমঃ** একক প্যাকেট; **টেন্ডার শুরুর তারিখঃ** ১১.০২.২০২৬; **প্রস্তাবের বৈধতা (দিন) ঃ** ৬০; **সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০১.২০২৬, সন্ধ্যা ৬টা ৩৬ মিনিটে; **টেন্ডার শেষ হওয়ার তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.০২.২০২৬, দুপুর ৩টায়। টেন্ডারদাতারা তাদের মূল/সংশোধিত টেন্ডার শুধুমাত্র শেষের তারিখ ও সময় পর্যন্ত জমা দিতে পারবেন। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং প্রাপ্ত কোনও ম্যানুয়াল অফার উপেক্ষা করা হবে। HWH-575/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ নং. এমসি_ডব্লুসি_২৫০০ ওয়াগন_আরএসপি_২আর২৫, তারিখঃ ২৯.০১.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রুম নং ৪২, ২য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজের জন্য ''সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম''-এর মাধ্যমে নির্ধারিত টেন্ডার ফর্মে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক সক্ষমতাসম্পন্ন স্বনামধন্য ঠিকাদারদের থেকে সিল করা ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ- **কাজের নাম/ বিবরণ ঃ** নৈহাটি ডিপোতে ০১ বছর ধরে আরওএইচ কাজের জন্য অল ভ্যারিয়েন্ট গ্রুপের ২৫০০টি ওয়াগন মেরামত। **টেন্ডার মূল্য (টাকায়)ঃ** ₹ ৫,৭০,৪৪,২২৮.৬৫; **বায়না অর্থ (টাকায়) ঃ** ₹ ৪,৩৫,২০০.০০; **চুক্তির মেয়াদ (বছরে) ঃ** ০১ বছর; **টেন্ডার নথির মূল্য (টাকায়)ঃ** ১০,০০০.০০; **টেন্ডার শুরুর তারিখ ঃ** ০৭.০২.২০২৬; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২১.০২.২০২৬ সকাল ১১টায়; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২১.০২.২০২৬ সকাল ১১টায়; ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং কাজের যোগ্যতার মানদণ্ড সহ টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in (ওয়েবসাইট ইউআরএল) থেকে দেখা এবং ডাউনলোড করা যেতে পারে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রহণ করা হবে না। SDAH-376/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

খড়গপুর ডিভিশনের অন্তর্গত ঘোলবাগদা প্যাসেঞ্জার হল্ট স্টেশনে হল্ট ঠিকাদার নিয়োগ

বিজ্ঞপ্তি নং. সিওএম/জি৩০/পিএইচ/কোর্রেস/পিটি.১ তারিখ-০২.০২.২০২৬

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ও জন্যে, সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর, নিম্নলিখিত সূচী অনুযায়ী পাঁশকুড়া-দীঘা সেকশনে হেড়িয়া (এইচইএন) পিএইচ এবং নাচিন্দা (এনসিএন) পিএইচ-এর মধ্যবর্তী ঘোলবাগদা (জিএইচডিএ) পিএইচ-এ যাত্রীদের কাছে টিকিট বিক্রির জন্য হল্ট ঠিকাদার নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান জানাচ্ছেন: **রেলওয়ে প্যাসেঞ্জার হল্ট স্টেশনের নাম:** ঘোলবাগদা (জিএইচডিএ); **মধ্যবর্তী হল্ট/স্টেশনসমূহ:** হেড়িয়া- নাচিন্দা; **চুক্তির মেয়াদ:** ০৫ (পাঁচ) বছর; **আবেদন/টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ:** ২৩.০২.২০২৬ তারিখের ১০:০০ টা থেকে ১৫:০০ টা পর্যন্ত;**আবেদন/টেন্ডার বাক্স খোলার তারিখ:** ২৩.০২.২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ টা; **স্থান:** সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজারের কার্যালয়/খড়গপুর- দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, খড়গপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর (পশ্চিমবঙ্গ)-৭২১৩০১। যোগ্যতার মানদণ্ড, স্থান, আবেদনের পদ্ধতি এবং অন্যান্য বিস্তারিত তথ্য www.ser.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এই টেন্ডার সংক্রান্ত যে কোনো স্পষ্টীকরণ, সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজারের কার্যালয়, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে/খড়গপুর, ঠিকানা - ডিআরএম বিল্ডিং/খড়গপুর, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর (পশ্চিমবঙ্গ)-৭২১৩০১ থেকে যেকোনো সাধারণ কার্যদিবসে অফিস চলাকালীন সময়ে জানা যাবে। দ্রষ্টব্য: অনুগ্রহ করে মনে রাখুন যে, টেন্ডার জমা দেওয়ার দিন বা টেন্ডার বাক্স খোলার দিনে যদি জাতি/রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের কোনো আদেশের কারণে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা/কার্যক্রম ব্যাহত হয়, তবে তা স্থগিত করা হবে। সেক্ষেত্রে টেন্ডার জমা দেওয়া/টেন্ডার বাক্স খোলার তারিখটি পরবর্তী স্বাভাবিক কার্যদিবসে একই স্থানে এবং একই সময়ে পুনঃনির্ধারণ করা হবে।

(PR-1133) ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), খড়গপুর

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

রাশিফল

মেষঃজাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি নতুন সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ থাকবে। আপনি আপনার চিন্তাভাবনা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে পারবেন, যা আপনার কাজের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সম্ভাব বজায় রাখা আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে।।

বৃষঃ অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে তর্ক করে সময় নষ্ট করবেন না। মনে রাখবেন তর্কে পাওয়ার কিছু নেই বরং কেবল হারাবার আছে। বিনিয়োগের যে স্কিমগুলো আপনার কাছে আকর্ষণীয় লাগছে সেগুলো খুঁটিয়ে দেখুন- কথা দেওয়ার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।।

মিথুনঃ মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি ধারণা এবং যোগাযোগের সময়। আপনার জ্ঞান তুঙ্গে থাকবে, যা আপনাকে কার্যকর ভাবে ধারণা প্রকাশ করতে সক্ষম করবে। বিবাহের যোগ হবে।

কর্কট রাশি ঃকর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। পরিবারের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে কিছু মূল্যবান জিনিস কিনতে যেতে পারেন, যা আপনার আর্থিক পরিস্থিতি কিছুটা টানটান করে তুলতে পারে। সন্তান হতে পারে।

সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য একটি অত্যন্ত ইতিবাচক এবং উদ্যমী দিন হতে চলেছে। আপনার আত্মবিশ্বাসকে পুরোপুরি ব্যবহার করুন, কারণ এটি আপনার ধারণা এবং পরিকল্পনাগুলোকে সফল করার সময়। সংসারে শান্তি হবে।

কন্যা ঃ আপনার শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন। আপনার ক্রোধ নিয়ন্ত্রণে রাখুন এবং অফিসের প্রত্যেকের সাথে ভাল ব্যবহার করুন। এই পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া আপনার কাজকে ব্যয় করতে পারে, যার ফলে সরাসরি আপনার আর্থিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটে।।

তুলাঃ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি ইতিবাচক দিন। আপনি আপনার চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন। এটি আপনার সামাজিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করার সময়। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন

বৃশ্চিকঃ আপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। আপনার অফিসের সহকর্মী আজ আপনার মূল্যবান আইটেমগুলির মধ্যে একটি চুরি করতে পারে।

ধনুঃ জাতক জাতিকারা জন্য দিনটি নতুন সম্ভাবনায় ভরা একটি দিন বলে মনে হচ্ছে। আপনার শক্তি এবং উসাহ আপনার চারপাশের মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে। শুভ রং লাল।

মকরঃ স্বাস্হ্যের প্রতি যত্ন নিন এবং সব জিনিস ঠিকঠাক করে রাখুন। আপনার অর্থ তখনই আপনার কাজে আসে যখন আপনি নিজেকে অতিরঞ্জিত ব্যয় করা থেকে বিরত রাখেন, আজ আপনি এই জিনিসটি ভালভাবে বুঝতে পারবেন।

কুম্ভঃ জাতক জাতিকাদের ইতিবাচকতা এবং নতুন শুরুর প্রতীক। আপনার সামনে কিছু নতুন সুযোগ আসতে পারে, যা আপনার কর্মজীবন এবং ব্যক্তিগত জীবন উভয় ক্ষেত্রেই অগ্রগতির জন্য সহায়ক হবে। আর্থিক উন্নতি হবে

মীনঃআপনি আপনার দিন যোগ এবং ধ্যান দিয়ে শুরু করতে পারেন। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হবে আজ।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া আপাতত শুষ্ক থাকবে। সকালের দিকে কোথাও কোথাও কুয়াশা থাকতে পারে। ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা উত্তরবঙ্গের চারটি জেলায়। দক্ষিণবঙ্গে ভোরে ও রাতে অনুভূত হবে ঠান্ডা, দিনে শীত কার্যত উধাও। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী পাঁচ থেকে সাত দিনে তাপমাত্রার ওঠানামা চলবে। কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ নদিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায়।শীতের আমেজ ক্রমশ কমছে। পশ্চিমের জেলাগুলিতেও তাপমাত্রা ১১ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রয়েছে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এই চার জেলায় কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। বাকি সব জেলাতেই বেশ কিছু এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে সামান্য কম। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৭ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৪৭ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়নি

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১১টা ৫৫মিনিট এবং ১০রাত ৫৫টা । **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫৫মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ১৮-মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২৪মনিটে হতে পারে।

কলকাতা

মহানগরের খবর

এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্রের তুলনায় বাড়লো ছাত্রীদের সংখ্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগর, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ সোমবার থেকে রাজ্যে শুরু হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা।প্রথম দিনের পরীক্ষা ভালো হয় কোনো অঘটন ছাড়া।পরীক্ষা হলে কড়া প্রহরার ব্যবস্থা পাশাপাশি যানজট নিয়ন্ত্রনে পুলিশের তপরতায় ছিলো চোখে পা।ার মতন।এবারে জয়নগর থানার অধীন ৯ টি পরীক্ষা কেন্দ্র ছিলো।মোট পরীক্ষার্থী ছিলো- ৫৫২৮ জন, যার মধ্যে ছাত্র ২৯৫৬ জন,ছাত্রী ২৯৭২ জন। বকুলতলা থানার মোট তিনটে পরীক্ষা কেন্দ্রে মোট পরীক্ষার্থী ১০৭৭ জন,যার মধ্যে ছাত্র ৪৬৮ জন ও ছাত্রী ৬০৯ জন এবং কুলতলি থানার তিনটে সেন্টারে মোট পরীক্ষার্থী ১২২৮ জন, যার মধ্যে ছাত্র ৫১১ জন ও ছাত্রী ৭১৭ জন।

এস ভি আই এস টির ক্যাম্পাসে একদিনের কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা,সোনারপুর, ৩ফেব্রুয়ারি ঃ শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও আধুনিক, কার্যকর ও ভবিষ্যমুখী করে গড়ে তুলতে সোমবার আয়োজন করা হয়েছিলো এ আই মাস্টারি ফর এডুকেশনাল এক্সসেলেন্স বিষয়ক একদিনের বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালা।স্কুলের প্রিন্সিপাল ও বিভাগীয় প্রধানদের জন্য পরিকল্পিত এই কর্মশালায় শিক্ষাক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এ আই)-এর বাস্তব ও কার্যকর প্রয়োগ তুলে ধরা হয়।এদিনের এই কর্মশালায় থেকে ৫০ টা বিভিন্ন সাবজেক্ট শিক্ষক ও শিক্ষিকারা জানতে পারেন কীভাবে এ আই ব্যবহার করে পাঠদানকে আরও আকর্ষণীয় করা যায়। প্রশাসনিক কাজ কিভাবে সহজ ও স্বয়ংক্রিয় করা সম্ভব এবং শিক্ষার্থীদের শেখার অগ্রগতি আরও নির্ভুলভাবে বিশ্লেষণ করা , আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় নেতৃত্ব প্রদানের জন্য যে প্রযুক্তিগত দক্ষতা প্রয়োজন, এই কর্মশালার মধ্যে দিয়ে তার উপর আলোকপাত করা হয়।

ছাগল চুরি কেন্দ্রিক বিবাদে খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ছাগল চুরিকে কেন্দ্র করে ছড়ানো বিবাদে জৈনক তপন মালিকের খুনের ঘটনা এবার বিচারিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। চুঁচুড়া থানার নন্দীর মাঠ এলাকায় ২০২১ সালের জুলাই মাসে সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ডের চার বছর পর মঙ্গলবার আদালত দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তি ঘোষণা করেছে। হুগলির অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক রিন্টু শূর দুই অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার পাশাপাশি ২০ হাজার টাকা জরিমানা এবং জরিমানা অনাদায়ে আরও দুই মাসের সশ্রম দণ্ডের ব্যবস্থা করেছেন। ২০২১ সালের ১২ জুলাই চুঁচুড়ার নন্দীর মাঠ এলাকায় কয়েক জন যুবক পিকনিক করছিলেন। অভিযোগ ওঠে, প্রতিবেশীর ছাগল চুরি করে মাংস রান্না হয়েছিল সেখানে। ওই ঘটনার কথা জানতে পেরে ছাগলের মালিককে তা বলে দিয়েছিলেন তপন নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা। এলাকায় হুলস্থুল হয়। সেই রোষে তপনকে রাস্তায় একা পেয়ে অনুপম দাস এবং অরুণ পাশোয়ান নামে দুই যুবক বেধড়ক মারধর করেন বলে অভিযোগ। পরে তপনকে উদ্ধার করে বাড়ি পাঠিয়ে দেন স্থানীয় কয়েক জন।কিন্তু সেই রাতেই পরিস্থিতি আরও গুরুতর রূপ নেয়। তপনের মা রিতা মালিক অভিযোগ করেন, রাতে তাদের বাড়িতে অভিযুক্তরা চড়াও হয় এবং তপনকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। পরের দিন সকালে নন্দীর মাঠ এলাকা থেকে তপনের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় চুঁচুড়া থানায় চারজনের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়- পুচি দাস, বিট্টু দাস, অনুপম দাস এবং অরুণ দাস।জানা যায়, তদন্তের পর পুলিশ ২০২১ সালের ৮ অক্টোবর চার্জশিট জমা দেয়। মোট ১৬ জন সাক্ষীর মধ্যে ১৪ জন ঘটনার সাক্ষ্য প্রদান করেন। চার্জশিটে চারজনের মধ্যে দুইজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাদের মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়। অপরদিকে, অনুপম দাস এবং অরুণ পাশোয়ান দোষী সাব্যস্ত হন।আইনজীবী শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় জানান, ' জনের নামে অভিযোগ দায়ের হলেও তদন্ত শেষে ২০২১ সালের ৮ অক্টোবর পুলিশ চার্জশিট জমা দেন।

বালি-কয়লা পাচার মামলায় কলকাতা সহ একাধিক জেলায় অ্যাকশন মোডে ইডি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ মঙ্গলবার সাতসকালে ফের অ্যাকশন মোডে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। মঙ্গলবার ভোর থেকেই পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলায় একযোগে শুরু হয়েছে ইডির তল্লাশি অভিযান। দিল্লি, কলকাতা, আসানসোল, দুর্গাপুর-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় একসঙ্গে হানা দেন ইডি আধিকারিকরা। এই অভিযানে তাঁদের সঙ্গে রয়েছে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, রাজ্যের বালি ও কয়লা পাচার সংক্রান্ত আর্থিক দুর্নীতির তদন্তেই এই বড়সড় অভিযান চালানো হচ্ছে। সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বিষয়, পশ্চিম বর্ধমান জেলার বুদবুদ থানার নবনিযুক্ত ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডলের বাড়িতেও তল্লাশি চালাচ্ছে ইডি। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ছ'টা নাগাদ আসানসোলের জামুরিয়া এলাকায় পৌঁছয় ইডির একটি দল। একই সময়ে আরেকটি দল হানা দেয় আসানসোলের সিটি সেন্টার এলাকার বেঙ্গল অম্বুজা আবাসনে, যেখানে মনোরঞ্জন মণ্ডলের বাড়ি রয়েছে। ভোর থেকেই সেখানে শুরু হয় টানা তল্লাশি। উল্লেখযোগ্যভাবে, মনোরঞ্জন মণ্ডল এখনও বুদবুদ থানার দায়িত্বভার গ্রহণ করেননি। সদ্য তাঁকে ওই থানার ওসি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। দায়িত্ব নেওয়ার আগেই তাঁর বাড়িতে ইডির হানা ঘিরে জেলাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সূত্রের খবর, বছরখানেক আগে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগে আসানসোলের বারাবনি থানা থেকে সাসপেন্ড করা হয় মনোরঞ্জন মণ্ডলকে। সাসপেনশনের পর দীর্ঘদিন তিনি আসানসোল পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চে কর্মরত ছিলেন। সম্প্রতি তাঁকে ফের থানার ওসি পদে ফিরিয়ে আনা হয়। সেই আবহেই ইডির এই অভিযান নতুন করে নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। শুধু একজন পুলিশ আধিকারিকের বাড়িতেই নয়, একই সঙ্গে পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক প্রভাবশালী বালি ও কয়লা ব্যবসায়ীর বাড়ি ও অফিসেও তল্লাশি চালাচ্ছে ইডি। দুর্গাপুরের সেপকো এলাকায় বালি ব্যবসায়ী প্রবীর দত্তের বাড়িতে ভোর থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তায় তল্লাশি চলছে। প্রবীর দত্ত কে কে মিনারেলস নামক একটি সংস্থার মালিক বলে জানা গিয়েছে। পানাগড়ে তাঁর সংস্থার অফিস রয়েছে। পাশাপাশি বাঁকুড়ার মালিয়ারা এলাকায় তাঁর পাথর খাদান ও বালি খাদান রয়েছে। কাঁকসার সিলামপুর এলাকাতেও তাঁর একটি বালি খাদান রয়েছে বলে সূত্রের খবর। একই সময়ে সেপকোতেই প্রবীর দত্তের ভাই অমিত দত্তের বাড়িতেও হানা দেয় ইডি। জানা গিয়েছে, অমিত দত্ত দাদার বালি খাদান দেখাশোনার পাশাপাশি অংশীদারিত্বে বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন জায়গায় একাধিক বালি খাদান পরিচালনা করেন। দুই ভাইয়ের বাড়ি থেকেই একাধিক নথি ও আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা বলে জানা গিয়েছে। ইডির অভিযান এখানেই থেমে নেই। পানাগড়ের বালি ব্যবসায়ী শেখ হাসিম মির্জা বেগের অম্বুজা আবাসনের বাড়িতেও চলে তল্লাশি। পাশাপাশি অণ্ডালের বক্তারনগরে শেখ কিরণ মণ্ডল, পাণ্ডবেশ্বরের কয়লা ব্যবসায়ী শেখ মাইজুল-সহ একাধিক পরিচিত ও প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর বাড়িতেও একযোগে অভিযান চালানো হচ্ছে। এই সমস্ত ব্যক্তির নাম দীর্ঘদিন ধরেই বালি ও কয়লা পাচার সংক্রান্ত তদন্তে উঠে আসছিল বলে সূত্রের খবর। ইডির আধিকারিকরা এই অভিযানে আর্থিক লেনদেন, সম্পত্তির নথি, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং ডিজিটাল তথ্য খতিয়ে দেখছেন বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি পাচারচক্রের সঙ্গে কারা যুক্ত, তাদের মধ্যে কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তি বা সরকারি আধিকারিকের যোগসূত্র রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বাসে নতুন সংযোগে পর্যটন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ও নবদ্বীপ পৌরসভার উদ্যোগে চালু হলো এক যুগান্তকারী সরকারি বাস পরিষেবা। শ্রীচৈতন্যভূমি নবদ্বীপ ধাম থেকে সমুদ্র শহর দীঘা পর্যন্ত এবার সরাসরি চলবে SBSTC-র বাস।নবদ্বীপ বাস স্ট্যান্ড প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ফিতে কেটে এই পরিষেবার শুভ সূচনা করেন নবদ্বীপ বিধানসভা কেনেন্দদ্রর বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা এবং নবদ্বীপ পৌরসভার পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। প্রতীকীভাবে বাসের যাত্রা শুরু করা হয় তাঁদের উপস্থিতিতে।ঘোষণা অনুযায়ী, প্রতিদিন সকাল ৬টায় নবদ্বীপ থেকে দীঘার উদ্দেশ্যে বাস ছাড়বে এবং দীঘা থেকে সকাল ৮টায় নবদ্বীপের দিকে রওনা দেবে। যাত্রীপ্রতি ভাড়া নির্ধারিত হযেছে মাত্র ২৫০ টাকা।এই নতুন পরিষেবার ফলে ধর্মীয় ও পর্যটন কেন্দ্রের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় পর্যটক ও সাধারণ যাত্রীদের যাতায়াতে বড় সুবিধা মিলবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্য ও পর্যটনের প্রসারেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশাবাদী স্থানীয় বাসিন্দারা। স্বল্প খরচে আরামদায়ক যাত্রার সুযোগ করে দেওযায় রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানানো হয়েছে।

যখন সময় থমকে দাঁড়ায় ঃ রাজকীয় অতীতে ফিরে তাকাতে বিশ্বকে আমন্ত্রণ মুর্শিদাবাদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ মুর্শিদাবাদের মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ ফেস্টিভ্যাল ২০২৬ । ৬-৮ ফেব্রুয়ারিকলকাতা, ২৭ জানুযারি ২০২৬ একসময়ের বাংলার নবাবি রাজধানী-ক্ষমতা, ঐশ্বর্য ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র-মুর্শিদাবাদ কেবল মানচিত্রের একটি নাম নয়। এটি এক জীবন্ত উত্তরাধিকার। তার রাজপ্রাসাদ, গঙ্গার ঘাট, রেশম বয়নের তাঁত আর প্রাচীন আচার আজও ইতিহাসের গল্প শোনায, যা গঙ্গার স্রোতের সঙ্গে যুগে যুগে বহমান।৬ থেকে ৮ ফেব্রয়ারি ২০২৬, এই ঐতিহাসিক জনপদ আবার ফিরে পাবে তার গৌরবময় অতীত। মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (গ্কত্বক্ষ)-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ ফেস্টিভ্যাল ২০২৬-ঐতিহ্য, আভিজাত্য ও জীবন্ত সংস্কৃতির এক অনন্য উসব।কাঠগোলা গার্ডেন ও প্যালেসের রাজকীয প্রেক্ষাপটে, অভিজাত কোঠি, প্রাচীন মসজিদ ও মন্টির, এবং গঙ্গাতীরের সৌন্দর্যের মাঝে তিনদিনের এই উৎসব মুর্শিদাবাদের সেই অতীতকে উদ্যাপন করবে, যা একসময় তাকে বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক কেংদ্রে পরিণত করেছিল।এই উসব দর্শকদের নিযে যাবে নবাবি ও বণিক সমাজের পরিশীলিত জীবনধারার গভীরে-যেখানে সংস্কৃতি লালিত হতো সৌনন্দর্যের সঙ্গে, খাদ্য ছিল শিল্পের মর্যাদায উন্নীত, আর স্থাপত্যে প্রতিফলিত হতো শক্তি ও নান্দনিকতার ভারসাম্য। বাছাই করা হেরিটেজ ওয়াক, রাজপ্রাসাদ দর্শন, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, নৌভ্রমণ ও সংগীতসন্ধ্যা মিলিয়ে তৈরি হবে এক

সমযভ্রমণের অভিজ্ঞতা, যা আজও বর্তমানের সঙ্গে সংলাপ চালিয়ে যায়। হাজারদুয়ারি প্রাসাদ, কাটরা মসজিদ, নশিপুর রাজবাড়ি, কাঠগোলা প্যালেস, বাড়ি কোঠি, জৈন কোঠি, জগ শেঠ জাদুঘর ও তান্তিপাড়ার ঐতিহাসিক অলিগলি-এই সবকিছুই আবিষ্কার করবেন দর্শকরা, পাশে নিরবচ্ছিন্ন সাক্ষী হযে বযে চলবে গঙ্গা।রানি ভবানীর মতো কিংবদন্তি ব্যক্তিত্বদের নিযে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, আজিমগঞ্জে ঐতিহ্যবাহী নৌকাবাইচ, নদীর বুকে চা-সম্ভাষণ, গঙ্গা আরতি, আতশবাজি ও সংগীতানুষ্ঠান-সব মিলিযে উসবটি হযে উঠবে আবেগ, আনন্দ ও আত্মসমীক্ষার এক মিলনমেলা।উৎসবের এক বিশেষ আকর্ষণ মুর্শিদাবাদের সমৃদ্ধ রন্ধন-ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য। শেহেরওযালি পরিবারের পরিশীলিত গৃহস্থালি রেসিপি থেকে শুরু করে ঘাটের ধারে জনপ্রিয় পথখাবার-সবকিছুই থাকবে এই স্বাদযাত্রায়। হাউস অব শেহেরওয়ালি, বাড়ি কোঠি ও কাঠগোলা প্যালেসের মতো ঐতিহ্যবাহী হেরিটেজ হোটেলে অতিথিরা উপভোগ করবেন ইতিহাসের সঙ্গে মিশে থাকা এক অনন্য গ্যাস্ট্রোনমিক অভিজ্ঞতা।উৎসবটি বিশেষভাবে আলোকপাত করবে তান্তিপাড়ার উপর-মুর্শিদাবাদ রেশমের কিংবদন্তি কেন্দ্র। সূক্ষ্ম মুর্শিদাবাদি সিল্ক শাড়ি, জটিল বয়নকৌশল এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলা দক্ষ কারিগরির ঐতিহ্য আজও বাংলার বস্ত্রশিল্পের গৌরব বহন করে চলেছে। শিল্প, কারুশিল্প ও গল্পকথার মাধ্যমে সম্মান জানানো হবে সেই তাঁতিদের, যাঁদের হাতে এই অমূল্য ঐতিহ্য আজও জীবিত।উসব প্রসঙ্গে গ্কত্বক্ষ-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য শ্রী সন্দীপ নাওলাখা বলেন-মুর্শিদাবাদ শুধু একটি পর্যটনস্থল নয়, এটি ভারতের ইতিহাসের এক জীবন্ত অধ্যায়। এই উৎসবের মাধ্যমে আমরা চাই মানুষ তার আত্মাকে অনুভব করুক-তার ঐতিহাসিক পথ ধরে হাঁটুক।

বিপজ্জনক বেসরকারি বাজার বন্ধের পথে কলকাতা পুরসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ শহরের একাধিক বাজারের অবস্থা ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। সামান্য ঝুঁকির আশঙ্কাও আর বরদাস্ত করতে রাজি নয় কলকাতা পুরসভা। এই অবস্থায় যে সব বাজার কাঠামোগত দিক থেকে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে, সেগুলি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছে পুরসভা। কলকাতা পুরসভার মাসিক অধিবেশনে এই কড়া বার্তা দেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, জননিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও আপস করা হবে না। বেসরকারি মালিকানাধীন বিপজ্জনক বাজারগুলি সংস্কারের উদ্যোগ না নিলে সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না। মেয়রের অভিযোগ, কলকাতার বহু বাজার বেসরকারি মালিকানাধীন হলেও সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ কার্যত বন্ধ হয়ে রয়েছে। পুরসভা একাধিক বার সংশ্লিষ্ট মালিকদের বাজার সংস্কারের জন্য নির্দেশ ও অনুরোধ জানালেও তাঁরা কোনওরকম সাড়া দিচ্ছেন না। এই পরিস্থিতিতে শহরের মানুষের প্রাণহানির ঝুঁকি নিয়ে দিনের পর দিন বিপজ্জনক বাজার খোলা রাখা সম্ভব নয় বলে সাফ জানিয়ে দেন মেয়র। পুরসভা বাধ্য হয়েই এই ধরনের বাজার বন্ধ করার পথে হাঁটবে বলে তিনি জানান।এই প্রসঙ্গটি পুর-অধিবেশনে তোলেন ১২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলার মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি পুর-কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চান, কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে দুর্দশাগ্রস্ত সরকারি ও বেসরকারি বাজারগুলির ভবিষ্য নিয়ে পুরসভা কোনও নির্দিষ্ট নির্দেশিকা জারি করছে কি না। তাঁর অভিযোগ, বহু বাজারের অবস্থা এতটাই খারাপ যে সেগুলি কার্যত পুরসভার কাছে দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি জানতে চান, এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানে পুরসভা কী পদক্ষেপ নিতে চলেছে। জবাবে মেয়র জানান, সরকারি বাজারগুলির ক্ষেত্রে পুরসভার হাতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। তিনি বেকবাগানের পার্ক সার্কাস মার্কেটের উদাহরণ তুলে ধরেন।

বেঁক অফ ইন্ডিয়া BOI Bank of India Relationship Beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বেহালা শাখা
৩৯১, ডায়মন্ড হারবার রোড, বেহালা, কলকাতা-৭০০০৩৪

রেফারেন্স নং: বিএইচএল / এডিবি / ২০২৫-২৬ তারিখঃ ০৮.১২.২০২৫

থেকে
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বেহালা শাখা,
৩৯১, ডায়মন্ড হারবার রোড, বেহালা, কলকাতা-৭০০০৩৪
প্রতি ঃ-
মোঃ আরিফ সেখ
সেখ পাড়া, মামুদপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৩৫৫
স্যার / ম্যাডাম,

সিকিউরিটাইজেশন এবং আর্থিক সম্পদ পুনর্গঠন ও নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগ আইন, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

আপনার অনুরোধে, ব্যাংকের বেহালা শাখা আপনাকে মোট ২৯,৫০,০০০ টাকা ঋণসীমা মঞ্জুর করেছে। আমরা নিচে আমাদের দ্বারা মঞ্জুরীকৃত ঋণ সুবিধার বিবরণ এবং নোটিশের তারিখ পর্যন্ত এর অধীনে বকেযা পাওনা টাকার পরিমাণ উল্লেখ করছিঃ-

সুবিধার ধরন	অনুমোদিত সীমা	বকেয়া পাওনা
নগদ ঋণ ৪০২০৩০১৫০০০০০০৩	টাকা.১০,০০,০০০১-	১০২৫৬৩৯.৮১ টাকা(১০.১১.২০২৫ চুক্তিবদ্ধ পাওনা এবং ২৮.০৮.২০২৫ (এনপিএ তারিখ) থেকে অনাদায়য়য়ী সুদ)
এলএপি ৪০২০৬২৬১০০০০০৩০	১৯,৫০,০০০ টাকা	১৯০২৭৯৪.৮৯ টাকা (১০.১১.২০২৫ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ পাওনা এবং ২৮.০৮.২০২৫ (এনপিএ তারিখ) থেকে অনাদায়ী সুদ)

২. ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত উপরোক্ত ঋণ সুবিধাটি নিম্নলিখিত সম্পদসিকিউরিটিজ দ্বারা সুরক্ষিত।

জামিনের প্রকৃতি
পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মগরাহাট থানা ও মগরাহাট পশ্চিম গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন মৌজা হরিশঙ্করপুর, জেএল নং ১২৩১৪৭, তৌজি নং ৩৮৪-এর অন্তর্গত আরএস ও এলআর দাগ নং ৯৮৪ (আরএস খতিয়ান নং ২৮৮৭, যা এলআর খতিয়ান নং ৯৩৪০-এর সমতুল্য)-এর অধীনে অবস্থিত ১৫ শতক জমির উপর নির্মিত ৩০৪৯ বর্গফুট আয়তনের দোতলা আবাসিক ভবনের ইকুইটেবল মর্টগেজ, যা আরিফ শেখ-এর নামে রয়েছে।

৩. যেহেতু আপনি ব্যাংকের পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনানীতিমালা অনুসারে আমরা ২৮.০৮.২০২৫ তারিখ থেকে আপনার অ্যাকাউন্টটিকে অনাদায়ী সম্পদ (Non-Performing Asset) হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করেছি।
৪. উপরোক্ত কারণগুলোর জন্য, আমরা এতদ্বারা আপনাকে উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩ (২) এর অধীনে নোটিশ দিচ্ছি এবং আপনাকে ব্যাংকের কাছে আপনার সমুদয় দায় পরিশোধ করে টাকা জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। ২৯,২৮,৪৩৪.৭০ (১০.১১.২০২৫ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ পাওনা এবং ২৮.০৮.২০২৫ (এনপিএ তারিখ) থেকে অনাদায়ী সুদ) এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, আমরা সম্পূর্ণ আপনার খরচ ও পরিণতির ঝুঁকিতে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেনন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩-এর অধীনে ব্যাংকের উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করব এবং উপরে উল্লিখিত জামানতকৃত সম্পদগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করব।
৫. আমরা আপনাকে উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে প্রযোজ্য সুদ, পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত ব্যাংক কর্তৃক সংঘটিত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ ব্যাংকের সম্পূর্ণ পাওনা পরিশোধ করে আপনার দায়বদ্ধতা মেটাতে এবং জামানতকৃত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করতে আহ্বান জানাচ্ছি, তবে অনুগ্রহ করে গুরুত্বপূর্ণভাবে মনে রাখবেন যে, সারফায়েসি আইনের ধারা ১৩(৮) অনুসারে, জামানতকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধারের অধিকার আপনার জন্য শুধুমাত্র পাবলিক নিলামের নোটিশ প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত বা জামানতকৃত সম্পদ ইজারা, হস্তান্তর বা বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থানান্তরের জন্য সর্বসাধারণ বা ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে দরপত্র বা কোটেশন আহ্বানের তারিখ পর্যন্ত উপলব্ধ থাকবে।
৬. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ প্রথমে আমাদের দ্বারা সংঘটিত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় এবংঅথবা আনুষঙ্গিক যেকোনো ব্যয় পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে, এবং দ্বিতীযত, এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ সুদ সহ উপরে উল্লিখিত ব্যাংকের পাওনা পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে এবং ব্যাংকের সম্পূর্ণ পাওনা আদায়ের পর যদি কোনো অর্থ অবশিষ্ট থাকে, তবে তা আপনাকে প্রদান করা হবে।
৭. যদি জামানতকৃত সম্পদের বিরুদ্ধে উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা উক্ত পাওনা সম্পূর্ণরূপে আদায় না হয়, তবে আমরা আপনার কাছ থেকে অবশিষ্ট পাওনা অর্থ এবং এর সাথে আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ ইত্যাদি আদায়ের জন্য ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনালআদালতে আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করি।
৮. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, উপরোক্ত আইনের উপধারা (১৩) অনুসারে, এই নোটিশ প্রাপ্তির পর, আপনি এই নোটিশে উল্লিখিত কোনো জামানতকৃত সম্পদ বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করতে পারবেন না।
৯. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার এবং উপরোক্ত ধারা ১৩-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাংকের একজন যথাযথভাবে অনুমোদিত কর্মকর্তা।
১০. উল্লেখ্য যে, এটি ব্যাংকের জন্য উপলব্ধ অন্য কোনো প্রতিকারের অধিকার ক্ষুণ্ণ না করেই এই বিজ্ঞপ্তিটি আপনাকে দেওয়া হচ্ছে।

আপনার বিশ্বস্ত,
এসডব্লিউ- চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত কর্মকর্তা
ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, বেহালা শাখা, কলকাতা জোন

তারিখঃ ০৮.১২.২০২৫

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Civil), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : APAS/112/152/225/05/027/25-26
Name of work : **Desilting work at Saradamoni Park and surrounding in Ward No. 112, Br.-XI**; Estimated Value : **₹ 2,88,985.21 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**.

(2) NIT No. : APAS/112/152/225/06/040/ 25-26 (2nd Call)
Name of work : **Renovation of C.C. road at Saradamoni Park in Ward No. 112, Br.-XI**; Estimated Value : ₹ **1,94,546.20 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Time of completion : **35 Days (For Sl. No. 1 & 2)**; Last date and time of submission of bid : **10.02.2026 at 5 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; The tender will opened on : **12.02.2026 at 5 pm (For Sl. No. 1 & 2)**.

(3) NIT No. : KMC/DG(C)/Br-IV/025/52/ 25-26/UTTARAN
Name of work : **Repairing of collapsed pit, catch pit, S.W. pipe at different places in Uttaran (Bustee) area in Ward No. 25 under Br.-IV**; Estimated Cost : ₹ **3,86,409.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,800.00**; Period of completion : **50 Days**.

(4) NIT No. : KMC/DG(C)/VI/060/037/ 2025-2026/D
Name of work : **Restoration of damaged portion of Median Strip at Suhrawardy Avenue along with plantation in Ward No. 60**; Estimated Cost : ₹ **4,99,991.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **60 Days**.

(5) NIT No. : KMC/DG(U)/VI/060/041/ 2025-2026/R/UTTARAN
Name of work : **Improvement of existing Uttaran drainage system at 12 Jannagar Road, 4 Gorachand Road and its adjacent area in Ward No. 60**; Estimated Cost : ₹ **3,99,987.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of completion : **45 Days**.

(6) NIT No. : KMC/DG(U)/VI/060/042/ 2025-2026/R/UTTARAN
Name of work : **Improvement work of existing old and damaged Uttaran concrete passages at 12 Jannagar Road, 4 Gorachand Road and its adjacent area in Ward No. 60**; Estimated Cost : ₹ **4,99,986.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **45 Days**.

(7) NIT No. : KMC/DG(U)/VI/061/033/ 2025-2026/R/UTTARAN
Name of work : **Maintenance of Uttaran drainage system at 12, 19 Bedford Ln., 13 Elliot Lane, 127D, Park St. and different places in Ward No. 61**; Estimated Cost : ₹ **4,35,461.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,000.00**; Period of completion : **40 Days**.

(8) NIT No. : KMC/DG(U)/VI/061/034/ 2025-2026/R/UTTARAN
Name of work : **Repairing of Uttaran I.P. and paver block passage at 12 Bedford Ln., 6, 14, Ripon St., 9 North Range and different places in Ward No. 61**; Estimated Cost : ₹ **4,19,809.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,000.00**; Period of completion : **40 Days**.

(9) NIT No. : KMC/DG(U)/VI/061/035/ 2025-2026/R/UTTARAN
Name of work : **Repairing of Uttaran latrine at 13 Elliot Lane, 68 Elliot Road, 42 Jannagar Road and different places in Ward No. 61**; Estimated Cost : ₹ **3,23,005.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **11.02.2026 - 11 am (For Sl. No. 3), 16.02.2026 - 5 pm (For Sl. No. 4 to 9)**; The tender will opened on : **13.02.2026 - 11 am (For Sl. No. 3), 18.02.2026 - 1 pm (For Sl. No. 4 to 9)**; The bid forms and other details are available on and from **03.02.2026 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 9)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 9)**.

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : APAS/112/152/230/04/041/25-26
Name of work : **Renovation of asphaltum and C.C. road at Roynagar Bank Garden others allied work in Ward No. 112, Br.-XI**; Estimated Amount : ₹ **4,59,608.48 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,500.00**.

(2) NIT No. : APAS/112/152/233/01/009/25-26
Name of work : **Renovation of road and U.G. allied work at 288 Roynagar place in Ward No. 112, Br.-XI**; Estimated Amount : ₹ **4,97,329.03 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **45 Days (For Sl. No. 1 & 2)**; Last date and time of submission of bid : **10.02.2026 at 5 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; The tender will opened on : **12.02.2026 at 5 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **03.02.2026 (5 pm) (For Sl. No. 1 & 2)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2)**.

(3) NIT No. : APAS/113/152/172/04/017/ 25-26 (2nd Call)
Name of work : **Renovation of drain & C.P. at 3 No. New Govt. Colony in Ward No. 113, Br.-XI**; Estimated Value : ₹ **1,93,617.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Time of completion : **35 Days**.

(4) NIT No. : APAS/111/152/300/04/022/ 25-26 (2nd Call)
Name of work : **Renovation and Painting, Fencing of Vivekananda Park Play Ground near V-26/20 Vivekananda Park in Ward No. 111**; Estimated Value : ₹ **3,49,632.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,000.00**; Time of completion : **45 Days**.

(5) NIT No. : APAS/114/152/137/02/043/25-26
Name of work : **Road side beautification and allied works near Dinesh Smrti Sangha Club in Ward No. 114, Br.-XI**; Estimated Value : ₹ **4,30,938.43 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,000.00**; Time of completion : **60 Days**.

(6) NIT No. : APAS/114/131/01/035/25-26 (2nd Call)
Name of work : **Renovation of road with allied works at Dhalipara and surrounding area in Ward No. 114, Br.-XI**; Estimated Value : ₹ **4,86,081.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Time of completion : **60 Days**.

(7) NIT No. : APAS/111/152/291/02/019/ 25-26 (2nd Call)
Name of work : **Renovation of C.C. road and hot mix road work name Ward with U.G. facilities and other allied work at Brahmapur Badamtala, Goyala Para, Pragati, E-32 Niva Park extension and surrounding area in Ward No. 111**; Estimated Value : ₹ **4,39,200.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,000.00**; Time of completion : **60 Days**; Last date and time of submission of bid : **11.02.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 3, 4 & 7), 11.02.2026 - 5 pm (For Sl. No. 5), 11.02.2026 - 11 am (For Sl. No. 6)**; Date and time of opening of bid : **13.02.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 3, 4 & 7), 13.02.2026 - 5 pm (For Sl. No. 5), 13.02.2026 - 11 am (For Sl. No. 6)**; The bid forms and other details are available on and from **03.02.2026 (5 pm) (For Sl. No. 3 to 6), 03.02.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 7)**; The website **https://etender.nic.in (For Sl. No. 3 to 5 & 7), https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app (For Sl. No. 6)**.

The **Executive Engineer (Civil), Br.-IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BRIV/LORRY SUPPLY/2026-2027
Name of work : **Supplying hired lorries for transportation of hot mix and other materials at Ward Nos. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 38 and 39 under Br.-IV**; Estimated Cost (Including GST and CESS) : **NIL (Restricted ₹ 4.80 Lakhs)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **365 Days**.

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/025/49/25-26/R
Name of work : **Repairing of paver blocked footpath at 202 Bidhan Sarani, C. R. Avenue and other places in Ward No. 25 under Br.-IV**; Estimated Cost : ₹ **3,60,889.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,300.00**; Period of completion : **60 Days**.

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/BRIV/024/59/ 2025-2026/UTTARAN/R
Name of work : **Repairs to Uttaran collapsed catch pit, inspection pit and sewer line at Baishnab Sett 1st Ln. and others Uttaran places in Ward No. 24**; Estimated Cost : ₹ **3,98,254.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of completion : **90 Days**.

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/BRIV/025/51/25- 26/UTTARAN
Name of work : **Repairing of Uttaran (Bustee) latrine at different places in Uttaran (Bustee) area in Ward No. 25, Br.-IV**; Estimated Cost : ₹ **3,88,121.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,800.00**; Period of completion : **40 Days**.

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/BRIV/027/032/ 25-26/UTTARAN
Name of work : **Repairs to Uttaran passages at 124/2, Maniktola Street, 45, Haritaki Bagan Lane, 123/1, 123/2, A.P.C. Road and other Uttaran places in Ward No. 27 under Br.-IV**; Estimated Cost : ₹ **3,75,336.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,600.00**; Period of completion : **120 Days**.

(6) NIT No. : KMC/EE(C)/BRIV/23/E27/25-26/H
Name of work : **Maintenance of UPHC 23 (KMC) at 3, Raja Brojendra Narayan St. in Ward No. 23**; Estimated Cost : ₹ **1,00,631.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **2,100.00**; Period of completion : **14 Days**.

(7) NIT No. : KMC/EE(C)/BRIV/027/030/25-26/R
Name of work : **Renovation of road surface at Barik Lane from the junction of Vivekananda Road to Amherst Row in Ward No. 27**; Estimated Cost : ₹ **3,36,548.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,000.00**; Period of completion : **25 Days**.

(8) NIT No. : KMC/EE(C)/BRIV/027/031/25-26/R
Name of work : **Repairs to paver block footpath at 94, 116, Vivekananda Road, 10/B, Nanda Kumar Chowdhury Lane, 4/B, Kailash Bose Street and other places in Ward No. 27 under Br.-IV**; Estimated Cost : ₹ **4,55,391.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,200.00**; Period of completion : **150 Days**.

(9) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/024/13/ 2025-2026/R (2nd Call)
Name of work : **Repairing of IPS, concrete footpath at 267 Rabindra Sarani and K.K. Tagore St. disturbed by Lighting Department in Ward No. 24**; Estimated Cost : ₹ **1,49,755.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **20 Days**.

(10) NIT No. : KMC/EE(C)/BRIV/023/E18/25-26/R
Name of work : **Repairing of concrete passage to remove road dust at Shibtala St. from Ratan Sarkar Garden St. to Sir Horiram Goenka St. in Ward No. 23**; Estimated Cost : ₹ **4,39,854.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,800.00**; Period of completion : **14 Days**.

(11) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/28/APAS/ 01/164/36/0010
Name of work : **Repairs to bathing platform at 3C/H/3, 3C/H/6 Dr. M.N.C. Sarani and others in Ward No. 28**; Estimated Cost : ₹ **1,17,142.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **10 Days**.

(12) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/28/APAS/ 01/164/35/0006
Name of work : **Thorough repairs to concrete passage 3B/H/10, 3B/H/2 and other places in Dr. M.N.C. Sarani in Ward No. 28**; Estimated Cost : ₹ **3,03,607.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,500.00**; Period of completion : **20 Days**.

(13) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/28/APAS/ 01/164/36/0001
Name of work : **Repairs to latrine and urinal at 3B/H/12, 3C/H/1, Dr. M.N.C. Sarani and others in Ward No. 28**; Estimated Cost : ₹ **1,78,951.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **15 Days**.

(14) NIT No. : KMC/EE(C)/BRIV/038/ APAS-2/2025-2026/R (2nd Call)
Name of work : **Repairing of road surface at 18 Fakir Chand Mitra Street and others in Ward No. 038**; Estimated Cost : ₹ **1,27,862.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **18 Days**.

(15) NIT No. : KMC/EE(C)/BRIV/038/ APAS-49/2025-2026/R (2nd Call)
Name of work : **Repairing of passage at 19/1 and others Uttaran areas at Bechu Chatterjee Street in Ward No. 038**; Estimated Cost : ₹ **1,62,442.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **15 Days**.

(16) NIT No. : KMC/EE(C)/BRIV/038/ APAS-11/2025-2026/R (2nd Call)
Name of work : **Improvement of road surface surrounding of Jhama Pukur Park in Ward No. 38**; Estimated Cost : ₹ **1,35,981.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **2,750.00**; Period of completion : **18 Days**.

(17) NIT No. : KMC/EE(C)/BRIV/038/ APAS-3/2025-2026/R
Name of work : **Repairing of road surface at 16 Panchanan Ghosh Lane and others in Ward No. 038**; Estimated Cost : ₹ **1,38,068.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **14 Days**.

(18) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/038/ APAS-23/2025-2026/R (2nd Call)
Name of work : **Repairing of road surface at 58H/10/1 Kailash Bose Street in Ward No. 38**; Estimated Cost : ₹ **1,20,215.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **14 Days**.

(19) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/038/ APAS-48/2025-2026/R
Name of work : **Improvement of road surface at Shivnarayan Das Lane within Booth No. 118 in Ward No. 38**; Estimated Cost : ₹ **1,06,658.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **2,500.00**; Period of completion : **18 Days**; Last date and time of submission of bid : **11.02.2026 - 11 am (For Sl. No. 1 to 19)**; The tender will be opened on : **13.02.2026 - 11 am (For Sl. No. 1 to 19)**; The bid forms and other details are available on and from **03.02.2026 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 19)**.

(20) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/21/27/25-26/R
Name of work : **Repairs to I.P.S. concrete and paver block passage and footpath at Pathuria Ghata St., Laxmi Narayan Mukherjee Rd. and other places in Ward No. 21**; Estimated Cost : ₹ **3,41,263.74 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **13.02.2026 - 5 pm**; The tender will be opened on : **17.02.2026 - 5 pm**; The bid forms and other details are available on and from **03.02.2026 (9 am)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 20)**.

CORRIGENDUM

Corrigendum (1) NIT No. : APAS/114/ 152/125/02/037/25-26, (2) NIT No. : APAS/114/152/124/02/034/25-26, (3) NIT No. : APAS/114/152/139/02/028/25-26 Published in this Newspaper on **31.01.2026 (Key No. : 2107/25-26)** of **Engineering (C), Br.-XI Deptt. (Sl. No. 1 to 3)**; Last date and time of submission of bid **09.02.2026** instead of 02.02.2026 - 11 am **(For Sl. No. 1 to 3)**; Date and time of opening of bid **11.02.2026** instead of 04.02.2026 - 11 am **(For Sl. No. 1 to 3)**; The bid forms and other details are available on and from **20.01.2026 - 5 pm** from https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app **(For Sl. No. 1 to 3)**.

(1) NIT No. : EE-III/29/APAS-35/25-26,
(2) NIT No. : EE-III/29/APAS-37/25-26,
(3) NIT No. : EE-III/29/APAS-36/25-26,
(4) NIT No. : EE-III/35/APAS-27/25-26,
(5) NIT No. : EE-III/29/APAS-17/25-26,
(6) NIT No. : EE-III/35/APAS-23/25-26,
(7) NIT No. : EE-III/35/APAS-25/25-26,
(8) NIT No. : EE-III/35/APAS-26/25-26,
(9) NIT No. : EE-III/35/APAS-15/25-26,
(10) NIT No. : EE-III/35/APAS-31/25-26
Published in this Newspaper on **20.01.2026 (Key No. : 2003/25-26)** of **Engineering (C), Br.-III Deptt. (Sl. No. 4 to 13)**; Last date and time of submission of bid **09.02.2026 upto 12 Noon** in place of 31.01.2026 upto 12 Noon **(For Sl. No. 1 to 10)** and date and time of opening tender **11.02.2026 after 12 Noon** in place of 02.02.2026 after 12 Noon **(For Sl. No. 1 to 10)**; All other entries shall remain unchanged. **2148/25-26**

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ৬৫ সংখ্যা, বুধবার, ২১ মাঘ ১৪৩২

উসকানি, ক্ষমা আর ক্ষমতার রাজনীতি, ভারতীয় রাজনীতিতে অনুতাপ কি কেবল কৌশল?

ভোটই শেষ ভরসাঃ গণতন্ত্রহীন বাংলাদেশে ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন

আসন্ন ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন। ' দল' আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ করে মানুষের রায় চাওয়া-এই বৈপরীত্য যতই চোখে পড়ুক, তবু একটি সত্য অস্বীকার করা যায় নাঃ নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্রের কোনও বিকল্প নেই। ভোটহীন রাষ্ট্রে শাসন চলে, কিন্তু রাষ্ট্র বাঁচে না। গত দেড় বছরে বাংলাদেশে যা ঘটেছে, তা তারই নির্মম প্রমাণ।এই সময়কালে একের পর এক আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার ঘটনা, জেলের ফটক খুলে খুনের আসামিকে বের করে আনা, ফাঁসির সাজাপ্রাপ্তদের ' হয়ে যাওয়া, প্রকাশ্যে সংখ্যালঘু নিধন-সব কিছুর মূলে একটাই কারণঃ গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি। দুষ্কৃতীরা তখনই প্রকাশ্যে অপরাধ করার সাহস পায়, যখন তারা জানে রাষ্ট্রের হাতে শক্তি নেই, পুলিশ কার্যত অসহায়। আজকের বাংলাদেশে সেটাই বাস্তবতা। কারণ যাঁরা এখন ক্ষমতায় বসে আছেন, তাঁদের কেউই জনগণের ভোটে নির্বাচিত নন। সরকার চালানোর অভিজ্ঞতা তাঁদের প্রায় কারও নেই। ভোটে দাঁড়ালে নিজের স্ত্রীর ভোটটুকু পেতেন কি না, তা নিয়েও সংশয় থেকে যায়। কিন্তু জনরোষ, বিশৃঙ্খলা আর ভয়ের পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা দাদাগিরি চালিয়ে গিয়েছেন। রাষ্ট্র নয়, নিজের আখের গুছিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ ক্লান্ত, বিরক্ত, ক্ষুব্ধ। তারা অপেক্ষা করছিল একটি ভোটের জন্য। কারণ ভোটই মানুষের একমাত্র শান্তিপূর্ণ অস্ত্র। শেখ হাসিনার দেশত্যাগের পর যে শূন্যতা তৈরি হয়েছিল, সেই শূন্যতাকে ভরাট করার জন্য খুব কৌশলে সামনে আনা হল আন্তর্জাতিক পরিচিতিসম্পন্ন এক ব্যক্তিকে-নোবেলজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসকে। পদ্মাপারের মানুষ ভেবেছিল, সংকটকালে ইউনূস বাংলাদেশকে খাদের কিনারা থেকে তুলে ধরবেন। তিনি গণতন্ত্র ফেরাবেন, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন, ধর্ম-জাতি নির্বিশেষে ঐক্যের প্রতীক হবেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, ইউনূস সাহেব যেন মেরুদণ্ড প্যারিসে রেখেই ঢাকায় ফিরেছেন। ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে তিনি পড়ে পাওয়া সুযোগ আঁকড়ে ধরলেন। মৌলবাদী জামায়াত এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাহীন কিছু ছাত্রনেতার কাছে কার্যত আত্মসমর্পণ করলেন। ১৭ কোটির মানুষের দেশে ' উপদেষ্টা' মানেই কার্যত প্রধানমন্ত্রী। জীবনের সায়াহ্নে এসে সেই ক্ষমতা পেয়ে তিনি ভেবেছিলেন, ভোট না করিয়ে ' অন্তহীন সময়' দীর্ঘদিন শাসন চালানো যাবে। তাঁর সমর্থক তথাকথিত বৈষম্যবিরোধী ছাত্রনেতারাও চাইছিল না নির্বাচন হোক। কারণ, তাদের গড়া দল ' সভায় মাইক বাঁধার লোক ছাড়া কেউ আসছিল না। ভাবতে অবাক লাগে-স্রেফ ভারতের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন, গরম কথা বলে টিকে থাকা কিছু উগ্র যুবকের কথায় দেড় বছর চলল একটি দেশ। ইউনূস জানতেন, ভোট হলেই তাঁর রাজনৈতিক অধ্যায় শেষ। তাই নির্বাচন প্রসঙ্গ উঠলেই বলা হচ্ছিল, সংস্কার চলছে। কিন্তু সেই সংস্কারের কোনও তালিকা আজও নেই। বরং বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য মুখ থুবড়ে পড়েছে, অর্থনীতি চাপে। আন্তর্জাতিক স্তরেও ইউনূস সরকারের অবস্থান দুর্বল হয়েছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের সঙ্গে না খেলার জেদ ধরে বাংলাদেশ কার্যত একঘরে হয়ে পড়ে। ' খেলব না'-এই শিশুসুলভ জেদের খেসারত দিতে হয় দেশের ক্রিকেটারদের। কোনও দেশ পাশে দাঁড়ায়নি, এমনকি তথাকথিত মিত্র পাকিস্তানও নয়। রাজনীতির স্বার্থে খেলাধুলোকেও বলি দেওয়া হল। ভারত একটি গণতান্ত্রিক দেশ। এখানে সরকার বদলায় ভোটে, লুটপাটে নয়। প্রধানমন্ত্রী সমালোচিত হন, কিন্তু তাঁকে পালিয়ে যেতে হয় না। ভোটই এখানে শেষ কথা। সেই কারণেই বাংলাদেশের মানুষের কাছেও ভোট আজ শেষ ভরসা। অবশেষে ঘরে-বাইরে চাপে পড়ে ইউনূস নির্বাচন মেনে নিতে বাধ্য হন। বিশেষ করে নেপালে অভ্যুত্থানের পর তড়িঘড়ি সরকারের দ্রুত নির্বাচন ঘোষণার প্রেক্ষাপটে তাঁর আর কোনও পথ খোলা ছিল না। এখন প্রশ্ন-ভোটের ফল কী হবে?এই সময়ে দু'টি বড় ঘটনা ঘটেছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যু এবং দীর্ঘ ১৭ বছর পর তাঁর পুত্র তারেক রহমানের দেশে ফেরা। এই দুই ঘটনায় বিএনপি শিবির চাঙ্গা। একদিকে জামায়াত ও এনসিপি-সহ একাধিক ছোট দল, অন্যদিকে বিএনপি। তৃতীয় শক্তি জাতীয় পার্টি, যার প্রভাব মূলত রংপুরে সীমাবদ্ধ। দীর্ঘদিন পর বাংলাদেশে ভোট হচ্ছে শেখ হাসিনা-খালেদা জিয়ার বাইনারি ছাড়িয়ে। এই তিন শক্তির মধ্যে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় বিএনপিই এগিয়ে। জনমত সমীক্ষাতেও তারেক রহমানকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাইছেন বহু মানুষ-বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষ ও মুক্তিযুদ্ধপন্থী নাগরিকরা। প্রশ্ন উঠছে-আওয়ামি লিগ সমর্থকরা কী করবেন? যুবসমাজে হাসিনা জনপ্রিয়তা হারালেও, মধ্যবয়সী ও প্রবীণদের মধ্যে তাঁর সমর্থন এখনও আছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মুছে ফেলার চেষ্টায় তাঁরা ক্ষুব্ধ। জামায়াতকে ভোট দেওয়া তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। ফলে কার্যত বিএনপিই তাঁদের একমাত্র বিকল্প। এই অঙ্ক বুঝেই তারেক রহমান এখনও আওয়ামি লিগ বা ভারতের বিরুদ্ধে একটি শব্দও বলেননি। সেতু-হাসিনা-দিল্লি বা পিণ্ডি নয়, লক্ষ্য বাংলাদেশ। তবু সংশয় রয়ে যায়-ভোট কতটা স্বচ্ছ হবে? ইভিএম বাদ দিয়ে ব্যালটে ফেরার অর্থ বুথ দখল, ব্যালট লুটের আশঙ্কা। আইনহীন পরিবেশে নির্বাচন কতটা শান্তিপূর্ণ হবে, তা সময়ই বলবে।একটা বিষয় নিশ্চিত-এই নির্বাচনের ফল শুধু সরকার বদলাবে না, ঠিক করবে বাংলাদেশের ভবিষ্য পথ। আর সেই পথে ইউনূস থাকবেন, না আবার প্যারিসের বিমান ধরবেন-তার উত্তরও দেবে এই ভোটই।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের বাণী

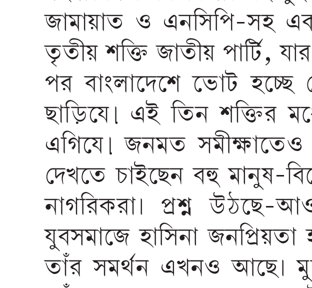

৩. কেউ যদি তোমার নিন্দা করে করুক, কিন্তু খেয়াল রেখো, তোমার চলন চরিত্রে নিন্দনীয় কিছু যেন কোনও ক্রমেই স্থিতিলাভ করতে না-পারে। নিন্দা ব্যর্থ হয়ে উঠবে।

৪. যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও, তবে কপটতা ত্যাগ করন।

৫. কপট ব্যক্তি অন্যের কাছে সুখ্যাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা করে। অল্প বিশ্বাসের দরুন অন্যের দান হতেও প্রবঞ্চিত হয়।

৬. অশিক্ষিতকে শিক্ষা দেওয়া বরং অনেক সোজা। কুশিক্ষিতের শিক্ষক হওয়া কঠিন।৭. সরল ব্যক্তি উর্ধ্বদৃষ্টি সম্পন্ন চাতকের মতো। কপটী নিম্নদৃষ্টি সম্পন্ন শকুনের মতো। ছোট হও, কিন্তু লক্ষ্য উচ্চ রেখো। বড় ও উচ্চ হয়ে নিম্ন দৃষ্টিসম্পন্ন শকুনের মতো হওয়ায় লাভ কি?

৮. তুমি লাখ গল্প কর, কিন্তু প্রকৃত উন্নতি না-হলে তুমি প্রকৃত আনন্দ কখনও লাভ করতে পারবে না। কপটাশ্রয়ের মুখের কথার সঙ্গে অন্তরের ভাব বিকশিত হয় না। তাই আনন্দের কথাতেও মুখে নীরসতার চিহ্ন দৃষ্ট হয়। মুখ খুললে কী হয়, হৃদয়ে ভাবের স্ফূর্তি হয় না।

শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের অমৃত বাণী

তোমার ধর্ম আমার ধর্ম বলে লড়াই করে কী লাভ? তবে তোমার আমার

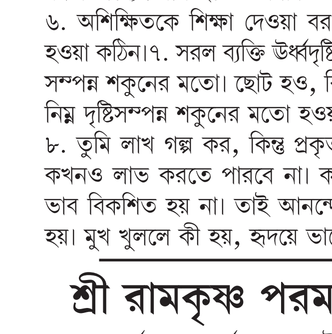

সবার গন্তব্য সেই এক জনেরই কাছে। একটা কথা সর্বদা মাথায় রাখবে জীবনে গুরু সবাই হতে চায়, তবে শিষ্য হবে কজন? যদি তুমি শিষ্য না হতে পারলে শিখবে কিভাবে জগতের নিয়ম কানুন।

তুমি জীবনে যতই সু ন্দর হও আর যতই কুসিত তোমার মধ্যে যদি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি না থাকে তবে সবই নিরর্থক, যত্র জীব তত্র শিব অর্থাৎ প্রতিটি জীবের মধ্যেই ভগবানের বাস, তাই জীব সেবাই হল শিব সেবা যদি ঈশ্বর কে পেতে চাও তবে ঈশ্বর কে প্রেম ও ভক্তির বাঁধনে বাঁধতে শেখ, তবেই তাকে পাবে।তোমার মধ্যে যদি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও নিসার্থ প্রেম থাকে তবে জানবে তুমি সার্থক জীবনের অধিকারী। লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়। তোমার মনের মধ্যে কখনো কোনো খোব হিংসা পুষে রেখো না, কারণ মন হল মন্দির সেখানে শুধুই থাকবে ঈশ্বরেই নাম, ভক্তি, প্রেম।

বিশেষ প্রতিনিধিঃ দেশ বদলায়, সময় বদলায়, মুখ বদলায়-কিন্তু রাজনৈতিক ভাষার চরিত্র বদলায় কি আদৌ? ভারতীয় রাজনীতির দীর্ঘ ইতিহাসে এক অদ্ভুত পুনরাবৃত্তি চোখে পড়ে। কখনও সংখ্যালঘু, কখনও নারী, কখনও ধর্ম, কখনও জাতি-কোনও না কোনও গোষ্ঠীকে নিশানা করে উসকানিমূলক, অবমাননাকর মন্তব্য ছুড়ে দেন জনপ্রতিনিধিরা। তারপর জনরোষের ঢেউ উঠলে, আইনি বা রাজনৈতিক চাপ বাড়লে, করজোড়ে ক্ষমা চাওয়া। যেন এই ক্ষমা চাওয়াটাই বিতর্কিত মন্তব্যের স্বাভাবিক পরিণতি-একটি প্রস্তুত-স্ক্রিপ্ট, বহুবার অভিনীত নাটকের শেষ দৃশ্য।এই নাটকের চরিত্রও বদলায়, কিন্তু চিত্রনাট্য প্রায় একই থেকে যায়। লক্ষণীয় বিষয়, এই বিতর্কিত মন্তব্যের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বক্তা একজন ক্ষমতাসীন বা ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা পুরুষ। তাঁর ভাষার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসে লিঙ্গ, ধর্ম ও জাতিগত ' সেই পুরনো অহং-যা সমাজের ভাঙনকে হাতিয়ার করে নিজের রাজনৈতিক অবস্থান আরও দৃঢ় করতে চায়। কখনও ' কখনও ' মাথায় বলা', কখনও ' ব্যাখ্যা'-এই সব অজুহাতের আড়ালে লুকিয়ে থাকে এক নির্মম সত্য ক্ষমতার ভাষা প্রায়শই দায়িত্বহীন। অপভাষা-গোদা বাংলায় যাকে আমরা ' বলি- আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ। বন্ধুদের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশায়, রাস্তায় অসহ্য পরিস্থিতিতে, বা আচমকা রাগের মুহূর্তে, আমাদের অনেকের মুখ থেকেই এমন শব্দ বেরিয়ে আসে, যা হয়তো পরে আফসোসের কারণ হয়। কিন্তু সাধারণ নাগরিকের সঙ্গে জনপ্রতিনিধির পার্থক্য এখানেই শেষ হয়ে যায় না। একজন সাধারণ মানুষের কথার প্রতিধ্বনি সীমিত একজন নেতার কথার প্রতিধ্বনি বহুগুণ বেশি। তাঁর উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ সমাজে ঢেউ তোলে-সে ঢেউ আশীর্বাদও হতে পারে, সর্বনাশও। এই কারণেই রাজনীতিকদের ক্ষেত্রে ভাষা সংযম কোনও বিলাসিতা নয়, এটি একটি মৌলিক দায়িত্ব। তাঁরা প্রায়ই ভুলে যান-তাঁরা আর ব্যক্তিগত জীবনের মানুষ নন। তাঁদের বক্তব্য শোনা হয়, মানা হয়, অনুসরণ করা হয়। তাঁদের কথাকে বহু মানুষ সত্য, নির্দেশ, এমনকি ধর্মবাক্য বলেও ধরে নেন। একটি উসকানিমূলক মন্তব্য মুহূর্তের মধ্যে রাস্তায় নামিয়ে আনতে পারে হাজার মানুষকে, আবার একইভাবে ছড়িয়ে দিতে পারে ঘৃণা, ভয় ও অবিশ্বাসের বিষবাষ্প। সম্প্রতি এই চেনা চিত্রই আবার দেখা গেল পশ্চিমবঙ্গে। নিজের হিন্দুবিরোধী মন্তব্যের জন্য করজোড়ে ক্ষমা চাইলেন তৃণমূলের সাসপেন্ডেড নেতা, ভরতপুরের বিধায়ক ও জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর। ২০২৪ সালে তৃণমূলে থাকাকালীন, মুর্শিদাবাদে রামনবমীর মিছিল প্রসঙ্গে তিনি প্রকাশ্যে হিন্দুদের উদ্দেশে ভাগীরথীর গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। মন্তব্যটি ছিল স্পষ্টতই উসকানিমূলক, বিভাজনমূলক এবং বিপজ্জনক। সেই বক্তব্যের রেশ কাটতে না কাটতেই, সম্প্রতি ' কাছে তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা। প্রশ্ন উঠছে-এই ক্ষমা কি সত্যিই অনুতাপ থেকে জন্ম নেওয়া? না কি রাজনৈতিক চাপে পড়ে নেওয়া এক কৌশলী অবস্থান? এই প্রশ্ন নতুন নয়। ভারতীয় রাজনীতির পাতায় পাতায় এমন উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। কেউ ধর্ম নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে ক্ষমা চেয়েছেন, কেউ নারী সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করে বলেছেন-আমার উদ্দেশ্য তা ছিল না, কেউ আবার সংখ্যালঘুদের হুমকি দিয়ে পরে দাবি করেছেন-ভুলভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। ক্ষমা চাওয়া এখানে নৈতিক উপলব্ধির প্রকাশ কম, রাজনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা বেশি। তবু, এই সমস্ত ঘটনার মধ্যেই সাধারণ মানুষকে অংশ নিতে হয় তথাকথিত গণতান্ত্রিক উৎসবে-ভোটে। ভোট দেওয়ার সময় নাগরিক কি নিশ্চিত হতে পারেন, আজ যাঁকে তিনি সমর্থন করছেন, কাল তিনিই সমাজে বিষ ছড়াবেন না? যাঁকে তিনি উন্নয়নের আশায় নির্বাচিত করছেন, তিনিই কি সুযোগ বুঝে বিভাজনের রাজনীতি খেলবেন না? এই অনিশ্চয়তাই ভারতীয় গণতন্ত্রের এক বড় ট্র্যাজেডি। ক্ষমা চাওয়ার সংস্কৃতি যদি সত্যিকারের অনুতাপের ফল হতো, তবে তার সঙ্গে যুক্ত থাকত দায় স্বীকার, পদত্যাগ, বা অন্তত দীর্ঘমেয়াদি আত্মসমালোচনা। কিন্তু বাস্তবে যা দেখা যায়, তা হল-ক্ষমা চাওয়া মানেই ' স্লেট'। যেন একটি বিবৃতি, দু'চোখ ভেজানো ভাষণ, আর সব পাপ ধুয়ে সাফ। কয়েকদিন পর আবার সেই একই ভাষা, একই আগ্রাসন, একই বিভাজন।

প্রশ্ন তাই একটাই-এই রাজনৈতিক একের পর এক বিষাক্ত বাক্যের প্রতিধ্বনি। উসকানি, ক্ষমা আর ক্ষমতার এই ঘূর্ণাবর্তে দাঁড়িয়ে আজ একটাই প্রশ্ন ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে-ভারতীয় রাজনীতিতে অনুতাপ কি আদৌ নৈতিক অনুভবের ফল, না কি তা কেবল পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার এক পরীক্ষিত কৌশল? অভিজ্ঞতা জানেন, সীমা লঙ্ঘনের ঝুঁকি খুব বেশি নয়। বেশি হলে সাময়িক সমালোচনা, কিছুদিনের অস্বস্তি, তারপর আবার সব ঠিক। এই প্রবণতা শুধু রাজনীতিকদের চরিত্র সংকট নয়, এটি গণতন্ত্রের গভীর সংকেত। কারণ গণতন্ত্র কেবল নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার প্রক্রিয়া নয় এটি দায়িত্ব, সংযম ও আর শুধু বক্তব্য থাকে না তা হয়ে ওঠে আচরণের অনুপ্রেরণা। এই প্রেক্ষাপটে সাধারণ নাগরিকের ভূমিকাও অনিবার্যভাবে প্রশ্নের মুখে পড়ে। ভোটার হিসেবে আমরা কি শুধু তাৎক্ষণিক উন্নয়ন, পরিচিত মুখ বা পরিচয়ের রাজনীতিতে আটকে থাকব? নাকি ভাষা, মনোভাব ও দায়িত্ববোধকেও নেতৃত্ব নির্বাচনের মানদণ্ডে পরিণত করব? আমরা কি ক্ষমা চাওয়াকে ভুলে যাওয়ার লাইসেন্স দেব, নাকি স্মৃতিকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করব? গণতন্ত্রে স্মৃতি একটি শক্তিশালী অস্ত্র। যে সমাজ ভুলে যায়, সে সমাজ বারবার একই আঘাত সহ্য করে। আর যে সমাজ মনে রাখে, প্রশ্ন তোলে, হিসাব চায়-সেই সমাজই ধীরে ধীরে রাজনীতির ভাষা বদলাতে বাধ্য করে। সত্যিকারের অনুতাপ তখনই অর্থবহ, যখন তার সঙ্গে যুক্ত থাকে পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি নয়, পরিবর্তনের প্রমাণ। ক্ষমা তখনই গ্রহণযোগ্য, যখন তার পর আসে দায়িত্ব নেওয়া-প্রয়োজনে পদত্যাগ, দীর্ঘমেয়াদি আত্মসমালোচনা, এবং ভবিষ্যতে ভাষা ও আচরণে দৃশ্যমান সংযম। নচেৎ ক্ষমা শব্দটি নিজেই এক ধরনের রাজনৈতিক প্রতারণায় পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা ব্যক্তিগত নৈতিকতার চেয়েও বড়। এটি কাঠামোগত। ভারতীয় রাজনীতি কি এমন এক পরিসর তৈরি করতে পারবে, যেখানে উসকানিমূলক ভাষা তাৎক্ষণিক লাভের হাতিয়ার না হয়ে রাজনৈতিক বোঝা হয়ে দাঁড়াবে? যেখানে ক্ষমা চাওয়া নয়, বরং ভুল না করাটাই হবে নেতার প্রকৃত শক্তি? এই পরিবর্তন রাতারাতি আসবে না। কিন্তু প্রতিটি প্রশ্ন, প্রতিটি প্রতিবাদ, প্রতিটি সচেতন ভোট-এই প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যায়। উসকানি, ক্ষমা আর ক্ষমতার এই দুষ্টচক্র ভাঙতে হলে সমাজকেই প্রথমে ঠিক করতে হবে-আমরা কোন রাজনীতি মেনে নিতে প্রস্তুত, আর কোনটা নয়। নচেৎ, ক্ষমতা থেকে ক্ষমা, আর ক্ষমা থেকে আবার ক্ষমতা-এই বৃত্ত ঘুরতে থাকবে। আর অনুতাপ শব্দটি থেকে যাবে কেবল একটি কৌশলী উচ্চারণ, যার সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ক ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসবে।

ক্যাকোফোনির শেষ কোথায়? প্রশ্ন আসবে তখনই, যখন রাজনৈতিক ভাষার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে প্রকৃত জবাবদিহি। যখন দলীয় নেতৃত্ব কেবল সাময়িক সাসপেনশন নয়, স্থায়ী রাজনৈতিক মূল্য আরোপ করবে। যখন ভোটাররা কেবল জাত-ধর্মের অঙ্কে নয়, চরিত্র ও দায়িত্ববোধের নিরিখে নেতা বাছবেন। এবং সবচেয়ে বড় কথা, যখন আমরা সবাই মিলেই এই প্রশ্ন তুলতে থাকব-ক্ষমা চাওয়া কি যথেষ্ট, নাকি দায়িত্ব নেওয়াটাই আসল অনুতাপ? গণতন্ত্র কেবল ভোট দেওয়ার নাম নয়। গণতন্ত্র মানে প্রশ্ন করা, মনে রাখা, এবং ভুলকে ভুল বলার সাহস রাখা। যতদিন সেই সাহস জাগ্রত থাকবে, ততদিন হয়তো এই উসকানি আর কৃত্রিম অনুতাপের রাজনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর একটা সম্ভাবনা বেঁচে থাকবে। নচেৎ, ক্ষমতা থেকে ক্ষমা-আর ক্ষমা থেকে আবার ক্ষমতা-এই দুষ্টচক্র ঘুরতে থাকবে, আর সমাজ শুনতে থাকবে বলছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুতাপ এখানে আত্মশুদ্ধির পথ নয়, বরং রাজনৈতিক আত্মরক্ষার ঢাল। যে রাজনীতিতে একটি উসকানিমূলক মন্তব্য সমাজে বিভাজনের আগুন জ্বালিয়ে দেয়, অথচ তার পরিণতি হিসেবে বক্তার রাজনৈতিক জীবন প্রায় অক্ষত থাকে-সেই রাজনীতিতে ক্ষমা শব্দটি ক্রমে তার নৈতিক ও মানবিক মূল্য হারিয়ে ফেলে। ক্ষমা তখন আর দায় স্বীকারের ভাষা থাকে না হয়ে ওঠে ক্ষয়ক্ষতি কমানোর একটি প্রশাসনিক বিবৃতি। এই ক্ষমা মানুষকে শান্ত করার চেষ্টা করে, কিন্তু সমাজকে শুদ্ধ করে না। সবচেয়ে বিপজ্জনক বিষয় হল, এই ক্ষমা চাওয়ার সংস্কৃতি এক ধরনের স্বাভাবিকীকরণ ঘটায়। উসকানিমূলক বক্তব্য দেওয়া যেন এক ধাপ, আর ক্ষমা চাওয়া তার স্বাভাবিক পরবর্তী ধাপ-এমন এক রাজনৈতিক রুটিন তৈরি হয়, যেখানে নৈতিকতা কেবল একটি সাময়িক বাধা। ফলে নেতারা জবাবদিহির কাঠামো। যখন জনপ্রতিনিধিরা ভাষার দায়িত্ব অস্বীকার করেন, তখন তাঁরা কার্যত সেই গণতন্ত্রের ভিত্তিকেই দুর্বল করেন, যার উপর ভর করেই তাঁরা ক্ষমতায় পৌঁছেছেন। এখানে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকাও প্রশ্নাতীত নয়। বহু ক্ষেত্রেই দলীয় নেতৃত্ব বিতর্কিত মন্তব্যকে ব্যক্তিগত মত বলে এড়িয়ে যায়, অথবা পরিস্থিতি অনুযায়ী দূরত্ব তৈরি করে। কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায় দীর্ঘমেয়াদি কঠোর পদক্ষেপ। এর ফলে এক ধরনের বার্তা সমাজে ছড়িয়ে পড়ে-উসকানি রাজনৈতিকভাবে লাভজনক, আর তার মূল্য খুব বেশি দিতে হয় না। কিন্তু এই বার্তার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর পরিণতি ভোগ করে সমাজ। বিভাজন গভীর হয়, পারস্পরিক অবিশ্বাস বাড়ে, সহাবস্থানের জায়গা সংকুচিত হয়। রাজনীতির ভাষা যখন ঘৃণার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন তার প্রতিফলন পড়ে রাস্তায়, ঘরে, সামাজিক মাধ্যমে। একটি মন্তব্য

রাজনীতিতে উত্থান-পতন শুধু ক্ষমতার নয়, সম্পর্কেরও

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ বারামতি তাঁকে কখনও খালি হাতে ফেরায়নি। রাজনীতির দীর্ঘ পথে এই ভূখণ্ডই ছিল তাঁর শক্ত ঘাঁটি, তাঁর আত্মবিশ্বাসের উৎস, তাঁর পরিচয়ের মূল ঠিকানা। সাতবার বিধায়ক নির্বাচিত হওয়া শুধু সংখ্যার হিসেব নয়-এ ছিল এক অটুট জনসমর্থনের স্বাক্ষর। তারও আগে, ১৯৯১ সালে লোকসভা নির্বাচনে এখান থেকেই জয়লাভ করেছিলেন অজিত পওয়ার। বারামতি মানেই পওয়ার পরিবার, আর পওয়ার মানেই বারামতি-এই সমীকরণ মহারাষ্ট্র রাজনীতিতে প্রায় অটল সত্যের মতোই প্রতিষ্ঠিত ছিল। অথচ সেই বারামতিতেই-কাল্পনিক এই রাজনৈতিক আখ্যান অনুযায়ী-আছড়ে পড়ল অজিত পওয়ারের জীবননাট্যের শেষ অধ্যায়। যেখান থেকে উত্থান, সেখানেই পতন। যেন গ্রিক ট্র্যাজেডির মতোই, ভাগ্যের চাকা ঘুরে দাঁড়াল ঠিক সেই মাটিতেই, যে মাটি তাঁকে বারবার শক্ত করে তুলেছিল। শরদ পওয়ারের ভাইপো, মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত 'দাদা পওয়ারের আকস্মিক প্রয়াণের খবরে শোকস্তব্ধ রাজ্য-এ এক কল্পিত দৃশ্য, কিন্তু আবেগে বাস্তবের মতোই ভারী। ' নামেই ছিল তাঁর পরিচয়। এই ডাকনামের মধ্যে ছিল ভরসা, ছিল কর্তৃত্ব, ছিল গ্রামবাংলার সহজ ঘনিষ্ঠতা। সাং চার দশকের রাজনৈতিক কেরিয়ার-মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক মানচিত্রে যা নিঃসন্দেহে এক দীর্ঘ অধ্যায়। আরবসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে থাকা রাজ্যের অন্যতম প্রভাবশালী মুখের এমন করুণ পরিণতি-এই রূপক কাহিনিতে-একটি ইঃ দ্রপতনের মতোই হয়ে ধরা দেয়। অজিত পওয়ারের রাজনৈতিক আদর্শের কথা বলতে গেলে বারবার ফিরে আসে ' দর্শন'। ছত্রপতি শিবাজির স্বাভিমান, রাজর্ষি শাহু মহারাজের সমাজসংস্কার, জ্যোতিরাও ফুলের প্রগতিশীলতা এবং ড. বি আর আম্বেদকরের সাংবিধানিক ন্যায়বোধ-এই চার স্তম্ভকে সামনে রেখেই তাঁর রাজনৈতিক যাত্রা। ১৯৮২ সালে মাত্র তেইশ বছর বয়সে রাজনীতিতে প্রবেশ। সামনে ছিলেন কাকা শরদ পওয়ার-ততদিনে যিনি জাতীয় রাজনীতির এক দাপুটে নাম। চিনি কারখানার সমবায় বোর্ডের সদস্য হিসেবে শুরু হয়েছিল সেই দৌড়। প্রামতিভিত্তিক অর্থনীতি, সমবায় রাজনীতি, স্থানীয় নেতৃত্ব-এই ত্রিমুখী স্তম্ভে দাঁড়িয়ে অজিত ধীরে ধীরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রায় এক দশক পর, ১৯৯১ সালে পুণে জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান হন। সেই

বছরই প্রথম সাংসদ-বারামতি থেকেই। বারামতি যেন তাঁর ভাগ্যলিপি লিখে দিচ্ছিল। পরবর্তী তিন দশকে বারামতি হয়ে ওঠে পওয়ার পরিবারের দুর্গ। সাতবার বিধায়ক হওয়া মানে শুধু রাজনৈতিক দক্ষতা নয়, এটি এক ধরনের সামাজিক চুক্তি-নেতা ও মানুষের মধ্যে। কিন্তু এই কাল্পনিক আখ্যানে সেই দুর্গেই দেখা দেয় ফাটল। সাম্প্রতিক স্থানীয় নির্বাচনে এনসিপির অজিত পওয়ার শিবিরের ফল আশানুরূপ হয়নি। রাজনৈতিক বাতাস বদলাতে শুরু করেছে। আর ঠিক সেই সময়েই, রূপক অর্থে, ' পড়ে অজিতের বিমান'-ক্ষমতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সময়ের সংঘাতে। এই ট্র্যাজেডির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হল কাকা-ভাইপোর সম্পর্ক। অজিত পওয়ার ছিলেন জননেতা, ছিলেন বাস্তববাদী প্রশাসক। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে আলোচিত অধ্যায় হয়ে থাকবে শরদ পওয়ারের সঙ্গে সম্পর্কের উত্থান-পতন। প্রায় তিন বছর আগে কাকার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের রাজনৈতিক পথ বেছে নেওয়া-এ ছিল সাহসী, কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত। আইনি লড়াইয়ে জিতে এনসিপির ঘড়ি প্রতীক নিজের দখলে আনা, বিধানসভা নির্বাচনে ৪১টি আসনে জয়-সংখ্যার বিচারে তা বড় সাফল্য। তুলনায় শরদ পওয়ারের শিবির পেয়েছিল ১০টি আসন। তবু লোকসভা নির্বাচনে কাকা যে এখনও কতটা প্রভাবশালী, তা স্পষ্ট হয়েছিল। এই দ্বন্দ্বই ক্রমে জন্ম দিয়েছিল পুনর্মিলনের জল্পনা। পুণে ও পিম্পরি-চিচওয়া। পুরসভা নির্বাচনে বিজেপি-শিব সেনার বিরুদ্ধে দুই এনসিপি শিবিরের ঐক্যবদ্ধ লড়াই সেই জল্পনাকে আরও শক্ত ভিত দেয়। রাজনীতির অন্দরমহলে কানাঘুষো শুরু হয়-পওয়ার পরিবার কি আবার এক ছাতার নিচে ফিরছে? বছরের শুরুতে এক সাংবাদিকের প্রশ্নে অজিত পওয়ারের উত্তর-আপ কে মু মে ঘি-শক্কর-এই এক বাক্যই সম্ভাবনার দরজা খোলা রেখেছিল। সুপ্রিয়া সুলে ও অজিত পওয়ারের মধ্যে আলোচনা চলছিল বলেও শোনা যাচ্ছিল। সরাসরি ঘোষণা না এলেও, রাজনীতি বোঝা মানুষদের কাছে ইঙ্গিত স্পষ্ট ছিল। রাজনীতি সম্পর্ক অনেক সময়ই ক্ষমতার অঙ্কে গৌণ হয়ে যায়। পিতা-পুত্র, কাকা-ভাইপো সমীকরণের ঊর্ধ্বে উঠে যায় গদির হিসেব। এই কাল্পনিক ট্র্যাজেডিতে প্রশ্ন থেকেই যায়-অজিত কি বুঝতে শুরু করেছিলেন, কাকার হাত ধরেই ভবিষ্য বেশি নিরাপদ? বছর আ।ই আগের সিদ্ধান্ত নিয়ে কি তাঁর মনে অনুতাপ জন্মাচ্ছিল? বিজেপির সঙ্গ তাঁকে উপমুখমন্ত্রীর পদ দিলেও, মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন যে সেখানে পূরণ হবে না-এই বাস্তবতা কি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছিল? তাই কি সম্পর্ক সত্ত্বেও শরদ পওয়ারের সঙ্গে পুনর্মিলনই তাঁর কাছে সবচেয়ে স্বাভাবিক রাজনৈতিক পথ বলে মনে হচ্ছিল? কিন্তু এই কাল্পনিক কাহিনিতে সব জল্পনার ইতি ঘটে এক বুধবার সকালে। যে বারামতি থেকে তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল, সেই বারামতির মাটিতেই তাঁর জীবননাট্যের যবনিকা পতন ঘটে। কাকার সঙ্গে পুনর্মিলনের সম্ভাবনাকে চিরকালের জন্য জিইয়ে রেখেই-এই রূপক বিদায়। এই গল্প বাস্তব নয়, কিন্তু রাজনীতির সত্যকে স্পর্শ করে। কারণ রাজনীতিতে উত্থান-পতন শুধু ক্ষমতার নয়, সম্পর্কেরও। আর বারামতির মতো প্রতীকী ভূখণ্ডে সেই সত্য আরও গভীর হয়ে ধরা দেয়। (কাল্পনিক রাজনৈতিক রচনা)

মেঘালয়ে 'বাংলাদেশী মাছ' নিষিদ্ধ! পাচার ঠেকাতে কড়া প্রশাসন

শিলংঃ অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে এবার আরও এক ধাপ এগোল প্রশাসন। মানুষ, গবাদি পশু বা অন্যান্য পণ্যের পাশাপাশি এবার বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে আসা মাছের বিরুদ্ধেও কঠোর অবস্থান নিল ভারত। মেঘালয়ের পূর্ব ও পশ্চিম খাসি পাহাড় জেলায় বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে আমদানি করা মাছের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে জেলা প্রশাসন। দীর্ঘদিন ধরে সীমান্তবর্তী এলাকা ও নদীপথ ব্যবহার করে এই পাচার চলছিল বলে অভিযোগ। তা বন্ধ করতেই এই বড় সিদ্ধান্ত।প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, জৈব নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য এবং স্থানীয় মৎস্যজীবীদের স্বার্থ রক্ষার কথা মাথায় রেখেই এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বৈধ কাগজপত্র ছাড়া বাংলাদেশ থেকে আসা কোনও মাছ মজুত, পরিবহন, সরবরাহ বা বিক্রয় করা যাবে না। নির্দেশ অমান্য করলে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। দুই জেলায় একযোগে নির্দেশিকা- পূর্ব খাসি পাহাড় জেলার জেলাশাসক জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, জেলার অভ্যন্তরে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে আমদানি করা মাছ কোনওভাবেই পরিবহন, মজুত বা বিক্রি করা যাবে না। এই ক্ষেত্রে বৈধ আইনি নথি থাকা বাধ্যতামূলক। একই ধরনের নির্দেশিকা জারি করেছে পশ্চিম খাসি পাহাড় জেলা প্রশাসনও। দুই জেলার নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, কোনও যানবাহন-গাড়ি, নৌকা, জাহাজ বা অন্য কোনও পরিবহণ মাধ্যম ব্যবহার করে অবৈধ মাছ আনা বা সরবরাহ করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। শুধু তাই নয়, এই পাচারচক্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করা, আশ্রয় দেওয়া বা সহযোগিতা করাও অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে প্রশাসন জানিয়েছে। কীভাবে ঢুকছে এই মাছ? প্রশাসনিক সূত্রে জানা যাচ্ছে, মেঘালয়ের বিস্তীর্ণ আন্তর্জাতিক সীমান্ত, অসংখ্য নদী ও দুর্গম পাহাড়ি পথ ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে এই মাছ ঢুকছে। সীমান্তবর্তী নদীপথ, গ্রামীণ রাস্তা এবং কিছু নির্দিষ্ট বাজার পয়েন্ট হয়ে এই মাছ প্রথমে ঢোকে মেঘালয়ে, তারপর ছড়িয়ে পড়ে রাজ্যের অন্যান্য জেলা এমনকি প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতেও। স্থানীয় প্রশাসনের নাকের ডগায় চলছিল এই অবৈধ ব্যবসা-এমন অভিযোগও উঠছিল। কম দামে মাছ বিক্রি হওয়ায় বাজারে চাহিদা ছিল, আর সেই সুযোগই নিচ্ছিল পাচারকারীরা। ফলে ক্ষতির মুখে পড়ছিলেন স্থানীয় মৎস্যজীবীরা। জনস্বাস্থ্য ও জৈব নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ-প্রশাসনের মতে, অবৈধভাবে আসা মাছের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় উদ্বেগ জনস্বাস্থ্য। এই মাছ কীভাবে উৎপাদিত হয়েছে, কী ধরনের ওষুধ বা রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়েছে-তার কোনও নির্ভরযোগ্য তথ্য থাকে না। ফলে তা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। একই সঙ্গে জৈব নিরাপত্তার প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ। ভিনদেশি মাছ স্থানীয় জলজ বাস্তুতন্ত্রের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, স্থানীয় প্রজাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে-এমন আশঙ্কাও রয়েছে। স্থানীয় মৎস্যজীবীদের স্বস্তি-এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন মেঘালয়ের স্থানীয় মৎস্যজীবী ও ব্যবসায়ীদের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ ছিল, অবৈধভাবে আসা কমদামি মাছের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তারা টিকতে পারছিলেন না। ফলে তাঁদের রুজিরুটিতে টান পড়ছিল।এক মৎস্যজীবীর কথায়, বাংলাদেশ থেকে আসা মাছের জন্য আমাদের মাছ ন্যায্য দাম পাচ্ছিল না। প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে আমরা উপকৃত হব। নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে সীমান্ত এলাকায় নজরদারি আরও জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশ, সীমান্তরক্ষী বাহিনী এবং স্থানীয় প্রশাসনকে সমন্বয় বাড়াতে বলা হয়েছে। জানা গেছে নিয়মিত তল্লাশি অভিযান চালানো হবে বাজার ও পরিবহণ রুটে। প্রশাসনের বক্তব্য, শুধু নির্দেশিকা জারি করলেই হবে না, তার বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। বড় বার্তা প্রশাসনের-এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে স্পষ্ট বার্তা দিল মেঘালয় প্রশাসন-অবৈধ পাচার কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। মানুষ অনুপ্রবেশের পর এবার পণ্য পাচার রুখতেও যে প্রশাসন কঠোর হচ্ছে, এই নিষেধাজ্ঞা তারই ইঙ্গিত।

সীমান্ত রাজ্য হিসেবে মেঘালয়ের ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ কতটা কার্যকর হয়, এখন সেটাই দেখার। তবে প্রশাসনের এই কড়া অবস্থান যে অবৈধ মৎস্য পাচারচক্রের জন্য বড় ধাক্কা-তা বলাই বাহুল্য।

সিভিক কাকুর জন্য পরীক্ষা দিতে পারলাম .. পরীক্ষার্থী কিংশুক বড়ুয়া

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ চলছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। মঙ্গলবার মাধ্যমিক পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে কোচবিহার শহরের

বিবেকানন্দ স্কুলে এক পরীক্ষার্থী পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশের সময় দেখেন নিয়ে আসেনি এডমিট কার্ড। প্রবল দুশ্চিন্তায় কাঁদো কাঁদো চোখে সাহায্য চাই সিভিক কাকুর কাছে আর সেখানেই বাজিমাত। কোচবিহার নৃপেন্দ্র নারায়ন স্কুলের ছাত্র কিংশুক বড়ুয়া। তার বাড়ি কোচবিহারের তল্লীগুড়ি এলাকায়। বাসে করে পরীক্ষা কেন্দ্রে আসে সেই পরীক্ষার্থী। যদিও তার সাথে আসেননি কোন অভিভাবক। পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢোকার আগে দেখতে পায় নিজের এডমিট কার্ডটি আনতে ভুলে গেছে সে। এমতাবস্থায় এক প্রকার চোখ দিয়ে জল বেরতে থাকে কিভাবে পরীক্ষা দেবে সে। ঠিক তখনই ওই স্থানের দায়িত্বে থাকা সিভিক ভলেন্টিয়ার রাজেশ দেব দেখতে পান। পরীক্ষার্থী এগিয়ে এসে রাজেশ দেবকে বলেন তার এই অসহায়তার কথা। আর এক মিনিট দেরি না করে কর্তব্যরত সিভিক ভলেন্টিয়ার রাজেশ তার নিজের বাইকে করে তাকে নিয়ে যান তল্লীগুড়িতে সেই পরীক্ষার্থীর বাড়িতে এবং পরীক্ষার্থীর এডমিট নিয়ে আবার সঠিক সময় তাকে পৌঁছে দেন কোচবিহারের বিবেকানন্দ স্কুলে। সঠিক সময়ে পৌঁছে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়ে বের হন। পরীক্ষার্থী কিংশুক বড়ুয়া বলেন - সিভিক কাকুর জন্যই পরীক্ষা দিতে পারলাম না হলে এ বছর আমার নষ্ট হয়ে যেত। রাজ্য তথা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বারংবার কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারের দিকে আঙ্গুল তুলে রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ আর ঠিক তারই মাঝে কোচবিহারের সিভিক ভলেন্টিয়ার রাজেশ দেবের এহেনও কর্তব্যকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সর্বস্তরের মানুষ। এই প্রসঙ্গে কোচবিহারের ডিএসপি ট্রাফিক অঙ্কুর সিংহ রায় বলেন - আমাদের সমাজের প্রতি কিছু দায়বদ্ধতা রয়েছে। এর আগেও আমরা বারংবার পরীক্ষার্থীদের সাহায্য করেছি এবারও তার ব্যাতিক্রম নয়। আগামী দিনেও যদি কেউ সমস্যায় পড়ে আমরা অবশ্যই তাদের পাশে থাকবো সাহায্য করার জন্য।

মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে এসে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা, চাঞ্চল্য মুর্শিদাবাদে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বাড়ি থেকে মাধ্যমিকের ইংরেজি পরীক্ষা দিতে বার হয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করলেন এক ছাত্রী। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা থানার অন্তর্গত নয়নসুখ ব্রাহ্মণ ঘাট এলাকায়। যদিও লালু শেখ নামে স্থানীয় এক ব্যক্তি গোটা ঘটনাটি দেখতে পেয়ে তৎপরতার সঙ্গে ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে উদ্ধার করেন। এরপর ফরাক্কা থানার আইসি সুজিত পাল ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই ছাত্রীকে বুঝিয়ে তাঁকে মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে যান। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ইংরেজি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আরও কয়েকজনের সঙ্গে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা থানার অন্তর্গত নয়নসুখ স্বর্ণময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে এসেছিল। কিন্তু তারপর সকলের অগোচরে ওই ছাত্রী স্কুলের ঠিক পেছনে গঙ্গা নদীর ঘাটে গিয়ে আত্মহত্যা চেষ্টা করে। পুলিশের ওই আধিকারিক জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আমরা জানতে পেরেছি যে ওই ছাত্রীর মা মারা গিয়েছেন। এক আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে ওই ছাত্রী পড়াশোনা করেন। প্রেমঘটিত এবং বিয়ে সংক্রান্ত কিছু কারণে ওই ছাত্রী মানসিক কোনও সমস্যায় মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। সম্ভবত সেই কারণেই ওই ছাত্রী আত্মহত্যার চেষ্টার মত চরম পথ বেছে নিতে গিয়েছিলেন। পুলিশের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই ওই ছাত্রীর পরিবারের সদস্যদেরকে কথা বলার জন্য ফরাক্কা থানায় ডেকে পাঠানো হয়েছে। ফরাক্কা থানার আইসি বলেন, আমি নিজে ওই ছাত্রীকে সবরকম ভাবে বুঝিয়েছি। আর্থিক কারণে ওই ছাত্রীর পড়াশোনায় কোনও প্রতিবন্ধকতা তৈরী হবে না। আমি ওই ছাত্রীর পড়াশোনার সমস্ত দায়িত্ব নেবো বলেও জানিয়েছি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই ছাত্রীর বাড়ি মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানার টাউনশিপ মোড় এলাকায়। এবছর তাঁর মাধ্যমিক পরীক্ষার আসন পড়েছে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কার নয়নসুখ স্বর্ণময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে। মঙ্গলবার সকালে অন্য কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ওই ছাত্রী স্কুলে হাজির হন ইংরেজি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। সূত্রের খবর, বাকি ছাত্রছাত্রীরা যখন পরীক্ষার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত ছিলেন সেই সময় হঠাৎ করেই সকলের চোখ এড়িয়ে ওই ছাত্রী স্কুলের ঠিক পেছনেই ব্রাহ্মণ ঘাটে চলে যান। নদীতে এই মুহূর্তে জল কম থাকার কারণে ওই ছাত্রী ঘাট থেকে নদীর জলে ঝাঁপ মারতে পারেননি। নদীর ঘাটে নিজের বই এবং ব্যাগে রেখে ধীরে ধীরে নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় ওই এলাকা দিয়ে যেতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের নয়নসুখ অঞ্চল সভাপতি লালু শেখ ওই ছাত্রীকে দেখে ফেলেন। এরপর সময় নষ্ট না করে লালু শেখ দৌড়ে গিয়ে ওই ছাত্রীর হাত ধরে তাঁকে জল থেকে তুলে আনেন এবং ফরাক্কা থানায় খবর দেওয়া হয়। লালু শেখ বলেন, আর কয়েক মুহূর্তের দেরি হলে ওই ছাত্রী জলে ডুবে যেতেন। ওই ছাত্রী আমাকে জানিয়েছে সে দাদুর বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করে। ওই ছাত্রীর অভিযোগ সম্প্রতি তার বাবা বিয়ের জন্য পাত্র দেখা শুরু করেছিলেন। কিন্তু ওই ছাত্রী পড়াশোনা করতে চায়। বাড়ি থেকে সহযোগিতা না পেয়ে সে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে গিয়েছিলো বলে আমাদেরকে জানিয়েছে। সূত্রের খবর, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই ছাত্রী পুলিশকে অভিযোগ করে জানায় মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলেই তাঁর বাড়ি থেকে জোর করে বিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা চলছিল। নিজের বিয়ে আটকানোর জন্যই সে আত্মহত্যার মতো চরম পথ বেছে নিতে গিয়েছিল। যদি অন্য একটি সূত্রের দাবি, ওই ছাত্রীর সঙ্গে অন্য এক যুবকের ভালোবাসার সম্পর্ক রয়েছে। যদিও পরিবারের লোকেরা সেই সম্পর্ক মেনে নিতে রাজি হয়নি। তাঁরা অন্যত্র ওই ছাত্রীর জন্য পাত্রের খোঁজ শুরু করায় সে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো।

২৮ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ব্যয়ে পথশ্রী রাস্তার উদ্বোধন জামালপুরে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের পারাতল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কালাপাহাড় থেকে ছানাপট্টি মোড় পর্যন্ত পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ঢালাই রাস্তার উদ্বোধন হল বুধবার। প্রায় ২৮ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ব্যয়ে এই রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক,

পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেবুদ খাঁন, জেলা পরিষদের সদস্য কল্পনা সাঁতরা, পারাতল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মাবিয়া বেগম শেখ, আমোদর সরকার সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেবুদ খাঁন বলেন, গোটা জামালপুর ব্লক জুড়েই পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে একাধিক রাস্তা নির্মিত হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সার্বিক উন্নয়নমূলক উদ্যোগের অংশ হিসেবেই জামালপুর ব্লকেও উন্নয়নের কাজ চলছে। তাঁর মতে, এই উন্নয়নের সুফল আগামী বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিফলিত হবে। নতুন রাস্তা চালু হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের যাতায়াত আরও সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্য হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে।

শ্লীলতাহানিতে ধৃত যুবকের কঠোর শাস্তির দাবি তুললেন এলাকার মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ শ্লীলতাহানিতে ধৃত যুবকের কঠোর শাস্তির দাবি তুললেন এলাকার মানুষ, চ্যাটার্জিহাট থানায় দেওয়া হলো ডেপুটেশন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে এক কিশোরীর শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটেছিল গত রবিবার দুপুরে হাওড়ার চ্যাটার্জিহাট থানা এলাকায়। ওই ঘটনায় গ্রেফতার হন অভিযুক্ত যুবক (মদের দোকানের মালিক) রজপ্রিয় সাহা। অভিযোগ, এটাই প্রথম নয়, অভিযুক্ত যুবক এর আগেও একাধিক মহিলাকে প্রকাশ্যে শ্লীলতাহানি করেন। এদিন আরও একটি সিসিটিভি ফুটেজ সামনে আসে। এলাকার মানুষজনের অভিযোগ, শৈলেন মান্না সরণিতে ওই মদের দোকানের সামনে প্রকাশ্যে মদ খাওয়া চলে। ডুমুরজলা হেলিপ্যাড গ্রাউন্ড থেকে ওই রাস্তা ধরেই ভিভিআইপি'রা যান। এলাকা মানুষের রোষে ওই দোকান এদিন আর খুলতে দেওয়া হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দারা তৃণমূল নেতৃত্ব ও স্থানীয়রা চ্যাটার্জিহাট থানায় ডেপুটেশন দেন। সবাই চাইছেন ওই দোকান বন্ধ করে দিক প্রশাসন। অভিযুক্তের কড়া শাস্তি হোক এমন দাবিও উঠেছে।

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

(i) NIT No. 1328/PHE(C)/BMC, Dated : 02/02/2026
(ii) NIT No. 1329/PHE(C)/BMC, Dated : 02/02/2026
e-Tender has been invited for Sinking and lowering heavy and low duty tubewell at different locations within ward no. 6 and 36 under BMC.
For details, please follow [Tender Id (i) 2026_MAD_998982_1 and 2 (ii) 2026_MAD_998995_1 and 2] in www.wbtenders.gov.in, Office Notice Board. Last date of Bid submission (i) 17/02/2026 up to 3.00 p.m. and (ii) 11/02/2026 up to 3.00 p.m.
Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

Office of The GOKARNA-II GRAM PANCHAYAT
Vill.-Nabagram, P.O-Hazarpur Nabagram, PS-Kandi, Dist.-Murshidabad

Corrigendum Notice

The advertisement of Gokarna-II G.P. published on 06.01.26 e-tender vide NIeT No should be read as (1) MSD/KAN/GOK-II/08/2025-26, (2) MSD/KAN/GOK-II/09/2025-26 instead of (1) 001/GOK-II G.P/2025-26, (2)002/GOK-II G.P/2025-26. Other details remain unchanged
Sd/-Pradhan
Gokarna-II Gram Panchayat
P.O.-Hazarpur, Nabagram, Dist-Murshidabad

বিজ্ঞপ্তি

নোটিস আমমোক্তার

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, ১) দিলীপ কুমার রায়, পিতা- কৃষ্ণপদ রায়, সাং- আমবাগান, পোস্ট- নবপল্লী, থানা- বারাসাত, ২) বিজন কুমার রায়, পিতা- কৃষ্ণপদ রায়, সাং-৭০০, এম.বি.রোড, বিরাটি, পোঃ ও থানা-বিরাটী ৩। শ্রীমতী নিলীমা চ্যাটার্জী, স্বামী-শ্রী স্বপন চ্যাটার্জী, ৪। শ্রীমতী পূর্নিমা চট্টোপাধ্যায়, স্বামী-শশাঙ্ক চট্টোপাধ্যায়, ৩নং ৪নং এর সাং-৪ নং খলিশাকোটাপল্লী, রাজবাটী কলোনী, পোঃ- রাজবাটী, থানা-দমদম, ৫। শ্রীমতী বর্না ব্যানার্জী, স্বামী-শ্রী অনুপ ব্যানার্জী, সাং-৮৬০ /৪, শরৎ চ্যাটার্জী রোড, হাওড়া কর্পোরেশন, পোঃ+ থানা- সাঁতরাগাছি, ৬। শ্রী অমিত রায়, পিতা- সুনীল কুমার রায়, সাং-মীর পাড়া মার্টিন রোড ও ইটিণ্ডা রোড, পোঃ+ থানা-বসিরহাট রাজেন্দ্রপুর মৌজায় এল. আর. খতিয়ান নং ৬১০৮, ৩৬৩০, ৩২৪৯, ৩২৫০, ৩২৫১, ৩২৫২,৩৬৩১,৩৬৩২,৩৬৩৩, ও ১৮৫৮,১৮৫৯, ৩১৪৪, ৩১৪৯, ৩১১৬ /৩১৬৩, ৩৯২৩, ৪২২৬, ৪৪৩৯, ৫৪৭২, ৫৪৮৪, ৫৫০৩,৫৪৭৩,২০৮৬,২০৯৮ দাগে ৩৩৪.৯১৫ শতক জমির মধ্যে ১৬৪.৭৫ শতক জমিজমায় ১। শ্রী বিপ্লব রায়, পিতা- কৃষ্ণপদ রায়, সাং- আমবাগান খেলার মাঠ,পোঃ-নবপল্লী, থানা-বারাসাত, ২। শ্রী বিকাশ রায়, পিতা- কৃষ্ণপদ রায়, ৩। শ্রী অসীম রায়, পিতা- সুনীল কুমার রায়, ২নং ও ৩নং সাং-মীরপাড়া লেন, মার্টিন রোড ও ইটিণ্ডা রোড, পোঃ ও থানা-বসিরহাট। এদেরকে গত ইং ১৫ ।০৫।২০২৩ তারিখে ৩৬৬১ নং আমমোক্তারর দলিল মূলে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। আমার মক্কেলরা ১) আবেদ আলি সরদার, পিতা- সৈয়দ সরদার, ২) মামুদা বিবি, স্বামী- আবেদ আলি সরদার, উভয়ের সাং-নলডী উত্তরপাড়া, পোষ্ট-রাজেন্দ্রপুর, থানা- মাটিয়া। উপরোক্ত ১৬৪.৭৫ শতক জমিজমা ইং- ১৭।১১।২০২৫ তারিখে ১০০৯১/২৫ নং কোবালা দলিল মূলে খরিদ করেন। উক্ত জমিটি আমার মক্কেলরা তাহার নাম বরাবর রেকর্ড করিবার জন্য B.L & L.R.O. বসিরহাট-২ অফিসে আবেদন করিয়াছেন। যাহা কেস নং- MN/2025/1512/10207 ও MN/2025/1512/10208। এই বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এই নোটিশ প্রকাশের এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে লিখিতভাবে জানাইবেন। বর্তমানে আমমোক্তার দাতাগনেরা ও আমমোক্তাররা জীবিত আছেন।

Prepared Drafted By
SANJAY NATH
ADVOCATE
BASIRHAT COURT
E.F/1512/1475/2008

SAMUDRAGARH GRAM PANCHAYAT
SAMUDRAGARH: PURBA BARDHAMAN

1. E-Tender No-11/2026, Memo no: 442 /SGP/NIT/15CFC(Tied)/2026, dt: 02/02/2026, Last Date of Bid Submission as on 12/02/2026 upto 6:55 P.M.
2. E-Tender No-12/2026, Memo no: 443 /SGP/NIT/15CFC(Untied)/2026, dt: 03/02/2026, Last Date of Bid Submission as on 13/02/2026 upto 6:55 PM
Prodhan
Samudragarh Gram Panchayat

e-Tender Notice

e-tender are invited by Prodhan, Eral Gram Panchayat under Aus-II PANCHAYAT SAMITY, Dist. Purba Bardhaman, from resourceful/bonafide contractors with experience and requisite credential vide **NIeT No-EGP/60 Dt-03/02/2026**. Last Dt. of application **13/02/2026 up to 17:00 IST.** For details visit the website **https://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Eral Gram Panchayat

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

(i) NIT No. 1567/PWD/ROAD/BMC, Dated : 02/02/2026
(ii) NIT No. 1317/PHE(C)/BMC, Dated : 02/02/2026
e-Tender has been invited for (i) Upgradation of footpath at different location within ward no. 37, 40 (ii) Leak Repairing of Annual maintenance at different locations within ward no. 1 to 7 and 20 to 28 under BMC.
For details, please follow [Tender Id (i) 2026_MAD_998055_1 and 2 (ii) 2026_MAD_998095_1 to 15] in www.wbtenders.gov.in, Office Notice Board. Last date of Bid submission (i) and (ii) 17/02/2026 up to 3.00 p.m.
Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

রামপুরহাটে পুলিশের বড় সাফল্য, দুই রাজ্যের পাঁচজন আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেফতার

দেবশ্রী মজুমদার, রামপুরহাট, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র ও একাধিক মারাত্মক অস্ত্রসহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করল রামপুরহাট থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার গভীর রাতে রামপুরহাট থানার অন্তর্গত জাতীয় সড়ক-১৪ সংলগ্ন টেলদা ব্রিজের কাছে অভিযান চালিয়ে সন্দেহজনক পাঁচজনকে আটক করা হয়। ধৃতদের মধ্যে বীরভূম জেলার চারটি থানার চারজন এবং ঝাড়খণ্ডের জামতারা জেলার একজন রয়েছেন। ধৃতরা হলেন লোকপুর থানার যাদব রায়, ঝাড়খণ্ডের প্রসেনজি গোপ, কাঁকরতলা থানার শেখ আলারাখা , কাঁকরতলা থানার শেখ নাজমুল, দুবরাজপুর থানার নজরুল খান। পুলিশি তল্লাশিতে ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি দেশীয় তৈরি আগ্নেয়াস্ত্র সহ একটি ভোজালি, একটি লোহার রড, একটি লোহার চেন, একটি বাঁশের লাঠি। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ধৃতরা কোনও বড়সড় অপরাধ বা ডাকাতির পরিকল্পনা নিয়েই ওই এলাকায় জড়ো হয়েছিল। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। এদিন মঙ্গলবার তাদের রামপুরহাট আদালতে তোলা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে আর কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং তদন্ত চলছে।

NOTICE INVITING e-TENDER of Tender

e-NIT-15 of 2025-26/P0/BCW/JAL. for execution of 1 (one) no. of community development schemes within Jalpaiguri district Bid Submission end date extended up to **09/02/2026 02:00 PM (ID No-2026_DMJ_991431_1)**. For further details like bid start date, bid end date, eligibility criteria etc., please log-on to. **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/-
P.O-cum-D.W.O.
BCW & TD, Jalpaiguri

Notice Inviting E-Tender
Indpur GP, Indpur, Bankura
NieT 25 Memo 113/IND/IGP/2026 Date 02.02.2026

Pradhan, Indpur GP, Indpur invites e-Tender of different schemes which are available in **www.wbetenders.gov.in** web site. Last date of submission **14.02.2026 (6 pm)**
Sd/-
Pradhan,
Indpur Gram Panchayat

OFFICE OF THE KHARUBERIA GRAM PANCHAYAT
KHARUBERIA,SHYAMPUR, HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER 2 nd CALL

Notice Inviting e-Tender No.WB/HOW/KGP/NIET-13/25-26 of The KHARUBERIA GRAM PANCHAYAT, SHYAMPUR, HOWRAH invites e- tender for the 3(Three) different works. Bid Submission closing date (online) **13/02/2026 at 10:30 A.M**. Bid opening date for Technical Proposals (online) **16/02/2026 at 11:30 A.M**. For details visit **https:// wbtenders.gov.in**
Sd/-Pradhan
Kharuberia Gram Panchayat

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এলএমজি/ইএনজিজি/০৮ অব ২০২৬ (আইটেম নং. ১, ২ এবং ৩); তারিখঃ ৩০-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র. নং. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এসএসই/পি.ওয়ে/নিউ হাফলং অধিক্ষেত্রের অধীনে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সাথে এসইজে রিনিওয়াল-এর কাজ, রেলের সাময়িক রিনিওয়াল, এলডব্লিউআর-এর ডিসট্রেসিং অপারেশন, রেলের পুলিং বেক, ট্র্যাক মেশিনকে সহায়তা, সেকশনে মেশিন কাজের সময়ে প্রি এবং পোস্ট ওয়ার্কিং এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২,৮২,২৫,১৬৪.২০ টাকা; **বায়নার ধনঃ** ২,৯১,১০০.০০ টাকা। **ক্র. নং. ২। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/।।।/লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সাথে এসইজে রিনিওয়াল-এর কাজ, রেলের সাময়িক রিনিওয়াল, এলডব্লিউআর-এর ডিসট্রেসিং অপারেশন, রেলের পুলিং বেক, ট্র্যাক মেশিনকে সহায়তা, সেকশনে মেশিন কাজের সময়ে প্রি এবং পোস্ট ওয়ার্কিং এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২,৪৮,০৬,৯২৩.৬১ টাকা; **বায়নার ধনঃ** ২,৭৪,০০০.০০ টাকা। **ক্র. নং. ৩। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এসএসই/পি.ওয়ে/নিউ হারাঙ্গাজাও অধিক্ষেত্রের অধীনে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সাথে এসইজে রিনিওয়াল-এর কাজ, রেলের সাময়িক রিনিওয়াল, এলডব্লিউআর-এর ডিসট্রেসিং অপারেশন, রেলের পুলিং বেক, ট্র্যাক মেশিনকে সহায়তা, সেকশনে মেশিন কাজের সময়ে প্রি এবং পোস্ট ওয়ার্কিং এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। । **টেন্ডার মূল্যঃ** ২,৮০,০৪,৯৯৯.২০ টাকা; **বায়নার ধনঃ** ২,৯০,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২৪-০২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** ও **খুলবে** ২৫-০২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৪-০২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/ওয়ার্কস, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

CHANDITALA GRAM PANCHAYAT
Vill-CHANDITALA PO-CHANDITALA Dist-Hooghly West Bengal

E-Tender are invited by the Prodhan of CHANDITALA Gram Panchayat under Chanditala-II Dev Block, CHANDITALA, Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work.
SL. NO 1:-NIT no-63/CGP dt 02.0.2026 Tenderid-2026_ZPHD_998229_1. Publish Date-03.02.2026 10.00 AM Name of The Work: Construction of CC road from Panchanantala to GP Road; Estimated Amount- Rs. 198210.00
SL. NO 2:-**NIT no-64/CGP dt 02.0.2026 Tenderid- 2026_ZPHD_998230_1** Publish Date-03.02.2026 10.00 AM Name of The Work: Construction of CC Road fromHOBappaMondal to GP Road at Brahmandanga; Estimated Amount- Rs. 196355.00
SL. NO 3:-**NIT no-65/CGP dt 02.0.2026 Tenderid- 2026_ZPHD_998231_1** Publish Date-03.02.2026 10.00 AM Name of The Work: Construction of CC Road from PankajGhosh to GP Road; Estimated Amount- Rs. 137324.00
SL. NO 4:-**NIT no-66/CGP dt 02.0.2026 Tenderid- 2026 ZPHD_998232_1** Publish Date-03.02.2026 10.00 AM Name of The Work: Construction of CC Road from Ghoshpara to Durgadalan; Estimated Amount- Rs. 197632.00
SL. NO 5:-NIT no- 67/CGP dt 02.0.2026 Tenderid- 2026_ZPHD_998233_1 Publish Date-03.02.2026 10.00 AM Name of The Work: Construction of CC Road from Palpara to MajhiparaBrahmandanga; Estimated Amount Rs. 199894.00
SL. NO 6:-NIT no- 68/CGP dt 02.0.2026 Tenderid 2026 ZPHD 998234_1 Publish Date-03.02.2026 10.00 AM Name of The Work: Construction of concrete drain from Late Sadhan Ghosh house to Biren Pal House at Sansad X; Estimated Amount- Rs. 158387.00
Completion Time-**30 days** Late Time of Online Submission of technical & Financial BID upto:-**10.02.2026, 11.00 AM**, DATE of opening technical & Financial BID **12.02.2026 11.30 AM** For details visit **website https://wbtenders.gov.in**

আইআরইএল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
IREL (India) Limited
(পূর্বে ইন্ডিয়ান রেয়ার আর্টস লিমিটেড)
রেয়ার আর্থস্ ডিভিশন, কোচি, কেরালা, ইমেলঃ purchase-red@irel.co.in
সিআইএনঃ ইউ১৫১০০এমএইচ১৯৫০জিওআই০০৮১৮৭
An ISO 9001:2015, ISO 1400:2015 & ISO 45001:2018 Company

TECHNOLOGIES FOR NEW INDIA@75
आज़ादी का अमृत महोत्सव

টেন্ডার নোটিশ

আইআরইএল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, রেয়ার আর্থস ডিভিশন, উদ্যোগমণ্ডল, নিম্নলিখিত পণ্য / কাজের বিবরণের জন্য দরপত্র আহ্বান করছে।

কাজ / বিষয়গুলির বিবরণ	GEM পোর্টালে টেন্ডারের উপলব্ধতা
কস্টিক সোডা লাই সরবরাহ	০৫.০২.২০২৬ (GEM পোর্টালে)
এইচপিআরই প্ল্যান্টের সক্ষমতা বৃদ্ধি	০৪.০২.২০২৬ (CPP পোর্টালে)

বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটগুলি দেখুনঃ
www.gem.gov.in, www.irel.co./in/tender-information, https://eprocure.gov.in/cppp
উপরের দরপত্রের যেকোনো সংশোধনী / সম্প্রসারণ শুধুমাত্র উপরের ওয়েবসাইটগুলিতে হোস্ট করা হবে।
স্বা/-
তারিখঃ ২৯.০১.২০২৬ cbc48145/12/0009/2526 জিএম অ্যান্ড হেড, আরইডি

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br-III, KMC** invites online percentage rate e-tenders under two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/EE-III/014/APAS/52/25-26 (2nd Call)
Name of work : **Development of footpath at Ultadanga Muchi Bazar Unit-1 and its surrounding areas in Ward No.-14.** Estimated Cost: **Rs. 4,99,740.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **40 Days**. Last date and time of submission of bid : **11.02.2026** up to **12 noon**. Date and time of opening of tender : **13.02.2026** on or after up to **12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **03.02.2026 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC** invites online percentage rate e-tenders in two bid system for the following works :

1. NIT No. : EEC/BX/81/PH/2026-27
Name of work : **Urgent repairing of potholes on road surface, IPS/concrete/paver block passage etc. in Ward No.-81, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 3,10,000.00**. Earnest Money: **Rs. 6,200.00**. Period of Completion: **300 Days**.
2. NIT No. : EEC/BX/89/PH/2026-27
Name of work : **Urgent repairing of potholes on road surface, IPS/concrete/paver block passage etc. in Ward No.-89, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,10,000.00**. Earnest Money: **Rs. 4,200.00**. Period of Completion: **300 Days**.
3. NIT No. : EEC/BX/91/PH/2026-27
Name of work : **Urgent repairing of potholes on road surface, IPS/concrete/paver block passage etc. in Ward No.-91, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,10,000.00**. Earnest Money: **Rs. 8,200.00**. Period of Completion: **300 Days**.
4. NIT No. : EEC/BX/92/PH/2026-27
Name of work : **Urgent repairing of potholes on road surface, IPS/concrete/paver block passage etc. in Ward No.-92, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,70,000.00**. Earnest Money: **Rs. 5,400.00**. Period of Completion: **300 Days**.
5. NIT No. : EEC/BX/93/PH/2026-27
Name of work : **Urgent repairing of potholes on road surface, IPS/concrete/paver block passage etc. in Ward No.-93, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,75,000.00**. Earnest Money: **Rs. 5,500.00**. Period of Completion: **300 Days**.
6. NIT No. : EEC/BX/94/PH/2026-27
Name of work : **Urgent repairing of potholes on road surface, IPS/concrete/paver block passage etc. in Ward No.-94, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,50,000.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **300 Days**.
7. NIT No. : EEC/BX/95/PH/2026-27
Name of work : **Urgent repairing of potholes on road surface, IPS/concrete/paver block passage etc. in Ward No.-95, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,00,000.00**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **300 Days**.
8. NIT No. : EEC/BX/96/PH/2026-27
Name of work : **Urgent repairing of potholes on road surface, IPS/concrete/paver block passage etc. in Ward No.-96, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,40,000.00**. Earnest Money: **Rs. 4,800.00**. Period of Completion: **300 Days**.
9. NIT No. : EEC/BX/97/PH/2026-27
Name of work : **Urgent repairing of potholes on road surface, IPS/concrete/paver block passage etc. in Ward No.-97, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,00,000.00**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **300 Days**.
10. NIT No. : EEC/BX/98/PH/2026-27
Name of work : **Urgent repairing of potholes on road surface, IPS/concrete/paver block passage etc. in Ward No.-98, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,00,000.00**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **300 Days**.
11. NIT No. : EEC/BX/99/PH/2026-27
Name of work : **Urgent repairing of potholes on road surface, IPS/concrete/paver block passage etc. in Ward No.-99, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,50,000.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **300 Days**.
12. NIT No. : EEC/BX/100/PH/2026-27
Name of work : **Urgent repairing of potholes on road surface, IPS/concrete/paver block passage etc. in Ward No.-100, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 3,00,000.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **300 Days**.
13. NIT No. : EEC/BX/81/PC/2026-27
Name of work : **Providing and fixing MH cover/GP cover/CP cover/inspection PIT cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-81, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,50,000.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **300 Days**.
14. NIT No. : EEC/BX/89/PC/2026-27
Name of work : **Providing and fixing MH cover/GP cover/CP cover/inspection PIT cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-89, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,00,000.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **300 Days**.
15. NIT No. : EEC/BX/91/PC/2026-27
Name of work : **Providing and fixing MH cover/GP cover/CP cover/inspection PIT cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-91, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,50,000.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **300 Days**.
16. NIT No. : EEC/BX/92/PC/2026-27
Name of work : **Providing and fixing MH cover/GP cover/CP cover/inspection PIT cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-92, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,50,000.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **300 Days**.
17. NIT No. : EEC/BX/93/PC/2026-27
Name of work : **Providing and fixing MH cover/GP cover/CP cover/inspection PIT cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-93, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,50,000.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **300 Days**.
18. NIT No. : EEC/BX/94/PC/2026-27
Name of work : **Providing and fixing MH cover/GP cover/CP cover/inspection PIT cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-94, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,00,000.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **300 Days**.
19. NIT No. : EEC/BX/95/PC/2026-27
Name of work : **Providing and fixing MH cover/GP cover/CP cover/inspection PIT cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-95, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,50,000.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **300 Days**.
20. NIT No. : EEC/BX/96/PC/2026-27
Name of work : **Providing and fixing MH cover/GP cover/CP cover/inspection PIT cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-96, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,50,000.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **300 Days**.
21. NIT No. : EEC/BX/97/PC/2026-27
Name of work : **Providing and fixing MH cover/GP cover/CP cover/inspection PIT cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-97, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,50,000.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **300 Days**.
22. NIT No. : EEC/BX/98/PC/2026-27
Name of work : **Providing and fixing MH cover/GP cover/CP cover/inspection PIT cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-98, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,50,000.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **300 Days**.
23. NIT No. : EEC/BX/99/PC/2026-27
Name of work : **Providing and fixing MH cover/GP cover/CP cover/inspection PIT cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-99, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,50,000.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **300 Days**.
24. NIT No. : EEC/BX/100/PC/2026-27
Name of work : **Providing and fixing MH cover/GP cover/CP cover/inspection PIT cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-100, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,50,000.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **300 Days**.
25. NIT No. : EEC/BX/81/CK/2026-27
Name of work : **Urgent removal of chockage/collapsed sewer/damaged sewer lines etc. in Ward No.-81, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,50,000.00**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **300 Days**.
26. NIT No. : EEC/BX/89/CK/2026-27
Name of work : **Urgent removal of chockage/collapsed sewer/damaged sewer lines etc. in Ward No.-89, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,00,000.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **300 Days**.
27. NIT No. : EEC/BX/91/CK/2026-27
Name of work : **Urgent removal of chockage/collapsed sewer/damaged sewer lines etc. in Ward No.-91, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,00,000.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **300 Days**.
28. NIT No. : EEC/BX/92/CK/2026-27
Name of work : **Urgent removal of chockage/collapsed sewer/damaged sewer lines etc. in Ward No.-92, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,00,000.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **300 Days**.
29. NIT No. : EEC/BX/93/CK/2026-27
Name of work : **Urgent removal of chockage/collapsed sewer/damaged sewer lines etc. in Ward No.-93, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,00,000.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **300 Days**.
30. NIT No. : EEC/BX/94/CK/2026-27
Name of work : **Urgent removal of chockage/collapsed sewer/damaged sewer lines etc. in Ward No.-94, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,00,000.00**. Earnest Money: **Rs. 2,000.00**. Period of Completion: **300 Days**.
31. NIT No. : EEC/BX/95/CK/2026-27
Name of work : **Urgent removal of chockage/collapsed sewer/damaged sewer lines etc. in Ward No.-95, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,00,000.00**. Earnest Money: **Rs. 2,000.00**. Period of Completion: **300 Days**.
32. NIT No. : EEC/BX/96/CK/2026-27
Name of work : **Urgent removal of chockage/collapsed sewer/damaged sewer lines etc. in Ward No.-96, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,00,000.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **300 Days**.
33. NIT No. : EEC/BX/97/CK/2026-27
Name of work : **Urgent removal of chockage/collapsed sewer/damaged sewer lines etc. in Ward No.-97, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,00,000.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **300 Days**.
34. NIT No. : EEC/BX/98/CK/2026-27
Name of work : **Urgent removal of chockage/collapsed sewer/damaged sewer lines etc. in Ward No.-98, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,00,000.00**. Earnest Money: **Rs. 2,000.00**. Period of Completion: **300 Days**.
35. NIT No. : EEC/BX/99/CK/2026-27
Name of work : **Urgent removal of chockage/collapsed sewer/damaged sewer lines etc. in Ward No.-99, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,50,000.00**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **300 Days**.
36. NIT No. : EEC/BX/100/CK/2026-27
Name of work : **Urgent removal of chockage/collapsed sewer/damaged sewer lines etc. in Ward No.-100, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,10,000.00**. Earnest Money: **Rs. 2,200.00**. Period of Completion: **300 Days**.
37. NIT No. : X/097/116/2025-2026/APAS (3rd Call)
Name of work : **Maintenance of asphaltum road by lowering near 21A/1, 21/4 Moore Avenue etc in Ward-097, Br-X (APAS/01/152/100/0002).** Estimated Value (Including GST & CESS): **Rs. 2,67,828.13**. Earnest Money: **Rs. 5,360.00**. Period of Completion: **45 Days**.
38. NIT No. : X/100/047/2025-2026
Name of work : **Restoration of ASPF Road near 1/168, 8/1C, Naktala, paver block footpath near 352 N S C Bose Road disturbed by CESC in Ward No. 100, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,48,488.12**. Earnest Money: **Rs. 9,000.00**. Period of Completion: **45 Days**. Last date and time of submission of bid : **12.02.2026 - 5 p.m. (**for sl. no. 1 to 38). Date and time of opening of bid : **14.02.2026 - 5 p.m. (**for sl. no. 1 to 38). The bid forms and other details are available on and from **05.02.2026 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 to 38). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 38).
39. NIT No.: KMC/EEC/BX/FLO_SHOW/25-26
Name of work : **Arrangement for Holding Flower Show (2025-2026) at Br.-X by KMC.** Estimated Value (Including GST & CESS) **: Quotation invited.** Earnest Money **: Rs. 3,000.00.** Period of Completion : **04 Days.**
40. NIT No.: X/097/044/2025-2026/UTTARAN
Name of work : **Maintenance of passage near 2/24 Ashok Nagar, 81/3A Regent Colony etc. in Ward No.-97, Br.- X.** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs. 2,99,698.23.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00.** Period of Completion : **90 Days.**
41. NIT No.: X/095/069/2025-2026/APAS (3rd Call)
Name of work : **Maintenance of Asphaltum Road near MIG2-1, MIG2-7, PH.- II, Goolf Green etc. in Ward No.-95, Br.- X. (Scheme ID : APAS/01/152/35/0002).** Estimated Value (Including GST & CESS) **: Rs. 2,82,035.33.** Earnest Money : **Rs. 5,645.00**. Period of Completion : **45 Days.**
42. NIT No.: X/092/097/2025-2026/APAS
Name of work : **Mending of Existing Drainage System near Premises No.: 29, Tanupukur Road etc. in Ward No.- 92, Br.- X. (Scheme ID : APAS/01/149/189/0001).** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs. 2,92,687.60.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00.** Period of Completion : **45 Days.**
43. NIT No.: X/092/104/2025-2026/APAS
Name of work : **Levelling of Road surface near Premises No.: 42, 60, 59 Selimpur Road etc. in Ward No.- 92, Br.- X. (Scheme ID : APAS/01/149/210/0002).** Estimated Value (including GST & CESS) : **Rs. 1,75,635.82.** Earnest Money : **Rs. 3,600.00.** Period of Completion : **50 Days**.
44. NIT No.: X/092/103/2025-2026/APAS
Name of work : **Levelling of Road surface near Premises No.: 27, 16P, 16K, K.P. Roy Lane etc. in Ward No.- 92, Br.- X. (Scheme ID : APAS/01/149/217/0002)**. Estimated Value (including GST & CESS) : **Rs. 1,41,980.10.** Earnest Money : **Rs. 3,000.00**. Period of Completion : **50 Days.**
45. NIT No.: X/093/243/2025-2026/APAS
Name of work : **Mending of Drainage System near Premises No.: 126, 124, 120, 126/1, P.A. Shah Road etc. in Part No. 243, Ward No.-093, Br.-X. (Scheme ID : APAS/01/160/243/0003)**. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs. 1,89,520.58.** Earnest Money : **Rs. 3,800.00**. Period of Completion : **45 Days.**
46. NIT No.: X/093/229/2025-2026/APAS
Name of work : **Mending of Cement Concrete passages near Premises Nos. 132A, 148/E/1M, P.A. Shah Road etc. in Part No.- 229, Ward No.-93, Br.-X. (Scheme ID : APAS/01/160/229/0002)**. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs. 2,99,263.77.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **30 Days.**
47. NIT No.: X/092/107/2025-2026/APAS
Name of work : **Mending of existing Drainage System near Premises No.: 60/B, 104, Babubagan Lane etc. in Ward No.- 92, Br.- X. (Scheme ID : APAS/01/149/194/0001)**. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs. 1,49,160.01**. Earnest Money : **Rs. 3,000.00.** Period of Completion : **45 Days.**
48. NIT No.: X/093/249/2025-2026/APAS
Name of work : **Improvement of Asphaltum Road near Premises Nos.: 94/1, P.G. MD. Shah etc. in Part No.: 249, Ward No.- 93, Br.- X. (Scheme ID : APAS/01/160/249/0005).** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs. 3,02,045.24**. Earnest Money : **Rs. 6,100.00**. Period of Completion : **30 Days**.
49. NIT No.: X/095/068/2025-2026/APAS (3rd Call)
Name of work : **Maintenance o Asphaltum Road near LIG-3, LIG-9, LIG-6, PH.-II, Golf Green etc. in Ward No.- 95, Br.- X. (Scheme ID : APAS/01/152/36/0002)**. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs. 2,40,204.36.** Earnest Money : **Rs. 4,810.00.** Period of Completion : **45 Days**.
50. NIT No.:X/097/150/2025-2026/APAS(2nd Call)
Name of work : **Maintenance of Asphaltum Road by Lowering near 54, Santinagar Colony to Santinagar Bridge etc. in Ward No.-97, Br.-X. (APAS/01/152/106/0004).** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs. 1,83,048.78**. Earnest Money : **Rs. 3,665.00**. Period of Completion : **45 Days.** Last date and time of submission of bid: **12.02.2026** at **5 p.m.** (for Sl. No. 39 to 50). Date and time of opening of bid**: 14.02.2026** at **5 p.m.** (for Sl. No. 39 to 50). The bid forms and other details are available on and from **05.02.2026** at **5 p.m.** (for Sl. No. 39 to 50). The website **https://etender.nic.in** (for Sl. No. 39 to 50).

CORRIGENDUM

NIT No.: APAS/104/150/67/02/041/25-26 (2nd Call), published in this Newspaper on **24/01/2026 (Key No.: 2043/25-26)** of **Engineering (C) Br-XI Department (Sl. No. 7).** Last date and time of submission of bid will be **04/02/2026 up to 5 p.m.** instead of 31.01.2026 and opening of bid will be **06/02/2026 at 5 p.m.** instead of 02/02/2026.

1) NIT No.: KMC/DCE(PS)/XIII/NC-M/25-26.
2) NIT No.: KMC/DCE(PS)/XV/NC-M/25-26 published in this Newspaper on **22/01/2026 (Key No. 2030/25-26)** of **Parks and Squares Department (Sl. No. 38, 41**). Last date and time of submission of bid may be read as **09/02/2026 at 1 p.m.** instead of 02/02/2026 at 1 p.m. (For Sl. No. 1 & 2) and the bid opening for technical proposals (online) may be read as **11.02.2026 at 2 p.m**. instead of 05.02.2026 at 2 p.m. (For Sl. No. 1 & 2).

(1) NIT No.: KMC/EE-III/014/APAS/71/25-26 (1st Call). (2) NIT No.: KMC/EE-III/014/APAS/83/25-26 (1st Call). (3) NIT No.: KMC/EE-III/014/APAS/75/25-26 (1st Call) (4) NIT No.: KMC/EE-III/014/APAS/42/25-26 (1st Call) (5) NIT No.: KMC/EE-III/014/APAS/82/25-26 (1st Call). (6) NIT No.: KMC/EE-III/014/APAS/61/25-26 (1st Call). (7) NIT No.: KMC/EE-III/014/APAS/43/25-26 (1st Call). (8) NIT No.: KMC/EE-III/014/APAS/78/25-26 (1st Call). (9) NIT No.: KMC/EE-III/014/APAS/89/25-26 (1st Call). Published in the Newspaper on **22/01/2026 (Key No. 2032/25-26) of Engineering (Civil) Br-III Department (Sl. No. 1 to 5,7,8,10,11).** The last date and time of submission of bid shall be **09.02.2026 up to 12 noon** instead of 31.01.2026 at 12:00 Noon (For Sl. No. 1 to 9). The date and time of opening of bid shall be **11.02.2026 after 12 noon** instead of 02.02.2026 after 12 Noon (For Sl. No. 1 to 9).

2146/25-26

পাক সেনার অভিযানে নিহত ১৭৭ বালোচ বিদ্রোহী, ভারতকে দোষারোপ ইসলামাবাদের

কোয়েটা ইসলামাবাদ,৩ ফেব্রুয়ারি ঃ দক্ষিণ-পশ্চিম পাকিস্তানের বালোচিস্তান কার্যত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। টানা ৪৮ ঘণ্টা ধরে চলা ভয়াবহ সংঘর্ষে পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে অন্তত ১৭৭ জন বালোচ বিদ্রোহী নিহত হয়েছে বলে দাবি করেছে ইসলামাবাদ। আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকায় এই রক্তক্ষয়ী অভিযান চালানো হয়। বিশ্লেষকদের মতে, গত কয়েক দশকে বালোচ বিদ্রোহ দমনে চালানো অভিযানের মধ্যে এটি অন্যতম ভয়াবহ।

পাক সেনা সূত্রে দাবি করা হয়েছে, গত দু'দিনে বালোচ লিবারেশন আর্মি (বিএলএ)-র প্রায় ২০০ জন সদস্য ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে একযোগে একাধিক হামলা চালায়। পুলিশ স্টেশন, নিরাপত্তা ঘাঁটি এবং সাধারণ মানুষের বা।কি লক্ষ্য করে চলে বন্দুক হামলা ও আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতেই সেনাবাহিনীর সাহায্য নিয়ে শনিবার ভোর থেকে পালটা বড়সড় অভিযান শুরু করে পুলিশ ও পাক সেনা।আফগান সীমান্তজুড়ে সেনা অভিযান-এই সংঘর্ষের কেন্দ্রস্থল আফগানিস্তান সংলগ্ন বালোচিস্তানের একাধিক জেলা। কোয়েটা, পাসনি, মাস্তুং, নুশকি ও গদর এলাকায় একযোগে অভিযান চালানো হয়েছে বলে জানা গেছে। পাক সেনার দাবি, পাহাড়ি ও দুর্গম এলাকায় লুকিয়ে থাকা বিদ্রোহীদের ঘিরে ফেলে একের পর এক অভিযান চালানো হয়। মূলত হেলিকপ্টার, ড্রোন নজরদারি এবং স্থলবাহিনীর যৌথ অভিযানে এই 'সফল এসেছে বলে জানানো হয়েছে।পাক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নাকভি সোমবার এক বিবৃতিতে ২২ জন বিদ্রোহী নিহত হওয়ার কথা উল্লেখ করে নিরাপত্তা বাহিনীর প্রশংসা করেন। তিনি নিহতদের ' মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী' বলে আখ্যা দেন। যদিও তাঁর বক্তব্যের পক্ষে কোনও প্রমাণ বা তথ্য পেশ করেননি।ভারতকে দায়ী করল পাকিস্তান, ক।। জবাব দিল দিল্লি-সংঘর্ষের আবহে ফের ভারতকে কূটনৈতিক আক্রমণের নিশানায় তুলেছে ইসলামাবাদ। পাকিস্তানের অভিযোগ, বালোচ বিদ্রোহে ভারতের মদত রয়েছে। তবে ভারতের তরফে এই অভিযোগ স্পষ্টভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রকের সচিব রনধীর জয়সওয়াল বলেন,পাকিস্তানে যেকোনও ঘটনা ঘটলেই তারা নিয়মিতভাবে ভারতকে দোষারোপ করে। কিন্তু নিজেদের দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হয়। ভারতের মতে, বালোচিস্তানের পরিস্থিতি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা, যার জন্য তাদেরই নীতিই দায়ী। বালোচ বিদ্রোহের পটভূমি-দীর্ঘদিন ধরেই পাকিস্তান থেকে আলাদা হওয়ার দাবিতে আঃ দালন চলছে বালোচিস্তানে। অভিযোগ, খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এই অঞ্চলের মানুষের উপর বছরের পর বছর ধরে পাক সেনার অকথ্য নির্যাতন চলছে। গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ নতুন নয়। এই প্রেক্ষাপটেই তৈরি হয় বালোচ লিবারেশন আর্মির মতো সশস্ত্র সংগঠন। পাকিস্তান সরকার এই সংগঠনকে ' ঘোষণা করলেও, বালোচ জনগণের একাংশ তাদের প্রতিরোধ আঃ দালনের প্রতীক হিসেবে দেখে। পাক সেনার কঠোর দমননীতির পালটা হিসেবেই সময় সময় হামলার ঝাঁজ বড়িয়েছে বিএলএ। একাধিক ফ্রন্টে চাপে পাকিস্তান-বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমানে পাকিস্তান একাধিক নিরাপত্তা সঙ্কটে জর্জরিত। একদিকে আফগান সীমান্তে উত্তেজনা, অন্যদিকে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)-র লাগাতার হামলা। এর মধ্যেই বালোচ বিদ্রোহ নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।এই জটিল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বালোচ বিদ্রোহীরা হামলার মাত্রা বাড়িয়েছে বলে মনে করছে ইসলামাবাদ। বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুরু হওয়া অভিযানে একাধিক এলাকা ঘিরে ফেলে ব্যাপক হত্যা চালানো হয় বলে বালোচ সংগঠনগুলির অভিযোগ। তারই পালটা হিসেবে শুক্রবার রাতে পাক সেনাকে লক্ষ্য করে ধারাবাহিক হামলা চালায় বিএলএ। সংঘর্ষের ভয়াবহতা-পাক সেনার দাবি অনুযায়ী, গত ৪৮ ঘণ্টায় নিহত ১৭৭ জন বিদ্রোহীর সংখ্যা নজিরবিহীন। যদিও এই সংখ্যার স্বাধীন যাচাই সম্ভব হয়নি। বালোচ সংগঠনগুলির দাবি, নিহতদের মধ্যে সাধারণ নাগরিকও রয়েছেন। এই দাবি ঘিরে নতুন করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠতে পারে বলে আশঙ্কা। স্থানীয় সূত্রে খবর, সংঘর্ষের জেরে বহু গ্রাম কার্যত জনশূন্য হয়ে পড়েছে। আতঙ্কে ঘরছাড়া হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। মোবাইল ও ইন্ট।রনেট পরিষেবা ব্যাহত, সংবাদ প্রবেশও সীমিত। অশান্তির শেষ কোথায়? বিশ্লেষকদের মতে, শুধুমাত্র সামরিক শক্তি দিয়ে বালোচ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। রাজনৈতিক সংলাপ, আস্থা ফেরানো এবং মানবাধিকার রক্ষার পথেই দীর্ঘমেয়াদি সমাধান লুকিয়ে আছে। কিন্তু আপাতত সেই সম্ভাবনা ক্ষীণ। ৪৮ ঘণ্টার এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে একটি বিষয় স্পষ্ট-বালোচিস্তান সমস্যা আরও জটিল হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় বাজেটে কূটনৈতিক ইঙ্গিত,বাংলাদেশের বরাদ্দ অর্ধেক করল ভারত, ভুটান-নেপালে বাড়ল সহায়তা

নয়াদিল্লি, ২ ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেঃদ্রীয় বাজেটে দক্ষিণ এশীয় প্রতিবেশীদের জন্য ভারতের বৈদেশিক সাহায্য নীতিতে স্পষ্ট রাজনৈতিক বার্তা ফুটে উঠেছে। সবচেয়ে বেশি আলোচনার কেঃদ্রে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। গত অর্থবর্ষে যেখানে বাংলাদেশের জন্য ভারতের বরাদ্দ ছিল ১২০ কোটি টাকা, সেখানে চলতি বাজেটে তা এক ধাক্কায় কমিয়ে ৬০ কোটি টাকায় নামিয়ে আনা হয়েছে-অর্থা সরাসরি ৫০ শতাংশ ছাঁটাই। কূটনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই সিদ্ধান্ত নিছক আর্থিক নয় বরং এটি বর্তমান ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের জটিলতা ও অস্বস্তির প্রতিফলন। বিশেষ করে ২০২৪ সালে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে ঢাকার সঙ্গে নয়াদিল্লির সম্পর্কে যে টানাপ।নে তৈরি হয়েছে, তারই স্পষ্ট ছাপ দেখা যাচ্ছে এবারের বাজেটে। সম্পর্কের টানাপ।নে ও দিল্লির উদ্বেগ-ভারতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সাম্প্রতিক সময়ে উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর একাধিক হামলার অভিযোগ, মঃিদর ভাঙচুর ও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন-এই সব বিষয় নিয়ে বারবার সরব হয়েছে নয়াদিল্লি। বিদেশ মন্ত্রক প্রকাশ্যে জানিয়েছে, তারা পরিস্থিতির উপর ' নজর' রাখছে এবং সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে ঢাকা প্রশাসনের কাছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশের বিদেশ নীতিতে ক্রমশ চিন ও পাকিস্তানের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়াও ভারতের অস্বস্তির অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। অবকাঠামো, প্রতিরক্ষা ও বাণিজ্যে বেজিংয়ের উপস্থিতি বা।। এবং ইসলামাবাদের সঙ্গে সম্পর্ক উষ্ণ হওয়ার ইঙ্গিত-এই দুই বিষয়ই দক্ষিণ ব্লকের কৌশলগত উদ্বেগ বাড়িয়েছে। ক্রিকেট কূটনীতি ও নিরাপত্তা বার্তা-এই রাজনৈতিক অস্বস্তির মাঝেই আরও এক প্রতীকী ঘটনা ঘটে যায়। সাম্প্রতিক সময়ে নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে ভারতে অনুষ্ঠিত টি২০ ক্রিকেট বিশ্বকাপে অংশ নিতে অস্বীকার করে বাংলাদেশ। ক্রী।ক্ষেত্রে এমন সিদ্ধান্তকে অনেকেই নিছক প্রশাসনিক নয়, বরং কূটনৈতিক বার্তা হিসেবেই দেখছেন। এর পরপরই বাজেটে বরাদ্দ ছাঁটাই হওয়ায়, দুই ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র খুঁজছেন কূটনীতিক ও বিশ্লেষকেরা। বাজেটে প্রতিবেশী নীতির স্পষ্ট বিভাজন-বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি দেখা গেল।

পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশা সহ রেলওয়ের জন্য রেকর্ড বাজেট বরাদ্দ

কলকাতা, ৩ ফেব্রু য়ারিঃ কেন্দ্রীয় বাজেটে ২,৭৮,০০০ কোটি

টাকার উল্লেখযোগ্য বরাদ্দের মাধ্যমে রেলওয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা, পণ্য পরিবহন এবং উচ্চ-গতির সংযোগের ক্ষেত্রে বিনিযগোগকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশায় রেলওয়ের জন্য বাজেট বরাদ্দে একটি অসাধারণ বৃদ্ধি ঘটেছে। নতুন দিল্লি থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে মাননীয় রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন যে, কেন্দ্রীয় বাজেটে (২০২৬-২৭) রেলওয়ের জন্য একটি বড় বরাদ্দ রাখা হয়েছে।এই বাজেটে (২০২৬-২৭) পশ্চিমবঙ্গের জন্য ১৪,২০৫ কোটি টাকার রেকর্ড বরাদ্দ করা হয়েছে, যেখানে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে গড় বরাদ্দ ছিল ৪,৩৮০ কোটি টাকা। এই বর্তমান বাজেটে, ঝাড়খণ্ড রেলওয়ের আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের জন্য মোট বরাদ্দ ৭,৫৩৬ কোটি টাকা, যেখানে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে গড় বরাদ্দ ছিল ৪৫৭ কোটি টাকা। ওড়িশার জন্য ২০২৬-২৭ অর্থবছরে মোট ১০,৯২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যেখানে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে গড় বরাদ্দ ছিল ৮৩৮ কোটি টাকা।এই বিশাল বিনিয়োগের মধ্যে রাজ্য জুড়ে ট্র্যাক নির্মাণ, স্টেশন পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যাত্রীদের অভিজ্ঞতাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার লক্ষ্যে, অমৃত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশার যথাক্রমে ১০১টি, ৫৭টি এবং ৫৯টি স্টেশনকে সম্পূর্ণ পুনর্গঠনের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে।মাননীয় রেলমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্সের সময় দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অনিল কুমার মিশ্র গার্ডেন রিচে এসইআর সদর দফতরে উপস্থিত ছিলেন। জেনারেল ম্যানেজারএসইআর রেলওয়ের বাজেট বরাদ্দ সম্পর্কে গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

CHANGE OF NAME
I, Maniruddin Mandal (Old Name) S/O– resident of Basudebpur , Raghunathganj , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742225 do hereby declared that I have changed my name from Maniruddin Mandal to Md Maniruddin Mandal and henceforth I shall be known as Md Maniruddin Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 03/02/2026. My name Md Maniruddin Mandal & Maniruddin Mandal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Julekha Sekh (Old Name) W/O– Sabir Ali Sekh resident of Vill & Po- Barbakpur , Ps-Karimpur , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741165 do hereby declared that I have changed my name from Julekha Sekh to Julekha Khatun and henceforth I shall be known as Julekha Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 03/02/2026. My name Julekha Khatun & Julekha Sekh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Md Aiynal Hoque Biswas (Old Name) S/O–Najir Mondal resident of Vill-Krishnapur , Po & Ps-Lalgola , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742148 do hereby declared that I have changed my name from Md Aiynal Hoque Biswas to Ainal Haque Biswas and henceforth I shall be known as Ainal Haque Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 03/02/2026. My name Ainal Haque Biswas & Md Aiynal Hoque Biswas both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Jalaluddin Sekh (Old Name) S/O– Siddik Biswas residing at Mahaldarpara,Rajput Teghari, PS-Raghu nathganj , Murshidabad, West Bengal 742213 do hereby declared that I have changed my name from Jalaluddin Sekh to Jalaluddin Sk and henceforth I shall be known as Jalaluddin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 03/02/2026. My name Jalaluddin Sk & Jalaluddin Sekh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Md Mostafa Hossain Khan (Old Name) S/O–Ali Hossain Khan residentof Sargachi , Baninathpur , Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin742134- do hereby declared that I have changed my name from Md Mostafa Hossain Khan to Mostafa Khan and henceforth I shall be known as Mostafa Khan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 03/02/2026. My name Mostafa Khan & Md Mostafa Hossain Khan both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Md Mohiuddin Kaji (Correct Name) S/O–Kaji Md Osi Uddin resident of Vill & PO-Gotistha , PS-Mongalkot , Purba Bardhaman , West Bengal 713131 do hereby declared that in my daughter's (name) document my name is wrongly written as Kaji Mohammad Mohiuddin (wrong name) but my actual name is Md Mohiuddin Kaji (Correct name) I shall be known as Md Mohiuddin Kaji (Correct name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 03/02/2026. My name Md Mohiuddin Kaji & Kaji Mohammad Mohiuddin both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Md Sawkat Ali (Old Name) S/O–Ainal Haque Biswas resident of Vill-Krishnapur , Po & Ps-Lalgola , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742148 do hereby declared that I have changed my name from Md Sawkat Ali to Sawkat Ali and henceforth I shall be known as Sawkat Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 03/02/2026. My name Sawkat Ali & Md Sawkat Ali both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Nasir Ali Sekh (Old Name) S/O–Faratulla Sekh resident of Vill & Po- Barbakpur , Ps-Karimpur , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741165 do hereby declared that I have changed my name from Nasir Ali Sekh to Nasiruddin Sekh and henceforth I shall be known as Nasiruddin Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 03/02/2026. My name Nasiruddin Sekh & Nasir Ali Sekh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Santosh Jain (old name) S/o- Indra Chand Jain residing at Ward No 11, Badurtala, Pulkishore, Jiaganj, Jaiganj, Dist-Murshidabad, Pin-742123 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SANTOSH JAIN to SANTISH KUMAR JAIN and henceforth I shall be known as SANTISH KUMAR JAIN (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 03/02/2026. SANTOSH JAIN (old name) and SANTOSH KUMAR JAIN (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Jit Kumar Dey (old Name) S/O Ashim Dey residing at Dankuni Tantipara, P.O - Mirgala Chandannagar - 712311, W.B, India, have changed my name and shall henceforth be known as Jit Dey (new name), as declared the Ld. Executive Magistrate at Serampore Hooghly Dated – 24/11/2025,(Sl.No - 30116) Jit Dey (new name) and Jit Kumar Dey (old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, ASIMA DEBNATH W/o Narayan Chandra Debnath residing at Vill.Taranipur, PO-Taranipur, PS-Gopalnagar, Dist-North 24 Parganas West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my husband's actual name Narayan Chandra Debnath instead of Narayan Debnath and my actual name Ashima Debnath instead of Asima Debnath, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas dated on 30/01/2026. Narayan Chandra Debnath and Narayan Debnath both are same and one identical person. Ashima Debnath and Asima Debnath both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, NARAYAN CHANDRA DEBNATH S/o Lt. Rakhal Debnath residing at Vill.Taranipur, PO-Taranipur, PS-Gopalnagar, Dist-North 24 Parganas West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name Narayan Chandra Debnath instead of Narayan Debnath and my wife's actual name Ashima Debnath instead of Asima Debnath, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas dated on 30/01/2026. Narayan Chandra Debnath and Narayan Debnath both are same and one identical person. Ashima Debnath and Asima Debnath both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, MILAN MUKHERJEE S/o Santosh Mukherjee residing at Dangal Bonkati, P.O. Bankati, P.S. Kanksa, Dist: Paschim Bardhaman, Pin: 713148 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name MILAN MUKHERJEE instead of MILANBHAI MUKHERJEE, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Durgapur dated on 02/02/2026. MILANBHAI MUKHERJEE and MILAN MUKHERJEE all are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Jabbar Sk (Old Name) S/O–Erad Sekh resident of Vill & Po-Sahajadpur , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742187 do hereby declared that I have changed my name from Jabbar Sk to Abdul Jabbar and henceforth I shall be known as Abdul Jabbar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidvit Berhampore court on 20/01/2026. My name Abdul Jabbar & Jabbar Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Kishor Ghosh my father's name (Old Name) Hori Pada Ghosh residing at Vill & PO-Kamalabari , PS-Englishbazar , Malda , West Bengal 732103 do hereby declared that I have changed my father's name from Hori Pada Ghosh to Haripada Ghosh and henceforth my father's shall be known as Haripada Ghosh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 03/02/2026. My father's name Haripada Ghosh & Hori Pada Ghosh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Uchhara Sekh (Old Name) W/O– Nasiruddin Sekh residing at Vill & PO- Barbakpur , PS-Karimpur , Nadia , West Bengal 741165 do hereby declared that I have changed my name from Uchhara Sekh to Uchhera Sekh and henceforth I shall be known as Uchhera Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/02/2026. My name Uchhera Sekh & Uchhara Sekh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, MEHEBUB MANDAL (old name) S/O - NASIRUDDIN MANDAL residing at CHAR MOKTARPUR PO - CHARMUKTARPUR PS -THANARPARA DIST - NADIA PIN - 741152. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MEHEBUB MANDAL (old name) to MEHEBUB SEKH (new name) and henceforth, I shall be Known as MEHEBUB SEKH (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 03/02/2026. MEHEBUB SEKH (new name) & MEHEBUB MANDAL (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, LABONI KHATUN (old name) W/O - LALCHAND KHAN residing at PAHARPUR PO - DANGAPARA PS - ISLAMPUR DIST - MURSHIDABAD PIN -742306. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from LABONI KHATUN (old name) to LABANI KHATUN (new name) and henceforth, I shall be Known as LABANI KHATUN (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 03/02/2026. LABANI KHATUN (new name) & LABONI KHATUN (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, TUHINA BIBI W/O-BODIUJJAMAN SHAIKH D/O - HAQUEDAR SK residing at KANDIBANDHA PO - DURGAPUR PS - BERHAMPORE DIST - MURSHIDABAD PIN -742187. West Bengal, do hereby declare that My father wrong name is MD HAQDAR ALI (old name) and actual name is HAQUEDAR SK(new name) and henceforth, I shall be Known as HAQUEDAR SK (new name)in all purpose, vide an affidavit no (20AC 703958) sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 03/02/2026. (new name) HAQUEDAR SK & MD HAQDAR ALI (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, NURUL ISLAM SHAIKH S/O - IUNUS SK residing at KANDIBANDHA PO - DURGAPUR PS - BERHAMPORE DIST - MURSHIDABAD PIN -742187. West Bengal, do hereby declare that My wrong nami NURUL ISLAM SHAIKH (old name) and actual name is NUR ISLAM SK (new name) and henceforth, I shall be Known as NUR ISLAM SK (new name)in all purpose, vide an affidavit no (20AC 703957) swori before the Notary public at Berhampore court dated on 03/02/2026. (new name) NUR ISLAM SK & NURU ISLAM SHAIKH (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, SUSMITA KUNDU, W/o Bikash Kundu, residing at Vill Nityananda Pally, P.O. Dogachia, P.S. Ashoknagar Dist North 24 Pgs. do hereby declare that I have changed my name from SUSMITA KUNDU to SUSMITA KUNDU DUTTA and henceforth I shall be known as SUSMITA KUNDU DUTTA in all purpose vide affidavit No 954 before the 1st class Judicial Magistrate at Barasat on 16/1/2026. SUSMITA KUNDU and SUSMITA KUNDU DUTTA both are the same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Ashoke Kumar Mukhopadhyay (old name) Son of Late Nitai Charan Mukhopadhyay, residing at 89, D.D. Mondol Ghat Road, Dakshineswar, Kolkata-700076, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Asoke Kumar Mukhopadhyay (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 28/01/2026. Ashoke Kumar Mukhopadhyay (old name) and Asoke Kumar Mukhopadhyay (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I,MINOTI SADHKHAN (OLD NAM) D/O LATE SATYA NARAYAN SADHUKHAN , RESIDING AT , 30,BLOCK - A,FLAT - 12 ,RAMKRISHNA SAMADHI ROAD, KANKURGACHI KOLKATA - 700054, W.B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MINOTI SADHUKHAN (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE , NOTARY AT KOLKATA 03/02/26,MINOTI SADHUKHAN (NEW NAME) AND , MINOTI SADHKHAN (OLD NAME) ARE SAME AND IDENTICAL PERSON .

CHANGE OF NAME
I, Md Gofur Shaikh (Old Name) S/O–Abdul Hannan Shaikh residing at Vill-Polladanga , PO-Basudebkhali , PS-Berhampore , Murshidabad, West Bengal 742187 do hereby declared that I have changed my name from Md Gofur Shaikh to Abdul Gofur Shaikh and henceforth I shall be known as Abdul Gofur Shaikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 03/02/2026. My name Abdul Gofur Shaikh & Md Gofur Shaikh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Anawara Bewa my husband's (Old Name) Latib Seikh residing at Vill-Amitya , PO-Benipur , PS-Kandi , Murshidabad, West Bengal 742140 do hereby declared that I have changed my husband's name from Latib Seikh to Lakhu Sk and henceforth my husband's shall be known as Lakhu Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 03/02/2026. My husband's name Lakhu Sk & Latib Seikh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Nunnehaar (Old Name) W/O–Kalam Sk residing at Vill-Maraghati , PO-Bhattabati , PS-Nabagram , Murshidabad, West Bengal 742149 do hereby declared that I have changed my name from Nunnehaar to Nurnehar Bibi and henceforth I shall be known as Nurnehar Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 03/02/2026. My name Nurnehar Bibi & Nunnehaar both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Md Sarfaraz Ahmad (Old Name) S/o Late Ainul Haque Residing at 2/H/10, Nawab Ali Lane, P.s - Ekbalpore, District - Kolkata, Pin - 700023, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Sarfaraz Ahmad (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore vide affidavit no 63859 Dated 10-10-2025. Md Sarfaraz Ahmad (Old Name) and Sarfaraz Ahmad (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Zarin Baksh D/o Late Md Feroz Baksh Residing at 135, Park Street, P.o - Circus Avenue, P.s - Beniapukur, District - Kolkata, Pin- 700017, West Bengal India, that my deceased father who previously known as Md Firoz Baksh (Old Name) shall henceforth be known as Md Feroz Baksh (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit dated 03-02-2026. I declare that my deceased father Md Firoz Baksh (Old Name) and Md Feroz Baksh (New Name) is same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I,Warsha Khatuwala (old name) wife of Amit Khatuwala, residing at Kendwa Bazar, P.O – Kulti, Dist: Bardhaman, Pin: 713343, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Warsha Devi Khatuwala (new name) as sworn before the Notary Public at Kolkata dated 02/02/2026. Warsha Khatuwala (old name) and Warsha Devi Khatuwala (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Golam Mustafa (Old Name) S/O–Muktar Sk resident of Vill & Po-Benipur , Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742137 do hereby declared that I have changed my name from Golam Mustafa to Golam Mostafa Sk and henceforth I shall be known as Golam Mostafa Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 03/02/2026. My name Golam Mostafa Sk & Golam Mustafa both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Anwra Bibi (Old Name) W/O–Lakhu Sk residing at Vill-Amitya , PO-Benipur , PS-Kandi , Murshidabad, West Bengal 742140 do hereby declared that I have changed my name from Anwra Bibi to Anawara Bewa and henceforth I shall be known as Anawara Bewa (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 03/02/2026. My name Anawara Bewa & Anwra Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Anawara Bewa my husband's (Old Name) Latib Seikh residing at Vill-Amitya , PO-Benipur , PS-Kandi , Murshidabad, West Bengal 742140 do hereby declared that I have changed my husband's name from Latib Seikh to Lakhu Sk and henceforth my husband's name shall be known as Lakhu Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 03/02/2026. My husband's name Lakhu Sk & Latib Seikh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Mousumi Mahapatra (Old Name) W/o Manik Mahapatra Residing at Madhya Para, P.o - Sarangabad, P.s - Maheshtala, District - South 24 Parganas, Pin - 700137, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Mousumi Bera Mahapatra (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore vide affidavit no 32122 Dated 20-05-2024. Mousumi Mahapatra (Old Name) and Mousumi Bera Mahapatra (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Samrat Saha Alam Mondal (Old Name) S/o Akbar Mondal Residing at Vill - Manigram, P.o - Dharmapukuria, P.s - Bongaon, District - North 24 Parganas, Pin - 743235, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md Samrat Sahaalam Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 02-02-2026. Samrat Saha Alam Mondal (Old Name) and Md Samrat Sahaalam Mondal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Md Akbar Mondal (Old Name) S/o Ajijar Mondal Residing at Vill - Manigram, P.o - Dharmapukuria, P.s - Bongaon, District - North 24 Parganas, Pin - 743235, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Akbar Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 02-02-2026. Md Akbar Mondal (Old Name) and Akbar Mondal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Sagar Sekh @ Sagar Sk, son of Asebbul Sekh, resident of Village: Hazipur, PO: Begunia, PS: Mallarpur, Birbhum, West Bengal, that Asadul Haque is my son. My actual name is Sagar Sekh, with a date of birth of 12.09.1955, as recorded in my Aadhaar and Voter ID cards. My nick name is Sagar Sk, with a date of birth of 01.01.1956, as recorded in my son's Indian Army documents. Declare vide affidavit dated 03.02.2026 at the Rampurhat, Birbhum, WB Notary Public Court that Sagar Sekh and Sagar Sk are one and the same person.

CHANGE OF NAME
I, Nasrin Khatun @ Nasrin Bibi, wife of Asadul Haque, resident of Vill: Hazipur, PO: Begunia, PS: Mallarpur, Birbhum, West Bengal, hereby declare that Asadul Haque is my husband. My actual name is Nasrin Khatun, which is recorded on my Aadhaar card. My nick name is Nasrin Bibi, which is recorded in my husband's Indian Army documents. Declare vide affidavit dated 03.02.2026 at the Rampurhat, Birbhum Notary Public Court that Nasrin Khatun and Nasrin Bibi are one and the same person.

CHANGE OF NAME
I, PRAKASH SAW S/o Harichandra saw residing at Patuli Shib Tala Madhyamgram,Abdalpur,Khardh (m),North 24 Parganas, West Bengal-700115 do hereby solemnly affirm & declare my actual name PRAKASH SAW instead of PRAKASH KR SHAW and my father's actual name Harichandra saw instead of H C SHAW which is wrongly recorded in my Driving License No. WB01 2000 0614764, vide an affidavit sworn before the Ld.Judicial Magistrate(1st class) at Kolkata dated on 03/02/2026. PRAKASH SAW S/o Harichandra saw and PRAKASH KR SHAW S/o H C SHAW all are same and identical person.

CHANGE OF NAME
I MOHAMMAD BADARE ALAM S/O MOHAMMAD ISLAM residing at 1st-Fr, Fl-1C, 16-A New Tangra Road, PS-Tangra, Dist-Kolkata-700046, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MD BADRE ALAM as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 03/02/2026. MOHAMMAD BADARE ALAM and MD BADRE ALAM both are same and identical person.

CHANGE OF NAME
I, Arun Ghosh (old name) Son of Late Ajit Kumar Ghosh, residing at 68N, Purba Sinthee Road, South Dum Dum(M), Ghughudanga, North 24 Parganas Pin-700030, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Arun Kumar Ghosh (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 29/01/2026. Arun Ghosh (old name) and Arun Kumar Ghosh (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Rita Parekh (old name) wife of Mitesh Parekh, residing at 90A, Bakul Bagan Road, Kolkata – 700025, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Rita Mitesh Parekh (new name) as sworn before the Notary Public at Kolkata vide affidavit no. 26 dated 30/01/2026. Rita Parekh (old name) and Rita Mitesh Parekh (new name) both are same and one identical person.

হিন্ডকন কেমিক্যালস লিমিটেড
CIN :- L24117WB1998PLC087800
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ- ৬২বি, ব্রাউনফেল্ড রো, প্রথম তলা, কলকাতা-৭০০ ০২৭
ফোন নম্বরঃ- ০৩৩-২৪৪৯ ০৮৩৯, ফ্যাক্সঃ- ০৩৩-২৪৪৯ ০৮৪৯
ইমেল আইডিঃ- contactus@hindcon.com, ওয়েবসাইটঃ- www.hindcon.com

৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য নিরীক্ষিত নয় এমন আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

(অঙ্ক লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	একক			একত্রিত		
		ত্রৈমাসিক সময় সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৫	বছর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ৩১.১২.২০২৫	পূর্ববর্তী বছরের সমাপ্ত সংশ্লিষ্ট ৩ মাসের জন্য ৩১.১২.২০২৪	ত্রৈমাসিক সময়কাল সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৫	বছর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ৩১.১২.২০২৫	পূর্ববর্তী বছরের সমাপ্ত সংশ্লিষ্ট ৩ মাসের জন্য ৩১.১২.২০২৪
		নিরীক্ষিত নয়	নিরীক্ষিত নয়	নিরীক্ষিত নয়	নিরীক্ষিত নয়	নিরীক্ষিত নয়	নিরীক্ষিত নয়
১।	পরিচালন কার্যক্রম থেকে মোট আয়	১,৩৮২.৪০	৪,৪৯৬.৪২	১,৬১০.৭৩	১,৪৭৯.১১	৪,৫৯৬.৭৯	১,৬১২.৭০
২.	আলোচ্য সময়ের নিট মুনাফা (কর, ব্যতিক্রমী এবং অথবা অসাধারণ বিষয়াদি বাদে)	৫১.৯০	৩৪০.৭৫	১৮৪.৯৩	৪৩.৩৯	৩২৮.৮৪	১৮৫.৭০
৩।	করপূর্ববর্তী সময়ের নিট মুনাফা (ব্যতিক্রমী অথবা অসাধারণ বিষয়াদি বিবেচনার পর)	৫১.৯০	৩৪০.৭৫	১৮৪.৯৩	৪৩.৩৯	৩২৮.৮৪	১৮৫.৭০
৪।	কর পরবর্তী সময়ের নিট মুনাফা (ব্যতিক্রমী অথবা অসাধারণ বিষয়াদি সমন্বয়ের পর)	৩৪.১৬	২৪৬.১৮	১৩৭.৫৭	২৪.৫৫	২৩২.২১	১৩৭.৪৮
৫.	নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মোট আয় যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মুনাফা(ক্ষতি)(কর পরবর্তী) অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)	৩২.৮৬	২৪৬.৩৭	১৩৬.৫৭	৫২.৮২	২৫৪.০৩	১০৭.৮৭
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,০২৩.৮১	১,০২৩.৮১	১,০২৩.৮১	৭৭০.২২	৭৭০.২২	৭৬৭.২০
৭.	পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত উদ্বৃত্তপত্রে প্রদর্শিত সঞ্চিতি (পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি ব্যতীত)	-	-	-	-	-	-
৮।	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ২/- টাকা মূল্যের শেয়ারের জন্য) (চলমান ও বন্ধ হয়ে যাওয়া কার্যক্রম উভয়ের জন্য)						
	মৌলিক	০.০৭	০.৪৮	০.২৭	০.০৮	০.৬২	০.৩৫
	লঘু	০.০৭	০.৪৮	০.২৭	০.০৮	০.৬২	০.৩৫

দ্রষ্টব্যঃ
১। উপরেরটি হলো ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের নিরীক্ষিত নয় এমন আর্থিক ফলাফলের একটি নির্যাস, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়েছে। ত্রৈমাসিক এবং নিরীক্ষিত নয় এমন আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাসটি এনএসই-এর ওয়েবসাইট(www.nseindia.com)এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.hindcon.com) উপলব্ধ।
২। উপরের ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ২রা ফেব্রু য়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সংশ্লিষ্ট সভায় বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
৩। একত্রিত আর্থিক পরিসংখ্যানগুলিতে কোম্পানির সহযোগী সংস্থা যেমন হিন্ডকন সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড এবং ভিশন স্পিড ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড এবং এলএলপি-তে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশীদার মেসার্স হিন্ডকন স্পেশালিটি কেমিক্যালস এলএলপি-এর পরিসংখ্যান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
৪। কোম্পানির কোনো ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ আইটেম নেই।
৫। পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলি বর্তমান সময়ের পরিসংখ্যানের সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনঃ শ্রেণীবদ্ধপুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে
হিন্ডকন কেমিক্যালস লিমিটেড-এর জন্য
(সঞ্জয় গোয়েঙ্কা)
চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN - 00848190

রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রাল বাল্য বিবাহ এবং কিশোর গর্ভাবস্থার সমস্যা সম্পর্কে সচেতন শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রাল, আইকিউ সিটি মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের সহযোগিতায়, একটি কমিউনিটি সার্ভিস প্রজেক্ট, হেতাডোবা গ্রামে, এম ডি ব্লক তে শিশু

শিক্ষা কেন্দ্র -তে, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ , বাল্য বিবাহ এবং কিশোর গর্ভাবস্থার সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রামের মহিলাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত করেছে। এই সম্পর্কে স্কুলের বাচ্চাদের মধ্যে একটি ড্রয়িং অ্যান্ড কুইজ প্রতিযোগিতা প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সচেতন ক্যাম্পে রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রালের সভাপতি, রোটারিয়ান মানতর সিং এবং সেক্রেটারি, রোটারিয়ান বিরেন মণ্ডল উপস্থিত ছিলেন, যারা আইকিউ সিটি হসপিটালের দলের সাথে মিলে ছাত্র এবং গ্রামবাসীদের পুরস্কার এবং খাদ্য প্যাকেট বিতরণ করেন, যা কমিউনিটি কল্যাণের প্রতি রোটারির প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে, রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রাল স্থানীয় সম্প্রদায়, বিশেষ করে গ্রামীণ মহিলাদের এবং যুবকদের শিশু বিবাহ এবং কিশোর গর্ভাবস্থার সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষিত ও ক্ষমতায়নের চেষ্টা করে, যাতে একটি স্বাস্থ্যকর এবং আরও জ্ঞাত সমাজ গঠন করা যায়।

শিক্ষক না থাকায় বন্ধ শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, ক্ষোভে ফুঁসছে গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চন্দ্রকোনা, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ শিক্ষক সংকটের জেরে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ পড়ে রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা ১ নম্বর ব্লকের নীচু চালতাবান্দী শিশু শিক্ষা কেন্দ্র। ফলে এলাকার প্রায় ৭০ জনেরও বেশি পড়ুয়ার শিক্ষা অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। মঙ্গলবার গ্রামবাসীদের একাংশ অভিযোগ করেন, একাধিকবার স্থানীয় শাসকদলের নেতা-কর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ ব্লক ও জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ২০০০ সালে স্কুলটি স্থাপিত হয়। প্রথমদিকে তিনজন শিক্ষক ছিলেন এবং ছাত্রসংখ্যাও ছিল সন্তোষজনক। কিন্তু ধীরে ধীরে শিক্ষক সংখ্যা কমে একজন হয়ে দাঁড়ায়। কয়েক মাস আগে সেই শেষ শিক্ষকও অবসর গ্রহণ করলে স্কুল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে এলাকার পড়ুয়াদের চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লকের দূরবর্তী স্কুলে যেতে হচ্ছে। দূরত্ব বেশি হওয়ায় অনেক ছোট পড়ুয়া স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে বাড়িতেই থাকছে বলে অভিযোগ। দরিদ্র কৃষিপ্রধান ও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই এলাকায় শিক্ষার এমন পরিস্থিতিতে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে গ্রামবাসীদের মধ্যে। আগে চাই শিক্ষা- এই দাবিতেই সরব স্থানীয়রা। ঘটনার কথা স্বীকার করে চন্দ্রকোনা ১ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি তথা ব্লক তৃণমূল সভাপতি সূর্যকান্ত দোলই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। একই আশ্বাস দিয়েছেন চন্দ্রকোনার বিধায়ক অরূপ ধাড়া। তবে বিষয়টি নিয়ে শাসকদলকে কড়া সমালোচনায় বিদ্ধ করেছে বিজেপি, শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

লালগোলায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার ২

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ আর মাত্র মাস দু'য়েকের অপেক্ষা। দরজায় কড়া নাড়ছে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। আর এই নির্বাচনের আগে জেলায় যে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানোর জন্য সদা তপর মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ। সোমবার রাতে মুর্শিদাবাদর লালগোলা থানার পুলিশের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার হলো দুই ব্যক্তি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত ব্যক্তিরা হলেন আখতারুল ইসলাম (১৭) এবং মিজারুল হক (২২) । তাদের দু'জনের বাড়ি লালগোলা থানার অন্তর্গত আটরশিয়া গ্রামে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে লালগোলা থানার

পুলিশ সোমবার রাতে লালগোলা থানার অন্তর্গত আটরশিয়া গ্রামের বাসিন্দা আখতারুল ইসলামের বাড়িতে অভিযান চালায়। সেখান থেকে পুলিশ উদ্ধার করে একটি লোহার তৈরি দেশী আগ্নেয়াস্ত্র। তারপরই পুলিশ বাড়ির মালিক আখতারুল ইসলাম এবং তার প্রতিবেশী মিজারুল হক নামে আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। দু'জনের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর উদ্দেশ্য নিয়ে অস্ত্র মজুত করছিল ওই ব্যক্তি। কিন্তু পুলিশি তৎপরতায় কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার আগেই ধরা পড়ে আখতারুল ইসলাম এবং তাঁর সহযোগী মিজারুল হক। তবে এই অস্ত্র তারা কোথা থেকে পেয়েছিল তা এখনও পর্যন্ত জানতে পারেনি পুলিশ। ধৃত দুই ব্যক্তির ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে মঙ্গলবার তাদের লালবাগ মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। ধৃত আখতারুল ইসলামের ও মিজারুল হকের আশেপাশের বাড়ি এবং গ্রামের লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে লালগোলা থানার পুলিশ।

কস্তুরী ছেত্রী ১৬-১৭ বছর বয়সী মেয়েদের কাটা ইভেন্টে স্বর্ণপদক জিতেছেন। এটি ছিল পশ্চিমবঙ্গ আন্ত ঃস্কুল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপের দশম আসর, যা সম্প্রতি সাউথ-সিটি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি অভিজিত সেইশিনকাই ক্যারাটে দো একাডেমির ছাত্রী এবং সেনসাই অমিত লালের অধীনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। কস্তুরী ছেত্রী হাওড়ার ইন্ডিয়ান পাবলিক স্কুলের ছাত্রী।

দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে ভাঙা বাঁধ ও রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হওয়ায় খুশি এলাকার মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন মালদার ভূতনি এলাকার লক্ষাধিক মানুষ। রাজ্য সরকারের জলসেচ দফতরের উদ্যোগে ভূতনির ভাঙা বাঁধ ও সংলগ্ন রাস্তা সংস্কার করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা দক্ষিণ চণ্ডিপুরের যাতায়াত ব্যবস্থা এবার স্বাভাবিক হতে চলেছে। প্রায় ছয় মাস আগে গঙ্গা ও ফুলহার নদীর তীব্র জলস্রোতের চাপে ভেঙে পড়ে ভূতনির দক্ষিণ চণ্ডিপুর এলাকার বাঁধ। তার জেরে সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যাতায়াত ব্যবস্থা। জীবনের ঝুঁকি নিয়েই নিত্যদিন চলাচল করতে বাধ্য হন ভূতনির লক্ষাধিক বাসিন্দা। স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে রোগী, বৃদ্ধ সকলের কাছেই যাতায়াত হয়ে উঠেছিল চরম দুঃসাধ্য। তবে সেই দু ঃসময়ের অবসান ঘটতে চলেছে। জল নামতেই শুরু হয়েছে বাঁধ ও রাস্তা সংস্কারের কাজ। কাজ শুরু হওয়ায় এলাকাজুড়ে দেখা দিয়েছে খুশির হাওয়া। আবারও ঝুঁকিহীন পথে হাঁটার স্বপ্ন দেখছেন গ্রামবাসীরা। এক গ্রামবাসী জানান, গত দুই বছরে দু'বার বাঁধ ভেঙেছে। প্রথমবার বাঁধ

ভাঙার পর রিং বাঁধ তৈরি করা হয়েছিল, তার উপর দিয়েই গ্রামের একমাত্র রাস্তা ছিল। কিন্তু সেটিও ভেঙে পড়ায় যোগাযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গোটা ভূতনি থানা এলাকাই তখন প্লাবিত ছিল। এখন জল কমায় কাজ শুরু হয়েছে। আশা করছি, যাতায়াত দ্রুতই স্বাভাবিক হবে। সংস্কারের দায়িত্বে থাকা এক ঠিকাদার কর্মী জানান, প্রায় ৫০ মিটারেরও বেশি অংশে বাঁধ ও রাস্তা ভেঙে গিয়েছিল। বর্তমানে মেশিনের সাহায্যে দ্রুত গতিতে সংস্কার কাজ চলছে। আশা করছি, কুড়ি দিনের মধ্যেই কাজ সম্পূর্ণ হবে। এই কাজ শেষ হলে লক্ষাধিক মানুষ সরাসরি উপকৃত হবেন। দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে ভাঙা বাঁধ ও রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগে নতুন করে আশার আলো দেখছেন ভূতনির মানুষ। ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াতের অধ্যায় শেষ করে নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্য জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় এখন গোটা ভূতনিবাসী।

আলিপুরদুয়ার জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, ঝড়ের গতিতে গাড়ি চালিয়ে মৃত্যু তিন বন্ধুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ রাত হলেই চারচাকা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়া ছিল চার বন্ধুর নেশা। জাতীয় সড়কে ঝড়ের গতিতে গাড়ি ছোটানোই যেন ছিল তাদের আনন্দের উৎস। কিন্তু সেই নেশাই

শেষ পর্যন্ত প্রাণঘাতী হয়ে উঠল। সোমবার গভীর রাতে আলিপুরদুয়ার জেলার পুটিমারি গ্রামে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তিন তরুণের। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন আরও এক বন্ধু। এই হাড়হিম করা দুর্ঘটনায় এলাকাজুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত তিন তরুণের নাম প্রদীপ ঘোষ, অভিজিত দাস এবং দ্বীপ দাস। গুরুতর আহত যুবকের নাম বিনয় পাল চৌধুরী। সকলের বয়সই ২৩ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। নিহত তিনজনের বাড়ি আলিপুরদুয়ার জেলার বিবেকানন্দ ক্লাব এলাকা, রাজাভাতখাওয়া এবং জিতপুর অঞ্চলে। আহত বিনয় পাল চৌধুরী ভোলারডাবরির বাসিন্দা বলে জানা গেছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, দুর্ঘটনায় ব্যবহৃত চারচাকা গাড়িটি বিনয়েরই ছিল। ঘটনার বিবরণ অনুযায়ী, সোমবার গভীর রাতে চার বন্ধু একটি চারচাকা গাড়ি নিয়ে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে বারোবিশার দিকে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, গাড়িটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চালানো হচ্ছিল। পুটিমারি গ্রামে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের সামনে পৌঁছানোর সময় আচমকাই গাড়িটির উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে চালক। নিয়ন্ত্রণ হারানো গাড়িটি জাতীয় সড়কের ধারে থাকা একটি বিশাল বটগাছে সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে গাড়িটি সম্পূর্ণ দুমড়েমুচড়ে যায়। বিকট শব্দ শুনে আশপাশের এলাকার বাসিন্দারা ছুটে আসেন ঘটনাস্থলে। তারা দেখতে পান, তিন তরুণ রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় রাস্তার উপর পড়ে রয়েছেন। গাড়ির ভিতর থেকে আরেকজনকে বার করে আনা হয়। দ্রুত ওই চারজনকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তিনজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শামুকতলা রোড ফাঁড়ির পুলিশ। দুমড়েমুচড়ে যাওয়া গাড়িটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। দুর্ঘটনার নেপথ্যে অতিরিক্ত গতি ছাড়াও অন্য কোনও কারণ ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তরুণরা মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন কি না, সেই বিষয়টিও তদন্তের আওতায় রয়েছে। শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মাদক বলেন, খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে গিয়ে জখমদের আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তিনজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আমরা গোটা ঘটনার তদন্ত গুরুত্ব দিয়ে করছি।

৫ ফেব্রুয়ারি খুলছে দেবপাড়া চা বাগান, খুশি শ্রমিক মহল

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে কাটল জট। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে খুলতে চলেছে বানারহাটের দেবপাড়া চা বাগান। গত ২২ সেপ্টেম্বর থেকে বাগানে কাজ বন্ধ ছিল। বোনাস ইস্যুকে কেন্দ্র করে শ্রমিক এবং মালিক পক্ষের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়। ফলস্বরূপ বাগানে কাজ বন্ধ করে দেন ১১৭২ জন শ্রমিক। অবশেষে দেবপাড়া চা বাগান খুলছে, তাতে খুশি শ্রমিক মহল। পরে ইন্ডিয়ান টি প্ল্যানটার্স অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে শ্রমিক ও মালিকপক্ষের বৈঠক হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি চা বাগান খোলার পর ৭ ফেব্রুয়ারি প্রথম বকেয়া মজুরি মেটানো হবে। তারপর ধাপে ধাপে বাকি তিনটি বকেয়া মজুরিও পরিশোধ করা হবে। এরপর ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে দেওয়া হবে বকেয়া বোনাসও।

দুর্ঘটনায় আহত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কেশপুর ও পাত্রসায়র, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বাবার সঙ্গে বাইকে চেপে মাধ্যমিকের দ্বিতীয় পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল কেশপুর ব্লকের আনন্দপুর সন্তোষ কুমারী গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী যশোদা মিদ্যা। তার পরীক্ষাকেন্দ্র কেশপুর গার্লস হাইস্কুল। আনন্দপুর থেকে কেশপুরের দিকে যাওয়ার পথেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তাদের বাইক। গুরুতর জখম হয়েছেন যশোদা ও তাঁর বাবা উজ্জ্বল মিদ্যা। অন্যদিকে, মাধ্যমিক পরীক্ষার ঠিক আগে মঙ্গলবার সকালে লোকালয়ে ঢুকে কার্যত তাণ্ডব চালাল একটি দাঁতাল হাতি। মঙ্গলবার সকালে দলছুট হয়ে একটি দাঁতাল ঢুকে পড়ে বাঁকুড়ার পাত্রসায়র ব্লকের মুড়াকাটা, কাঁঠালাঘাটা, রাধাবাজার ও রামপুর এলাকায়। আলুর জমিতে দীর্ঘক্ষণ ধরে লাগাতার তাণ্ডব চালায় হাতিটি। এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে দাঁতালটি লোকালয়ে চলে আসায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করে পাত্রসায়ের থানার পুলিশ।

e-Tender Notice

e-tender are invited by Prodhan, Eral Gram Panchayat under Aus-II PANCHAYAT SAMITY, Dist. Purba Bardhaman, from resourceful/bonafide contractors with experience and requisite credential vide **NIeT No-EGP/58 Dt-03/02/2026.** Last Dt. of application **16/02/2026 up to 11:00 IST.** For details visit the website **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Eral Gram Panchayat

লামডিং ডিভিশনে পি. ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এলএমজি-ইএনজিজি-০৬ অফ ২০২৬; তারিখ: ২৯-০১-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **ক্রম নং ঃ ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** এসএসই/পি-ওয়ে/দিফু -এর এখতিয়ারাধীন ওয়েল্ডিং, এন্ড ক্রপিং, ডিস্ট্রেসিং রেল পেইন্টিং, পার্শ্ব ড্রেন পরিষ্কার -এ সহায়তা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ পি. ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ এবং এমইউভি ভাড়া করা। **টেন্ডার মূল্য:** ৩,৯২,৯৬,৬১৯.৮৯/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৩,৪৬,৫০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ২৬-০২-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং **খোলা** ২৭-০২-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য সহ টেন্ডার নথি ২৬-০২-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ)/লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

DAINHAT MUNICIPALITY

For Details of floated e-tender against the Development work under **E-NIT no-58/DM/ENGG/ 2025-2026 DATE-03/02/2026**
For Details Visit: **http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in**
Office ph no **7478003845**
Sd/- **Chairman**
Dainhat Municipality

NIT No. WB/HZP/BJ/CGP 15thUT/NIT-21/25-26

E-Tender are hereby invited from resourceful, experienced, bonafied, reputed contractors for execution of total 14 (fourteen)Nos. different works. Last date of submission of Bid proposal(online): **09/02/2026 at 6:00 PM.** Bid opening date & time for Technical Proposal (Online): **12/02/2026 at 01.00 PM.** For details visit the office of the undersigned.

Sd/-Pradhan
Chamrail Gram Panchayat

কাটিহার মণ্ডলে ০২ টি এসি না থাকা বাণিজ্যিক বাহন ভাড়া করা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/০২-২০২৬/ জিইএম/কে (ডাক সংখ্যা. জিইএম/২০২৬/ বি/৭১৭২২৪৮)/১৫৫৪ তারিখঃ ৩০-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **কাজের নামঃ** কাটিহার মণ্ডলেঃ কাটিহার মণ্ডলের এডিইই/জিএণ্ডসিএইচজি/ নিউ জলপাইগুড়ী এবং এডিইই/সিএইচজি/ কাটিহারে উনাদের অধিক্ষেত্রের অধীনে ০২ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে (২৪ মাস) বৈদ্যুতিক শক্তি এবং কোচিং সম্পদের পরিদর্শন এবং পরীক্ষণের সঙ্গে সম্পর্কিত সরকারি ব্যবহারের জন্যে চালক সহিত ০২ টি এসি না থাকা কাভার্ড বাণিজ্যিক বাহন এসইউভি ভাড়া করা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২৫,৮৮,৫৯২/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৫১,৮০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৩-০২-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ২৩-০২-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.gem.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই (জিএণ্ডসিএইচজি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Hooghly-Chinsurah Municipality

Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax:-2680-6092

Notice for invitation e-Tender

e-Tender Notice No-WBMAD/C/HCM/Eng/ NIT3/2e/26
Memo No-**491**/Eng/S.D Dated: 03.02.2026

e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for Civil & Electrical works under this Municipality. **Vide e-Tender ID No. 2026_MAD_5010746 _01-38** Closing date of Bid submission is **11.02.2026 up to 14.50 hours.** Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality under APAS Scheme & **visit website- https:// wbtender .gov.in**

Sd/- Chairman/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

HIRBANDH GRAM PANCHAYAT

Vill.-Tilabani, PO-Bauridiha, Dist-Bankura, Pin-722121

NIeT _ 09/HirGP/2025-26, Date:- 03/02/2026

e-Tender are hereby invited by this office from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors for the different works. Fund: 15TH CFC. Last date of submission of Technical Bid & Financial Bid (online) on **04.02.2026 up to 11.00 hrs**. Date of Opening of Bid at office of the Hirbandh Gram Panchayat on **14.02.2025 from 16.00 hrs.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Hirbandh Gram Panchayat

Office of the
Dhandali Gram Panchayat
Shyampur-I,Howrah
Sub.- GRAM PANCHAYAT TENDER NOTICE

Sealed Tenders are invited by the Pradhan, Dhandali Gram Panchayat, Shyampur-I, Howrah, for **22 (Twenty-two)Nos.**different works. of work vide **Memo No.- 19 /DGP/2025 Dated- 16/01/2026 Notice Inviting e-Tender No. WB/HZP/SHY-I/DGP/NIET-21/25-26 , Memo No.- 20/DGP/2025 Dated- 16/01/2026 Notice Inviting e-Tender No. WB/HZP/SHY-I/DGP/NIET-22/25-26 ,Memo No.- 21/DGP/2025 Dated- 16/01/2026 Notice Inviting e-Tender No. WB/HZP/SHY-I/DGP/NIET-23/25-26** , Last date of submission of Bid (online):**07/02/2026 at 11AM.** Date of Opening of Bid (online): **31/01/2026 at 11AM.** Detail information available at this GP Office during the working hours.

Sd/- Pradhan
Dhandali Gram Panchayat,
Shyampur-I, Howrah.

NIT No. WB/HZP/BJ/CGP 15thUT/NIT-20/25-26

E-Tender are hereby invited from resourceful, experienced, bonafied, reputed contractors for execution of total 7 (Seven)Nos. different works. Last date of submission of Bid proposal (online): **07/02/2026 at 6:00 PM**. Bid opening date & time for Technical Proposal (Online): **10/02/2026 at 01.00 PM.** For details visit the office of the undersigned.

Sd/-Pradhan
Chamrail Gram Panchayat

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Provision for Temporary arrangement of Live-Feed and IT- enabled connectivity during the program in connection with the State Budget to be attend by the VVIP's on 7th February, 2026 at Assembly House, Kolkata." **[Job No. KIT/RW/131 of 25-26]**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-090/KIT/Q of 25-26) Bid Submission Closing : 06.02.2026 up to 03.00 PM Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

সর্বসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, বার্জার পেইন্টস ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর ৯৬০ এবং ৩৮৪টি শেয়ারের শেয়ার সার্টিফিকেট নং ৪০৬৮৪৮ এবং ৪১০৭৫৬, যার স্বতন্ত্র নম্বর যথাক্রমে ৪০৬৭৭৬৯৩৯-৪০৬৭৭৭৮৯৮ এবং ১০৯৫৫৮৩৯৯৩-১০৯৫৫৮৪৩৭৬ (উভয়ই অন্তর্ভুক্ত), এবং যার নিবন্ধিত কার্যালয় বার্জার হাউস, ১২৯, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৭ ঠিকানায় অবস্থিত, এবং যা তিলক রাজ ছাবরা-এর নামে নিবন্ধিত ছিল, তা হারিয়ে গেছে।

আমি এখন উপরোক্ত শেয়ার সার্টিফিকেটগুলির পরিবর্তে নকল শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করার জন্য কোম্পানির কাছে আবেদন করেছি। যদি কোনো ব্যক্তির উক্ত মূল শেয়ার সার্টিফিকেটগুলির পরিবর্তে নকল শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করার বিষয়ে কোনো আপত্তি থাকে, তবে তাকে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় কোম্পানির কাছে অথবা তাদের রেজিস্ট্রার, সি বি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (প্রাঃ) লিমিটেড, পি-২২, বন্ডেল রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৯ ঠিকানায় লিখিতভাবে তার আপত্তি জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্থান- কলকাতা স্বা /-
তারিখ- -০৪।০২।২০২৬ **বীণা ছাবরা**
বি-৩৫৭, সুদর্শন পার্ক, নতুন দিল্লি-১৫

সম্ভ্যাব্যতার অধ্যয়ন এবং বিস্তৃত প্রকল্প প্রতিবেদন

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. কেআইআর/জিএসইউ /০১ অফ ২০২৬ তারিখঃ ৩১-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** (ক) কাটিহার মণ্ডলের রেলওয়ে ক্রসিঙে রোড ওভার ব্রিজ সহ লেভেল ক্রসিঙের অপসারণের জন্যে সম্ভাব্যতার অধ্যয়ন এবং বিস্তৃত প্রকল্প প্রতিবেদন (৩৮ এল-জিং) (খ) কাটিহার মণ্ডলের রেলওয়ে ক্রসিঙে রোড ওভার ব্রিজ সহিত লেভেল ক্রসিঙের অপসারণের জন্যে সম্ভাব্যতার অধ্যয়ন এবং বিস্তৃত প্রকল্প প্রতিবেদন (৫৫ এল-জিং)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৮,২৫,২৮,১৭৫.৮৯/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৫,৬২,৭০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৫-০২-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ২৫-০২-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই. সিপিএম/জিএস/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

BERUGRAM GRAM PANCHAYAT
SADIPUR JAMALPUR PURBA BARDHAMAN
Email : gp.berugram.jam@gmail.com
TENDER NOTICE

Sl no.	NIT No. & Date	Scheme Name	Sourse of Fund	Tender Amount
1	BERUGRAM/ e-Tender/25-26/35 Date: 03-02-2026	Grey Water Management and Treatment from Old Post Office towards Debashis Banerjee Land at Sadipur 114511315	XVFC (TIED) 25-26	469499
2		Construction of Pucca Drain with Cover and Soakpit from Purba Para Club to Vatgore Pond at Shambhupur 127333533		179984
3		Construction of Pucca Drain with Cover and Soakpit from Mithun House to Liyakat at Nasipur 127333811		38243
4		Construction of Pucca Drain with Cover and Soakpit from Mithun House to Liyakat at Nasipur 127333811		115109
5	BERUGRAM/e-Tender/25-26/36 Date: 03-02-2026	Construction of Concrete Road from Kamal Ruidas to Swapan Ruidas House at Sadipur 127333576	XVFC (UNTIED) 25-26	79873

For more Details Please visit : Berugram Gram Panchayat Or https://wbtenders.gov.in/nicgep/app

Office of the Pradhan
GARAFUSRA GRAM PANCHAYAT
Vill-Sindri, PO-Sindri Chasmore, Dist:-Purulia
Notice Inviting e-Tender No:WBPUR/GGP/NIET-04/25-26 , Date: 02/02/2026

E-tender is invited by the Pradhan, Garafusra Gram Panchayat for 17(Seventeen)Nos. different works. Last date of submission of Bid(online) 13.02.2026 5.00 P.M. Bid opening date(online): 03.02.2026 11.00 A.M. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan
Garafusra Gram Panchayat

Office of the
PANCHARUL GRAM PANCHAYAT
Vill. Pancharul, P.O.: Pancharul, P.S. Udaynarayanpur, PIN: 711225

e-NOTICE INVITING TENDER (DESPATCH MEMO, PGP/204/2026, Dt.-02/02/2026)
e-NOTICE INVITING TENDER (DESPATCH MEMO.- PGP/205/2026, Dt.-02/02/2026)
e-NOTICE INVITING TENDER (DESPATCH MEMO.-PGP/206/2026, Dt-02/02/2026)
e-NOTICE INVITING TENDER (DESPATCH MEMO. - PGP/207/2026, Dt-02/02/2026)

For and on behalf of the Pancharul Gram Panchayat, The Pradhan, invites percentage rate tenders through e-tendering for the work of: Construction of CC Drain. Last date of downloading documents up to 13/02/2026 at 11.00 AM. Bid Opening date 16/02/2026 at 11.00 AM. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan
Pancharul Gram Panchayat

Office of the
Maheshpur Gram Panchayat
Birshibpur, Uluberia, Howrah.
e-mail: gpmahespur@yahoo.com

NOTICE INVITING e-TENDER

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan on behalf of Maheshpur Gram Panchayat, Uluberia, Howrah from eligible bonafied contractors/agencies/ bidders vide NIT reference / memo no. **09/MGP, Dated: 02.02.2026** at the jurisdiction area of Maheshpur Gram Panchayat within Uluberia-I Block, Howrah, W.B. Online Published Date & Bid Submission Start Date is **05.02.2026 at 10.00** and Last date for the online receipt of Tender is **12.02.2026 at 16:00.** Details will be available at the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-PRODHAN
Maheshpur Gram Panchayat
Uluberia, Howrah.

NOTICE
ITC LIMITED
CIN: L16005WB1910PLC001985
Regd. Office: Virginia House, 37, Jawaharlal Nehru Road, Kolkata - 700071
Email: isc@itc.in | **Website:** www.itcportal.com

Notice is hereby given that the Certificate(s) for the undermentioned Equity Shares of the Company have been lost / misplaced and the holder(s) of the said Equity Shares have applied to the Company to issue duplicate Share Certificate(s).

Folio No	Face Value	No of Shares	Certificate No	Distinctive (S)	Name
13/26837	1/-	800	32975	57131621-57132420	Dolly Behram Masani Pervin Behram Masani
13/26837	1/	400	99187	2531994961-2531995360	Dolly Behram Masani Pervin Behram Masani
13/26837	1/	1200	175722	3882765186-3882766385	Dolly Behram Masani Pervin Behram Masani
13/26837	1/	1200	248429	8088683633 - 8088684832	Dolly Behram Masani Pervin Behram Masani

The public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any way with the above referred share certificate[s]
Anyone with a claim on the shares must submit it to the company's Registered Office or its Registrar within 21 days of this notice. Failure to do so will result in the company issuing duplicate certificates to the applicants without further notification.

NAME OF APPLICANT : PERVIN RUMI JAHANGIR
Address: 261, Jupiter Apartment, 26th Floor, 41, Cuffe Parade, Next To President Hotel, Colaba, Mumbai- 400 005.
PLACE: Kolkata **Mob. No. :+91 9820636335,**
DATE: 04-02-2026 **Email Id: pjehangir@gmail.com**

লি অ্যান্ড নি সফট্‌ওয়্যারস্ (এক্সপোর্টস্) লিমিটেড

সিআইএন-এল৭০১০২ডব্লুবি১৯৮৮পিএলসি০৪৫৫৮৭
রেজি. অফিসঃ ১৪বি, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭
ইমেলঃ info@lnsel.com, ওয়েবসাইটঃ www.lnsel.com, ফোনঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৪

৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য নিরীক্ষিত নয় এমন একক এবং সমন্বিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী

(টাকা লক্ষে)

বিবরণ	স্বতন্ত্র						একত্রিত					
	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			নয় মাস সমাপ্তি		বছর সমাপ্তি	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			নয় মাস সমাপ্তি		বছর সমাপ্তি
	৩১.১২.২০২৫	৩০.০৯.২০২৫	৩১.১২.২০২৪	৩১.১২.২০২৫	৩১.১২.২০২৪	৩১.০৩.২০২৫	৩১.১২.২০২৫	৩০.০৯.২০২৪	৩১.১২.২০২৪	৩১.১২.২০২৫	৩১.১২.২০২৪	৩১.০৩.২০২৫
	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
অপারেশন থেকে মোট আয় (নিট)	২৮৬.২৯	২৬০.৩৮	৩৩৯.৩৬	৮১৩.০২	৮৩৯.০২	১১৩৯.৫৯	৩০৪.০৩	২৮১.৮৯	৩৫৯.৬৫	৮৭২.৯৫	৯০০.৮৭	১২২০.৬৮
সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	১৭.৫৮	১৪.৪৬	১৯.৫০	৪৩.৩৩	৪৫.৭১	৫৬.৫৫	১৪.৬২	১১.৫৪	২৪.৩৫	৩৫.৯১	৪২.৩৫	৫০.৩৭
করের আগে সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	১৭.৫৮	১৪.৪৬	১৯.৫০	৪৩.৩৩	৪৫.৭১	৫৬.৫৫	১৪.৬২	১১.৫৪	২৪.৩৫	৩৫.৯১	৪২.৩৫	৫০.৩৭
কর পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	১৫.৫৬	৬.৫০	১৫.০৯	৩১.৬৯	৩৩.২৬	৩৮.৫৬	১১.০৯	৩.৪৯	১৮.৮৭	২২.৭৩	২৮.৪৪	৩১.১৪
সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [এই সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (ট্যাক্সের পরে)]	(১.১৩)	২০.১৯	২৫.৩৮	৪৪.১৭	৪১.২৫	২২.১৪	(১.২৮)	১২.৯১	৫০.১১	৪৪.৬১	৫৪.০০	১৮.৪৬
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০
পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে দেখানো রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়নের রিজার্ভ ব্যতীত)	-	-	-	-	-	(৮২.৬৬)	-	-	-	-	-	৯৭.২০
"প্রতি শেয়ারের আয় ১০ টাকা, (চলমান এবং বন্ধ কার্যক্রমের জন্য)।"												
মৌলিক	০.০৩	০.০১	০.০৩	০.০৬	০.০৬	০.০৭	০.০২	০.০১	০.০৩	০.০৮	০.০৫	০.০৬
মিশ্র	০.০৩	০.০১	০.০৩	০.০৬	০.০৬	০.০৭	০.০২	০.০১	০.০৩	০.০৮	০.০৫	০.০৬

মন্তব্যঃ উপরে বর্ণিত তৃতীয় ত্রৈমাসিকের বিস্তারিত ফর্ম্যাট এবং ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের একটি উদ্ধৃতি যা এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়েছে, তৃতীয় ত্রৈমাসিকের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট এবং ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া নয় মাসের আর্থিক ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে (www.bseindia.com) পাওয়া যাচ্ছে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের আদেশানুসারে
স্বা/-
(মহেশ গুপ্তা)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০১৬০৬৬৪৭

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ৩.২.২০২৬

কাটিহার মণ্ডলে পার্কিং ঠিকার জন্যে ই-নিলাম

কাটিহার মণ্ডলে পার্কিং ঠিকার জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১০৯৬।

অক্শন ক্যাটালগ নং. সি-পার্কিং-এইউবি-এফ

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-কেআইআর-এফবিজি-এমএক্স-১৩৯-২৫-৩ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলে ফরবেসগঞ্জ স্টেশনে সামগ্রী প্রচলন এলাকায় দুই চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে (নন-কমার্সিয়াল) পার্কিং লট
এএ/২	পার্কিং-কেআইআর-এইউবি-এমএক্স-৯৬-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলের আলুয়াবাড়ি রোডে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট।
এএ/৩	পার্কিং-কেআইআর-এফবিজি-এমএক্স-১৭১-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলের ফরবেসগঞ্জ স্টশনের প্রচলন এলাকায় দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৭-০২-২০২৬ তারিখে ১০.০০ ঘন্টায় এবং **বন্ধ হবেঃ** ১০.৫০ ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।
টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

শেষ হয়ে যেতে পারে পাক ক্রিকেট! বিস্ফোরক প্রাক্তন চেয়ারম্যান

সংবাদ সংস্থা, লাহোর, ৩ ফেব্রুয়ারিঃ পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের আর্থিক দুর্বলতা নিয়ে একবার ফের চর্চা শুরু হয়েছে। প্রাক্তন চেয়ারম্যান রমিজ রাজা এক সংবাদ সম্মেলন বা সিনেট কমিটির সামনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, পিসিবি-র অস্তিত্ব অনেকাংশে ভারতীয় ক্রিকেটের উপর নির্ভরশীল। তিনি স্বীকার করেছেন, পিসিবি-র বাজেটের প্রায় ৫০ শতাংশ আসে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল-এর ফান্ডিং থেকে। আর আইসিসি-র রাজস্বের ৯০ শতাংশ আসে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড-এর অবদান থেকে। ফলে, যদি ভারত কোনও কারণে ফান্ডিং বন্ধ করে দেয়, তাহলে পিসিবি-র পতন অনিবার্য! রমিজ রাজা, যিনি ২০২১ সালে পিসিবি চেয়ারম্যান ছিলেন, সেনেট স্ট্যান্ডিং কমিটির সামনে এই কথা বলেছিলেন। তিনি বলেন, ''আইসিসি একটা রাজনৈতিক সংস্থা, যেখানে এশিয়ান ও ওয়েস্টার্ন ব্লকের মধ্যে বিভাজন রয়েছে। আইসিসি-র ৯০ শতাংশ রাজস্ব আসে ভারত থেকে। এটা ভয়ঙ্কর। পিসিবি-র ৫০ শতাংশ বাজেট আইসিসি-র ফান্ডিং-এ চলে। এক অর্থে ভারতের ব্যবসায়িক ঘরানা পাকিস্তান ক্রিকেট চালাচ্ছে। যদি কাল ভারতের প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নেন যে পাকিস্তানকে আর ফান্ডিং দেব না, তাহলে এই বোর্ড ধসে পড়তে পারে।'' এই বক্তব্য তখন ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল। অনেকে এটাকে জাতীয় মর্যাদার বিরুদ্ধে বলে মনে করেছিলেন। প্রাক্তন পিসিবি চেয়ারম্যান খালিদ মাহমুদ বলেছিলেন, রমিজের এই কথা অপ্রয়োজনীয় এবং জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। কিন্তু রমিজের যুক্তি ছিল যে, পিসিবি-কে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে। তিনি স্থানীয় মার্কেট থেকে আয় বাড়ানোর কথা বলেছিলেন, যাতে আইসিসি-র উপর নির্ভরতা কমে। এই পুরনো বক্তব্য সম্প্রতি আবার ভাইরাল হয়েছে, বিশেষ করে যখন পিসিবি ও বিসিসিআই-র মধ্যে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি নিয়ে টানাপোড়েন চলছে। পিসিবি-র বর্তমান চেয়ারম্যান মহসিন নকভি বলেছেন, ভারত যদি পাকিস্তানের সঙ্গে না খেলে তাহলে টি২০ ওয়ার্ল্ড কাপে ভারতেরও বড় আর্থিক ক্ষতি হবে। কিন্তু রমিজের কথা অনুযায়ী, আসল নির্ভরতা পিসিবি-র দিকেই বেশি। আইসিসি-র রেভিনিউ মডেলে ভারতের অবদান সবচেয়ে বেশি আইপিএল, ব্রডকাস্টিং রাইটস, স্পনসরশিপের কারণে। আইসিসি এই টাকা থেকে সদস্য বোর্ডগুলোকে ডেভেলপমেন্ট ফান্ড, ইভেন্ট শেয়ার দেয়। পিসিবি-র মতো অনেক ছোট বোর্ডের জন্য এটা জীবনরেখা। বিশ্লেষকরা বলছেন, রমিজের এই সত্যি কথা পাকিস্তান ক্রিকেটের দুর্বলতা তুলে ধরেছে। বিগ ব্যাশ, আইপিএল-এর মতো লিগ না থাকায় পিসিবি-র নিজস্ব আয় সীমিত। তারা আইসিসি-র ফান্ডিং, বিল্যাটারেল সিরিজ (বিশেষ করে ভারতের সঙ্গে) এবং টুর্নামেন্টের শেয়ারের উপর নির্ভর করে। ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ না হওয়ায় পিসিবি-র আর্থিক চাপ বাড়ছে। রমিজের কথায়, ''ভারত যদি আইসিসি-কে ফান্ড না দেয়, তাহলে পুরো সিস্টেম প্রভাবিত হবে, আর পিসিবি-র মতো বোর্ড সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।''

বিশ্বকাপের আগে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য রোহিত শর্মার

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৩ ফেব্রুয়ারিঃ এক সপ্তাহ আগেই পদ্ম পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ক্রীড়াজগত থেকে মোট নয় জন এ বার পদ্ম পুরস্কার পাচ্ছেন। তালিকায় রয়েছেন ভারতের পুরুষ ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মাও। ভারতীয় ক্রিকেটে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য এই সম্মানে ভূষিত করা হচ্ছে তাঁকে। মহেন্দ্র সিং ধোনির পরে দ্বিতীয় ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে দু'টি আইসিসি-র ট্রফি জিতেছেন তিনি। এ বার পদ্মশ্রী পাওয়া নিয়ে মুখ খুললেন রোহিত। নিজের এবং পরিবারের কাছে এটা অত্যন্ত স্পেশ্যাল বলে জানালেন তিনি। ভারতের হয়ে আরও ট্রফি জয়ের চেষ্টা যে জারি থাকবে, তা-ও নিশ্চিত করলেন। এই নিয়ে দূরদর্শন স্পোর্টসের পক্ষ থেকে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয় এক্স হ্যান্ডলে। সেই ভিডিয়োতেই পদ্ম সম্মান পাওয়া নিয়ে মুখ খুলেছেন রোহিত। দেশের অন্যতম সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান পাওয়া নিয়ে উচ্ছ্বসিত তিনি। রোহিত বলেন, ''পদ্মশ্রী পাওয়া আমার এবং আমার পরিবারের জন্য ভীষণ বিশেষ একটা মুহূর্ত। আমাকে এই সম্মান দেওয়ার জন্য ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। ক্রিকেটদুনিয়ায় আমার এই সফরে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ।'' ভারতের জার্সিতে সাফল্যের খিদে যে এখনও অটুট, সেটাও স্পষ্ট করেছেন তিনি। রোহিতের কথায়, ''দেশের জন্য ম্যাচ এবং ট্রফি জেতানোর চেষ্টা সবসময়ই চালিয়ে যাব আমি। সবাইকে ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।'' ২০০৭ সালে ভারতের হয়ে অভিষেক ঘটে রোহিতের। ১৯ বছরের এই কেরিয়ারে ভারতকে জিতিয়েছেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। শুধু তাই নয়, তিন ফর্ম্যাটেই ভারতের জার্সিতে তাঁর রেকর্ড উজ্জ্বল। দীর্ঘদিন ধরে এই ধারাবাহিক পারফরম্যান্স ও ভারতীয় ক্রিকেটে অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবেই এই সম্মান পেলেন রোহিত।

আইসিসি বলছে, 'চিঠি আসেনি'

কোনও ক্রিকেট বোর্ড পাশে নেই, পাঙ্গা নিতে গিয়ে একঘরে পাকিস্তান?

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ৩ ফেব্রুয়ারিঃ বিশ্বকাপের ভারত ম্যাচ বয়কট করে আন্তর্জাতিক মহলে জল মাপার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। কিন্তু বাস্তবে যা ঘটেছে, তা মহসিন নকভিকে স্বস্তিতে রাখবে না! ফেব্রুয়ারির ১৫ তারিখের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে নেওয়া বয়কট-অবস্থানে সমর্থন তো দূরের কথা, উলটে ক্রমশ একঘরে হয়ে পড়ছে পিসিবি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট দুনিয়ায় তাদের পাশে দাঁড়াল-এমন একটি বোর্ডের নামও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একাধিক সূত্র জানিয়েছে, ভারতের বিরুদ্ধে নামার সিদ্ধান্তে সমর্থন পেতে পিসিবি বিভিন্ন দেশের ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। কিন্তু প্রত্যেক জায়গা থেকে শোনা গিয়েছে একটাই বার্তা-এই ইস্যুতে পাকিস্তানের কোনও 'লিগ্যাল স্ট্যান্ডিং' নেই। সবচেয়ে বড় ধাক্কা, এখনও পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের কাছেই নাকি কোনও আনুষ্ঠানিক চিঠি দেয়নি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড! অথচ পাকিস্তান সরকারের তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় ম্যাচ বয়কটের ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। এই দ্বৈত অবস্থান পিসিবিকে আরও অস্বস্তিকর জায়গায় ঠেলে দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক বোর্ডগুলোর সামগ্রিক বক্তব্য-বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্টে 'সিলেক্টিভ পার্টিসিপেশন' মানে নিজের

সুবিধেমতো ম্যাচ খেলব, আবার খেলব না-এই তত্ত্ব মেনে নেওয়া যায় না। বিশেষ করে যখন খেলা নিরপেক্ষ ভেন্যু কলম্বোয় হওয়ার কথা, তখন নিরাপত্তার যুক্তিও টেকসই নয়। আরও বড় সমস্যা, বাংলাদেশ ইস্যুতে মুখে 'সংহতি' দেখানোর কথা বললেও, বাস্তবে পাকিস্তানের কাজকর্মে তার কোনও ধারাবাহিকতা নেই। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ভারত-পাক ম্যাচ হয়েছে, সেখানে কোনও প্রতিবাদ ছিল না। একই দিনে পাকিস্তান মহিলা 'এ' দলও ভারত 'এ' টিমের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে, রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপেও বয়কটের কোনও নামগন্ধ ছিল না। ফলে আন্তর্জাতিক মহলের চোখে এই অবস্থান আসলে তৈরি করা সমস্যা... 'ম্যানফ্যাকচার্ড ক্রাইসিস'! সমর্থন না পেয়ে এবার উলটে বড়সড় বিপদের মুখে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। সূত্রের খবর, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল ইতিমধ্যেই 'দীর্ঘমেয়াদি নিষেধাজ্ঞা'-র সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে। ম্যাচ বয়কট করলে শুধু পয়েন্ট হারানো নয়, ৩৮ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি। স্পনসরশিপ, সম্প্রচার চুক্তি-সবই প্রশ্নের মুখে। এই আবহে বোর্ডগুলোর স্পষ্ট বার্তা-বিশ্বকাপ কোনও দ্বিপাক্ষিক সিরিজ নয়। এখানে নিয়ম সবার জন্য এক। পাকিস্তান যদি শেষ মুহূর্তে সরে দাঁড়ায়, তাহলে তা শুধু প্রতিপক্ষ নয়, পুরো টুর্নামেন্ট কাঠামোকেই আঘাত করবে। যার ফল ভুগতে হবে পাকিস্তান ক্রিকেটকে। ক্রিকেট দুনিয়ায় কেউই প্রকাশ্যে পাকিস্তানের পাশে দাঁড়াচ্ছে না। বরং, বোর্ডরুমে ধীরে ধীরে কোণঠাসা হয়ে পড়ছে পিসিবি। তবু সময় পুরোপুরি ফুরোয়নি। শেষ মুহূর্তে অবস্থান বদলালে হয়তো বড় বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব। কিন্তু যদি অনড় থাকে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড, তাহলে এই বয়কটের সিদ্ধান্ত ইতিহাসে লেখা থাকবে প্রতিবাদের নামে নিজের পায়ে কুড়ুল মারা এক ভয়াবহ ভুলের নজির হিসেবে!

কপিল দেবের রোষে বাবরদের পাকিস্তান!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারিঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের উন্মাদনা আপাতত আকাশছোঁয়া। অসংখ্য ক্রিকেট ভক্ত তৈরি নিজেদের প্রিয় দলের হয়ে গলা ফাটাতে। তার আগেই বিশ্বকাপ বিতর্ক চরমে পৌঁছে গিয়েছে। গ্রুপ এ-তে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল ভারত ও পাকিস্তানের। কিন্তু রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পাক বোর্ড জানায়, তারা বিশ্বকাপ খেললেও ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কট করতে চলেছে। যে ঘোষণা জানাজানি হতেই চূড়ান্ত সমালোচিত হতে থাকে পাকিস্তানের সরকার এবং ক্রিকেট বোর্ড। পড়শি বাংলাদেশের বিতর্কের মাঝেই পাকিস্তানের এই বয়কট শোরগোল ফেলে দিয়েছে ক্রিকেটমহলে। এর মধ্যেই ভারতের প্রাক্তন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক একহাত নিয়েছেন পাকিস্তানের এই সিদ্ধান্তকে। তাঁর মতে, এই সিদ্ধান্তের ফলে এই দুই দেশের সম্পর্ক আরও তলানিতে ঠেকবে। কপিলের মতে, এই সিদ্ধান্তের ফলে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ভবিষ্যতের ক্রিকেটাররা। খেলোয়াড়েরা এই সিদ্ধান্ত নিলে তবুও পরিত্রানের উপায় থাকত। কিন্তু সরকার ও বোর্ডের এই সিদ্ধান্তে পাকিস্তানের সম্মান নিয়ে ছেলেখেলা করার মতো। তিনি আরও বলেছেন, পাকিস্তান যদি এই সিদ্ধান্তেই অনড় থাকে, তাহলে খুব বেশি দিন তাদের কেউ মনে রাখবে না। বহু বছর ধরে পাকিস্তান অনেক সফল ক্রিকেটারের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু তাদের এই গোঁয়ার্তুমির ফল ভুগতে হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে। পাকিস্তানের এই ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্তে এমনিতেই অস্বস্তিতে আইসিসি। এই ম্যাচ ঘিরে লক্ষ টাকার বিনিয়োগ করে বিভিন্ন সংস্থা। এই ম্যাচ যদি না হয়, বিজ্ঞাপন থেকে টিকিট রেভিনিউ, সব দিক থেকেই ক্ষতির মুখ দেখবে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা। যে অঙ্কটা প্রায় ৪৫০০ কোটি টাকা হতে পারে বলে আঃদাজ করা হচ্ছে। তার প্রভাব বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ দলগুলোর উপরেও পড়বে। ম্যাচ বয়কটের ঘোষণার পর বিশাল অঙ্কের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডও। এ ছাড়া, এই ম্যাচ না হলে আইসিসি হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছে, পাকিস্তান সুপার লিগ খেলতে চাওয়া কোন বিদেশি ক্রিকেটারকে এনওসি দেবে না তারা। তা যদি হয়, জৌলুস হারাবে পাকিস্তানের ক্রিকেট লিগ। ভারত বনাম পাকিস্তান-বাংলাদেশ জোট নিয়ে বিশ্বকাপ শুরুর কয়েক দিন আগে সরগরম ক্রিকেট বিশ্ব। পিচে বল গড়ানোর আগেই কপিল দেবের এই বক্তব্য আরওএ পাকিস্তানকে চাপে ফেলে দিল বলে মনে করছে অনেকেই।

বোর্ড চালাতে হিমসিম

পাকিস্তানের ভারত ম্যাচ বয়কটে মাথায় হাত বাংলাদেশের

নিজস্ব প্রতিবেদন

প্রথমে বাংলাদেশ, আর তার পর পাকিস্তান। আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এই দুই দেশ বয়কট নিয়ে টালবাহানা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশকে বাদ দিয়েছে আইসিবি। বদলে সুযোগ পেয়েছে স্কটল্যান্ড। এর পর পাকিস্তান গোটা বিশ্বকাপ তাঁরা আর্থিক ক্ষতি নিয়ে চিন্তায় আছে। আইসিসি-র আয়ের একটা বড় অংশ আসে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ থেকে। তাই বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি প্রতিটা ক্ষেত্রেই তারা ভারত ও পাকিস্তান দুই দলকে একের বেশিবার মুখোমুখি হতে হয়। একই ছবি এশিয়া কাপেও। এই ম্যাচ থেকে আইসিসি বেশিরভাগ আয় সংবাদ মাধ্যমকে এক বিসিবি কর্তার নাম না প্রকাশের শর্তে বলেন, ''ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ না হলে পুরো ক্রিকেটবিশ্ব আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এমনকি আমাদের লভ্যাংশও কমে যাবে। আমরা এ রকম ক্ষতি চাইনি।'' তবে আর্থিক ক্ষতি হলেও পাকিস্তানের সিদ্ধান্তকে বাংলাদেশ সমর্থন জানিয়েছে, কারণ

বয়কট না করলেও তারা ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলবে না বলে জানিয়েছে। পিসিবি আনুষ্ঠানিকভাবে কারণ না জানালেও তাদের এই সিদ্ধান্তে মাথায় হাত বাংলাদেশের। এই বিষয়টা নিয়ে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো একটি রিপোর্টে প্রকাশ করে। সেখানে বলা হয়, পাকিস্তানের ম্যাচ বয়কট নিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের কোনও কর্তা প্রকাশ্যে কিছু বলেননি, কিন্তু করে। আর আইসিসি বছরে যেই টাকা উপার্জন করে সেখান থেকে একটা অংশ তারা সদস্য দেশগুলোকে দেয়। যদি ভারত পাকিস্তান ম্যাচই না হয়, তা হলে আইসিসি-র আয় কমবে এবং দেশগুলোকেও তারা কম টাকা দেবে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের আয়ের মূল উস হলো আইসিসি-র লভ্যাংশ। ফলে তারাও ধাক্কা খাবে। এতেই চিন্তায় বিসিবি-র কর্তারা। এর ফলে নাকি পাকিস্তান ভারতকে কঠিন বার্তা দিয়েছে। পাকিস্তান বিশ্বকাপে ভারতের ম্যাচ বয়কট করলেও তারা আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও কারণ জানায়নি। পাকিস্তান অবশ্য শুরু থেকেই বাংলাদেশের সঙ্গে আইসিসি-র আচরণের নিন্দা করেছিল। কিন্তু সেটার জন্য ভারত ম্যাচ বয়কট এটা যে কূটনৈতিক কারণেই তা বুঝতে কারও অসুবিধা হয়নি।

বাগান ফুটবলার আদনানকে দলে টেনে নিল কেরালা

সংবাদ সংস্থা, কোচি, ৩ ফেব্রুয়ারিঃ আগেরবার খারাপ পারফরম্যান্সের পর এবার সুপার কাপে ভালো পারফরম্যান্স করার টার্গেট ছিল কেরালা ব্লাস্টার্সের। সেইমতো খেলোয়াড়দের প্রস্তুত করেছিলেন ডেভিড কাতলা। এমনকি যথেষ্ট দাপটের সাথেই টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল কেরালা। আইলিগের ফুটবল দল রাজস্থান ইউনাইটেড হোক কিংবা আইএসএলের নতুন দল স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি। উভয়ের বিপক্ষেই সহজ জয় পেয়েছিল ছেলেরা। যারফলে পরবর্তী রাউন্ডে যাওয়ার অন্যতম দাবিদার হিসেবে উঠে এসেছিল কেরালা। যদিও সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। মুম্বাই সিটির কাছে শেষ মুহূর্তে গোল হজম করতে হয়েছিল দক্ষিণের এই দলকে। তারপর আর ম্যাচে ফেরা সম্ভব ছিল না। সেই সমস্ত কিছু ভুলে এবার দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে সাফল্য পাওয়ার চ্যালেঞ্জ কেরালার। এক্ষেত্রে নিজেদের কোচ ডেভিড কাতলার উপরেই ভরসা রেখেছে ম্যানেজমেন্ট। তবে গত কয়েক মাস ধরে ঘটে চলা পরিস্থিতির দিকে নজরে রেখে দল ছেড়ে অন্যত্র যোগদান করতে বাধ্য হয়েছেন একাধিক ফুটবলার। যারফলে একটা সময় কার্যত বিদেশিহীন হয়ে গিয়েছিল কেরালা ব্লাস্টার্স। কিন্তু গত কয়েক দিনে একের পর এক বিদেশি ফুটবলারদের যোগদানের কথা ঘোষণা করতে থাকে ম্যানেজমেন্ট। যেটা নিঃসন্দেহে চমক ছিল সকলের কাছে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলেন সালাউদ্দিন আদনান। হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন। এবারের এই মরসুমের কলকাতা ফুটবল লিগে সবুজ-মেরুন ব্রিগেডের হয়ে খেলতে দেখা গিয়েছিল কেরালার এই ফুটবলারকে। নজর কেড়েছিলেন বেশ কয়েকটি ফুটবল ম্যাচে। একটা সময় মথূট ফুটবল অ্যাকাডেমি থেকে সকলের নজরে এসেছিলেন এই মিডফিল্ডার। পরবর্তীতে যোগদান করেছিলেন কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা মোহনবাগান সুপার জায়ান্টে। সেখানে যখনই সুযোগ পেয়েছেন নিজের জাত চিনিয়েছিলেন আদনান। এবার নিজেদের ঘরের ছেলেকে ঘরে টেনে নিল কেরালা ব্লাস্টার্স। সোমবার রাতেই নিজেদের সোশ্যাল সাইট থেকে তাঁর যোগদানের কথা স্পষ্ট করে দিয়েছে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের এই ফুটবল ক্লাব। যেটা নিঃসন্দেহে বিরাট চমক।

ফিট না হওয়ায় এখনও ছাড়পত্র পাননি ওয়াশিংটন

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৩ ফেব্রুয়ারিঃ ভারতীয় ক্রিকেট দল ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের জন্য প্রস্তুতি নিলেও, একজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় এখনও ফিট নন। ওয়াশিংটন সুন্দরের সর্বশেষ স্বাস্থ্য আপডেট থেকে জানা গিয়েছে, খেলোয়াড়কে খেলার অনুমতি দেওয়া হয়নি এবং ৪ ফেব্রুয়ারি তার আরেকটি পরীক্ষা করার কথা রয়েছে। মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে, খেলোয়াড়টি বিসিসিআই সেন্টারে ভালোভাবে পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এখনও বোলিং করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তার আরেকটি বোলিং সেশন হবে, যার পরে তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হবে। প্রতিবেদনগুলি ইঙ্গিত দেয় যে ওয়াশিংটন সুন্দর এখনও ফিট নন, যদিও তিনি পুনর্বাসনে ভালো অগ্রগতি করেছেন এবং চারটি ব্যাটিং সেশন সম্পন্ন করেছেন। তিনি ২রা ফেব্রুয়ারি বোলিং করেছিলেন, চার ওভার বোলিং করেছিলেন। তার ফ্র্যাকচারযুক্ত অংশটি ভার বহন করতে পারে কিনা তা মূল্যায়ন করার জন্য ৪ ফেব্রুয়ারি তার আরেকটি বোলিং সেশন হবে। এরপর, ভবিষ্যতের কৌশল নির্ধারণ করা হবে। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে ওয়াশিংটন সুন্দর চোট পেয়েছিলেন, এরপর তিনি ওয়ানডে সিরিজের বাকি দুটি ম্যাচ এবং টি টোয়েন্টি সিরিজের পাঁচটি ম্যাচেই খেলতে পারেননি। ওয়াশিংটন সুন্দর যদি বাইরে থাকেন, তাহলে টিম ইন্ডিয়ার একজন বদলি প্রস্তুত রয়েছে। আয়ুশ বাদোনি এবং রিয়ান পরাগ ইন্ডিয়া এ দলের হয়ে খেলছেন, যাদের দুজনকেই সুন্দরের বদলি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এমনকি বাদোনি আমেরিকার বিপক্ষে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন। বাদোনি আমেরিকার বিপক্ষে ৬০ রান করেছেন এবং একটি উইকেটও নিয়েছেন। রিয়ান পরাগও এখন ফিট এবং আমেরিকার বিপক্ষেও খেলবেন। টিম ইন্ডিয়া চাইবে সুন্দর ফিট থাকুক, কিন্তু যদি তা না হয়, তাহলে পরাগ অথবা বাদোনিকে বেছে নেওয়া হতে পারে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে ওয়ার্ম-আপ ম্যাচ খেলতে ভারতীয় দল নবি মুম্বই পৌঁছেছে। ৪ ফেব্রুয়ারি ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলবে। এই ম্যাচে টিম ইন্ডিয়া তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী একাদশে নামাতে পারে। তিলক ভার্মাও এই ম্যাচে খেলতে পারেন। সঞ্জু স্যামসন সুযোগ পাবেন কিনা তা দেখা আকর্ষণীয় হবে।

মোদির হাত ধরে ভারতে ফিরছে ফর্মুলা ১

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারিঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারের উদ্যোগে ভারতে ফর্মুলা ১-এর ফিরে আসার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে! ২০১৩ সালের পর থেকে যে বিশ্বমানের মোটরস্পোর্ট ইভেন্ট ভারত থেকে বিদায় নিয়েছিল, তা এবার ফিরে আসতে পারে বুদ্ধ ইন্টারন্যাশনাল সার্কিটে। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রক সক্রিয়ভাবে কাজ করছে পুরনো সমস্যাগুলো দূর করে ফর্মুলা ১ ম্যানেজমেন্ট-এর সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। এই উদ্যোগকে অনেকে ভারতের গ্লোবাল স্পোর্টিং ডেস্টিনেশন হওয়ার বড় পদক্ষেপ বলে দেখছেন কমনওয়েলথ গেমস ২০৩০ এবং অলিম্পিক্স বিডের সঙ্গে যুক্ত করে। ২০১১ সালে উদ্বোধন হওয়া গ্রেটার নয়ড়ার বুদ্ধ ইন্টারন্যাশনাল সার্কিট ২০১১ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত তিনবার ভারতীয় গ্র্যান্ড প্রি আয়োজন করেছিল। সেবার সেবাস্টিয়ান ভেটেল, ফার্নান্দো আলোনসো, লুইস হ্যামিলটনের মতো তারকারা এখানে দৌড়েছিলেন। কিন্তু ট্যাক্স, রেগুলেটরি জটিলতা, অপারেশনাল খরচ এবং জয়পী গ্রুপের আর্থিক সংকটের কারণে ২০১৪ থেকে এটি বন্ধ হয়ে যায়। সার্কিটটি এখন যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি-র অধীনে, যারা এটি রক্ষণাবেক্ষণ করছে। সাম্প্রতিক খবর অনুযায়ী, ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডাভিয়া নিজে বিআইসি-তে গিয়ে পরিদর্শন করেছেন এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। মন্ত্রক সূত্র জানিয়েছে, সরকার পুরনো ট্যাক্স বোঝা, ব্যুরোক্র্যাটিক বাধা এবং অন্যান্য অপারেশনাল সমস্যা দূর করার জন্য কাজ করছে। এই সমস্যাগুলোই আগে এফ১-এর প্রস্থানের কারণ হয়েছিল। এখন সরকার চাইছে সার্কিটটিকে ২-৩ বছরের জন্য একটা প্রফেশনাল স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়া যাতে তারা এফ১-এর ফিরে আসার প্রক্রিয়া সামলাতে পারে। একটা জাপানি কোম্পানির আগ্রহও দেখা গেছে এই ইভেন্ট আয়োজনে। উচ্চপর্যায়ের আলোচনা চলছে ভারত সরকার, এফওএম এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে। এখনও কোনও নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা হয়নি, কিন্তু উদ্দেশ্য স্পষ্ট এবং গুরুতর। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যদি সবকিছু ঠিকঠাক চলে তাহলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ভারতীয় গ্র্যান্ড প্রি ফিরে আসতে পারে। এটি শুধু মোটরস্পোর্টের জন্য নয়, ভারতের অর্থনীতি, পর্যটন এবং যুবকদের জন্যও বড় সুযোগ। এফ১-এর মতো গ্লোবাল ইভেন্ট দেশে এলে লক্ষ লক্ষ দর্শক, স্পনসরশিপ এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়া কভারেজ আসবে। এই উদ্যোগ মোদি সরকারের বৃহত্তর ভিশনের অংশ ভারতকে বিশ্বের শীর্ষ ক্রীড়া গন্তব্য করে তোলা। ২০৩০ সালে আহমেদাবাদে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের পরিকল্পনা এবং ২০৩৬ অলিম্পিক্সের বিডের সঙ্গে এটি যুক্ত। মোটো জিপি, ফর্মুলা ই-এর মতো অন্যান্য মোটরস্পোর্ট ইভেন্টও ভারতে জনপ্রিয় হচ্ছে। এফ১-এর ফিরে আসা সেই ধারাবাহিকতায় বড় মাইলফলক হবে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com